

ইসলামের ইতিহাস ও সংক্ষিপ্তি ১ম পত্র

অধ্যায়-২: হযরত মুহাম্মদ (স) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.)

প্রশ্ন ▶ ১ আশরাফ সাহেবের বাসায় সবসময় দুই ধরনের রান্না হয়। ভালোমানের রান্না হয় তার পরিবারের জন্য, আর নিম্নমানের খাবার তৈরি হয় ড্রাইভার, বাবুটি আর পরিচারিকাদের জন্য। তাদের চিকিৎসা, বাসস্থান ও ভালো পোশাকেরও সুব্যবস্থা নেই। আশরাফ সাহেব তার স্ত্রীর সাথেও সবসময় দুর্ব্যবহার করেন। পরিবারিক কোনো সিদ্ধান্তে তিনি স্ত্রীর মতামত গ্রহণ করেন না। এসব নিয়ে সংসারে অশান্তি লেগেই থাকে। /জ. লো. ১৭/

ক. মহানবি (স) কে ক্ষিটাদে ইন্তেকাল করেন? ১

খ. মুহাম্মদ (স)-কে 'আল-আমিন' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আশরাফ সাহেব মহানবি (স)-এর কোন উপদেশ মেনে চললে অধীনদের সাথে বিরূপ আচরণ করতে পারতেন না? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নারীর প্রতি যে অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে তা মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণের এ সংক্রান্ত নির্দেশাবলির পরিপন্থি- উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মহানবি (স) ৬৩২ খ্রিষ্টাদে ইন্তেকাল করেন।

খ. সততা ও বিশ্বস্ততার ধারক হওয়ায় মহানবি (স)-কে আল-আমিন বলা হয়।

'আল আমিন' শব্দের অর্থ বিশ্বাসী। মহানবি (স) ছোটবেলা থেকেই এ গুণটির অধিকারী ছিলেন। তিনি কখনো যিথ্যাকথা বলতেন না। তাই সবাই তাঁকে শ্রেণি বিশ্বাস করত এবং তাঁর ওপর আস্থা রাখত। এ মহান গুণের জন্য সবাই 'আল-আমিন' বলে ভাকৃত।

গ. মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণে দেওয়া দাস-দাসীদের প্রতি সদয় আচরণের উপদেশটি মেনে চললে আশরাফ সাহেব অধীনদের সাথে বিরূপ আচরণ করতে পারতেন না।

১০ম হিজরির ৯ জিলহজ (৬৩২ খ্রিষ্টাদ) মহানবি (স) বিশ্বমানবতার জীবন পরিচালনার সার্বিক নির্দেশনাস্বরূপ মন্ত্রার আরাফাতের ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন, যা বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত। এ ভাষণে তিনি মানবজাতির সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার সার্বিক উপদেশ প্রদান করেন। অধীন বা দাস-দাসীদের প্রতি সম্ম্যবহারও ছিল এ ভাষণের একটি উপদেশ। কিন্তু আশরাফ সাহেব এ নির্দেশ লজ্জন করেছেন।

আশরাফ সাহেবের তার অধীন ড্রাইভার, পরিচারিকা, বাবুটির সাথে সমতাভিত্তিক আচরণ করেন না। তিনি তাদের জন্য আলাদা খাবারের ব্যবস্থা করেন। তাদের চিকিৎসা, পোশাক, বাসস্থানের ব্যাপারেও তিনি উদাসীন। অর্থাৎ বিদায় হজের ভাষণে রাসূল (স) বলেছেন, 'দাস-দাসীদের সাথে সদয় ব্যবহার করো। তাদের ওপর কোনোরূপ অত্যাচার করো না। তোমরা যা খাবে, তাদেরও তাই খাওয়াবে, তোমরা যা পরবে, তাদেরও তাই পরবে— তুলে যেও না তারাও তোমাদের মতো মানুষ।' রাসূল (স)-এর এ নির্দেশ মেনে চললে আশরাফ সাহেব তার অধীন কর্মচারীদের প্রতি অন্যায় আচরণ করতে পারতেন না।

ঘ. উদ্দীপকে নারীর প্রতি যে অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে তা মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণের নারীর প্রতি সম্ম্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশনার পরিপন্থি।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বিদায় হজের ভাষণ ছিল মানবজাতির জীবন পরিচালনার সার্বিক দিকনির্দেশনা। এ ভাষণে মানবজাতির মুক্তির নির্দেশনা দিতে গিয়ে রাসূল (স) বলেন 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে, তাদের সাথে খাবাপ ব্যবহার করবে না। তাদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি তোমাদের ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে।' কিন্তু জন্মের আশরাফ এ নির্দেশ অমান্য করেছেন। উদ্দীপকে দেখা যায়, আশরাফ সাহেবের তার স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করেন।

পরিবারিক কোনো সিদ্ধান্তে তিনি স্ত্রীর মতামত গ্রহণ করেন না। তার এ কর্মকাণ্ড ইসলাম তথা রাসূল (স)-এর নির্দেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। কারণ ইসলাম নারীর সবধরনের অধিকারের স্তীর্তি দিয়েছে। মহান আল্লাহ স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল (স)ও বিদায় হজের ভাষণে স্ত্রীদের প্রতি সদয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম নারীকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে তাদের সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই প্রত্যেকের কর্তব্য হলো ইসলামের এ নির্দেশ মেনে চলে নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা।

প্রশ্ন ▶ ২ আদুস সামাদ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি এলাকার মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হওয়ার পর সমাজের সকল অনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে বলেন। এতে সমাজের এক শ্রেণির মানুষের কাছে তিনি শত্রু হয়ে যান। এক পর্যায়ে তাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয় এবং তিনি দেশ ত্যাগে বাধ্য হন। /জ. দি. ১. সি. ১. কি. ১. খ. ১/

ক. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাতার নাম কী? ১

খ. হিলফুল ফুজুল বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মহামানবের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত মহাপুরুষের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের ঘটনা তাঁর প্রচারিত ধর্মের জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা— বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাতার নাম আমিনা বেগম।

খ. হিলফুল ফুজুল বলতে কিশোর বয়সে মহানবি (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি শাস্তিসংঘকে বোঝায়।

মহানবি (স) ছিলেন শাস্তির দৃত। তাই বালক বয়সে যখন তিনি পাঁচ বছর স্থায়ী 'হারবুল ফুজ্জার' যুদ্ধের (৫৮৪-৫৮৮ খ্রি.) ভয়াবহতা দেখলেন তখন তাঁর অন্তর্মান মানবতার জন্য কেবলে উঠল। এ প্রক্রিতেই তিনি সময়না কয়েকজন উৎসাহী যুবক ও পিতৃব্য যুবাইরকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন 'হিলফুল ফুজুল' নামের শাস্তিসংঘটি। সংগঠনটি গোত্রীয় যুদ্ধের অবসানসহ সমাজে শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষায় কাজ করত। এটি প্রায় ৫০ বছর স্থায়ী ছিল।

গ. উদ্দীপকের সাথে মহানবি (স)-এর নবৃত্য লাভের পর ইসলাম প্রচার এবং এ কাজে নির্যাতনের শিকার হয়ে হিজরত করার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে গেলে অনেক বাধা-বিপত্তির সমূর্ধীন হতে হয়। সত্যের পথে থাকা এবং এ পথে মানুষকে আহ্বান করতে শিয়ে যুগে যুগে মহামানবের নানা অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টিতে মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টিতে। আর সত্যের পথে অবিচল থেকে ধৈর্য ও হিজরতের মাধ্যমে রাসূল (স)-এর পরিস্থিতি মৌকাবিলার আংশিক প্রতিফলন লক্ষ করা যায় আদুস সামাদের কর্মকাণ্ডে। উদ্দীপকে দেখা যায়, আদুস সামাদকে এলাকাবাসী সবাই শ্রদ্ধা করত। তিনি মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হওয়ার পর সবাইকে অনৈতিকতা পরিহার করে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার আহ্বান জানান। কিন্তু তার এ কাজে সমাজের এক শ্রেণির স্বার্থীর্বীরা বিরোধিতা শুরু করে এবং তাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। ফলে তিনি বাধ্য হয়ে দেশ ত্যাগ করেন। একই ঘটনা পরিলক্ষিত হয় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনে। ৬১০ খ্রিষ্টাদে নবৃত্য লাভের পর মহানবি (স) গোপনে নিকট আজ্ঞায়নের মধ্যে এবং পরবর্তীতে ৬১৩ খ্রিষ্টাদে মজ্জাবাসীদের কাছে তাওহিদের বাণী প্রচার শুরু করেন। এতে মজ্জাব পৌত্রিক, কুরাইশসহ মৃত্পূজার দিশারি সকল গোত্র মুহাম্মদ (স)-এর ওপর ক্ষণ হয়ে ওঠে। মহানবি (স)-এর ওপর তারা অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে; তাঁকে পাগল

বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। কুরাইশদের অত্যাচার যখন চরম আকার ধারণ করে তখন মহানবি (স) আগ্রাহ নির্দেশে তাঁর শিষ্যদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের পরামর্শ দেন। তাছাড়া মহানবি (স) মুক্তায় অবস্থান করলে তাঁর বিরুম্বে কুরাইশদের ঘড়যন্ত্রের মাঝে উভরোক্তর বৃন্দি পেতে থাকে। এমনকি তারা রাসুল (স) কে হত্যার ঘড়যন্ত্র করে। এ প্রেক্ষিতে মহান আগ্রাহ তাঁকে মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দেন। কারণ তখন মদিনায় ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। তাই মহানবি (স) মহান আগ্রাহ নির্দেশে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন এবং মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাসুল (স)-এর ইসলাম প্রচার, নির্যাতন সহ্য করা এবং হিজরতের ঘটনার সাথে আকুস সামাদের কর্মকাণ্ড আধিক্যক সামৃদ্ধ্যপূর্ণ।

১ রাসুল (স)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের ঘটনা তাঁর জীবনের জন্য ছিল মোড় পরিবর্তনকারী এবং ইসলামের ডিত প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হিজরতের ফলে মহানবি (স)-এর জীবনধারায় পরিবর্তন আসে এবং তিনি সুস্থ পরিবেশে বসবাস করার সুযোগ লাভ করেন। ঐতিহাসিক P.K. Hitti বলেন, ‘হিজরতের সাথে সাথে হযরতের মক্কা জীবনের অবসান ও মদিনা জীবনের সূচনা হয় এবং এখানেই মুহাম্মদ (স)-এর জীবনের মোড় ঘুরে যায়।’ মহানবি (স) মদিনায় হিজরত করলে মদিনাবাসী তাঁকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বরণ করে নেয়। এরপর মদিনায় ইসলাম দৃতগতিতে প্রসার লাভ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র আরবজাহান মুসলমানদের অধীনে আসে। হিজরতের পরপরই মুহাম্মদ (স) মদিনাতে মুসলমানদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে মসজিদে নববি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও মদিনাবাসী মহানবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তাদের নগরীর নাম রাখিন ‘মদিনাতুর্রাবি’ বা নববির শহর। এতে মদিনাবাসীর সম্মান অনেক বেড়ে যায়। মহানবি (স)-এর হিজরতের ফলে মদিনার লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে এবং মদিনাবাসী দীর্ঘদিনের ভেদাভেদ ও শক্তুতা ভুলে গিয়ে আত্মত্বের বৰ্ধনে আবন্ধ হয়। হিজরতের ফলেই মহানবি (স) বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান ‘মদিনা সনদ’ প্রণয়ন করেন।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মহানবি (স)-এর হিজরতের ফলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ▷ ৩ মুক্তিযুদ্ধের সময় রাশেনদের গ্রামের মুক্তিযোদ্ধারা গ্রামে প্রবেশের রাস্তা কেটে দিয়েছিল, যাতে পাকিস্তান আর্মি সহজে প্রবেশ করতে না পারে। রাস্তা কাটা থাকায় পাক আর্মি গাড়ি ছাড়া পায়ে হেঠে গ্রামে প্রবেশ করার সাহস পায়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের এই রণকৌশলের কারণে রাশেনদের গ্রাম ছিল নিরাপদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দৰ্শকি।

ଶ୍ରୀ ମିଶନ୍ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଲବ୍ ୧୭

- ক. হিজরত অর্থ কী? ১
 খ. হিজরত ও দেশত্যাগের মধ্যে পার্থক্য কী? বুঝিয়ে লেখো। ২
 গ. উদ্দীপকের অনুবৃত্ত রণকৌশল মহানবি (স) কোন যুদ্ধে
 প্রয়োগ করেছিলেন? বর্ণনা করো। ৩
 ঘ. মহানবি (স)-এর উক্ত রণকৌশলটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

୩ ନାୟକଙ୍କର ଉତ୍ତର

ক ‘হিজরত’ শব্দের অর্থ দেশত্যাগ, প্রস্থান এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করা।

খ) হিজরত এবং দেশত্যাগের মধ্যে মৌলিক ও উদ্দেশ্যগত কিছু পার্থক্য রয়েছে।

শাস্তিকভাবে হিজরত ও দেশত্যাগ একই অর্থ ধারণ করে। অর্থাৎ এগুলোর অর্থ এক দেশ বা একস্থান থেকে অন্য স্থানে প্রস্থান করা।

କିନ୍ତୁ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟଗତ ଦିକ୍ ଦିଯେ ଦୂଟି ଭିନ୍ନ ବିଷୟ । ଦେଶତ୍ୟାଗ ଯେ କୋଣୋ ପ୍ରଯୋଜନେ, ବୈଷୟିକ ବା ପାର୍ଥିବ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ସାଧନେ ହତେ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ‘ହିଜରତ’ ଶବ୍ଦଟିର ସାଥେ ଇସଲାମ ପ୍ରଚାର ବା ପ୍ରସାରର ବିଷୟଟି ଜଡ଼ିତ । ବାସୁଲ (ସ) ଇସଲାମ ପ୍ରଚାର କରତେ ଗିଯେ ବିରୋଧୀଦେର ନିର୍ଯ୍ୟାତନେର ଶିକାର ହୁଏ ହିଜରତ କରତେ ବାଧ୍ୟ ହୁଯେଛିଲେନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟେଓ କେଉଁ ଯଦି ଅନୁରୂପ ପରିସ୍ଥିତିତେ ବା ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଦେଶତ୍ୟାଗ କରତେ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ତବେ ତା ହିଜରତ ବଳେ ପରିଗଣିତ ହବେ ।

গ উদ্ধীপকের অনুরূপ রংকৌশল মহানবি (স) খন্দকের যুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন।

ইসলামের সূচনালগ্নে যে কয়টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হলো ‘খন্দকের যুদ্ধ’। এ যুদ্ধ ইতিহাসে বিভিন্ন নামে পরিচিত। মুহাম্মদ (স) সালমান ফারসির পরামর্শক্রমে মদিনার চারপাশে খাল বা খন্দক খনন করে যে অভিনব যুদ্ধ কৌশলের অবতারণা করেন তাই ইতিহাসে ‘খন্দকের যুদ্ধ’ নামে পরিচিত। উজ্জীপকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করতে কৌশল অবলম্বনের দ্রষ্টব্য তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে গ্রামে প্রবেশের রাস্তা ভেঙে দিয়ে গ্রামবাসী শত্রুপক্ষ থেকে নিরাপদ থাকতে সক্ষম হয়। খন্দকের যুদ্ধেও এ ধরনের কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে মুসলমানরা কুরাইশদের পরাজিত করেছিল।

৬২৭ সালের ৩১ মার্চ কুরাইশ, ইতুনি ও বেনুইনদের সর্বাধিনায়ক আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্তার মুশারিকরা মদিনা আক্রমণ করে। তাদের প্রতিহত করতে মুহাম্মদ (স) তিন ছাজার সৈন্যের এক বাহিনী মদিনার চারপাশে ঘননকৃত পরিষ্কার প্রহরায় নিযুক্ত হিলেন। পরিষ্কা পেরিয়ে হামলা করতে ব্যর্থ হয়ে তারা মদিনাকে ২৭ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখে। কিন্তু দীর্ঘ অবরোধের ফলে শত্রু বাহিনীতে খাদ্য ও পানীয়ের অভাব দেখা দেয় ও বড়ো হাওয়ায় তাদের ঠাবু উড়ে যায়। অনুরূপ ঘটনা রাশেদদের গ্রামের ক্ষেত্রেও লক্ষ্যণীয়। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে রাশেদদের গ্রামের মুক্তিযোদ্ধারা গ্রামে প্রবেশের একমাত্র রাস্তাটি কেটে দিয়েছিল, যাতে পাকিস্তানি আর্মি সহজে গ্রামে প্রবেশ করতে না পারে। মুক্তিযোদ্ধারা এ রংকোশলের মাধ্যমে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, খন্দকের যুদ্ধে রাসুল (স)-এর গৃহীত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমেই রাশেদদের গ্রামের মুক্তিযোদ্ধারা এদেশকে শক্তিমত্ত্ব করতে সক্ষম হয়েছে।

ঘ খন্দকের যুদ্ধে মহানবি (স)-এর পৃষ্ঠাত রণকৌশল অর্থাৎ মুসলমানদের পরিষ্কা খনন করার মাধ্যমে যদিনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল।

৬২৭ প্রিষ্ঠাদের ৩১ মার্চ কুরাইশ, ইস্লামি ও বেদুইনদের সম্মিলিত শক্তি উভয় যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতি আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদিনাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১০,০০০। এ সম্বৃদ্ধি শক্তির ঘোকাবিলা করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (স) মাত্র ৩,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণের জন্য মহানবি (স) সাথীবিদের সাথে পরামর্শ করেন। বৈঠকে পারস্যের জনেক মুসলমান সালমান ফারসির পরামর্শক্রমে মদিনা নগরীর অরক্ষিত স্থানসমূহে গভীর পরিখা খনন করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার সিদ্ধান্ত গঠীত হয়। মহানবি (স) ব্রহ্ম এ কাজে অংশ নেন।

৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ মক্কার যৌথবাহিনী মদিনায় হামলা চালায়। কিন্তু মদিনার অভিনব আস্থারক্ষার কৌশল দেখে তারা বিস্মিত হয়। শত চেষ্টা সংক্ষেপে পরিখা অতিক্রম করে শত্রুপক্ষ মদিনায় প্রবেশ করতে পারেনি। তাই তারা ২৭ দিন মদিনা অবরোধ করে রাখে। দীর্ঘ অবরোধের পর খাদ্যাভাব, ঝড়-বৃষ্টি, হিমেল হাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্ঘাগে প্রচণ্ড ঝড়ির সম্মুখীন হয়ে যৌথবাহিনী অবরোধ প্রত্যাহার করে স্বদেশে ফিরে যায়। শুধু পরিখা খননের এই কৌশলের মাধ্যমে মুসলমানরা শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পায়, যা ছিল মুসলমানদের জন্য অনেক বড় বিজয়। উদ্বীগকে রাশোদদের গ্রামের লোকেরা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গ্রামে প্রবেশের রাস্তাটি কেটে ফেলে। ফলে হানাদার বাহিনী ঐ গ্রামে প্রবেশ করতে পারে না। এভাবে তাদের গ্রাম রক্ষা পায়। একইভাবে খন্দকের যুদ্ধের সময় মদিনার অরক্ষিত অঞ্চলগুলোতে পরিখা খনন করে। এই পরিখা অতিক্রম করে শত্রু বাহিনী সামনে সামনে এগুতে ব্যর্থ হয়।

প্রশ্ন ▶ ৪ বিবৃত আবহাওয়া, প্রকৃতির শুষ্কতা ও বৃক্ষতার জন্য গ্রাচীন আরবের মস্তকাবাসীগণ কোনো কিছু ভালোভাবে চিন্তা করতে পারত না। অন্যদিকে, পুতুল পূজার বিপরীতে হ্যারত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের অর্পেপার্জনের পথ, সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক প্রভৃতি সবই শেষ হয়ে যায়। অপরদিকে শস্য-শ্যামল ও স্বাস্থ্যকর মদিনার অধিবাসীগণ সত্য ও শান্তির ধর্ম ইসলামকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং মদিনার দুটি গোত্র মহানবি (স) কে তাদের মধ্যকার বিরোধ দুরীকরণের মধ্যস্থাকারী হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে সত্যের ডাকে ও কর্তব্যের খাতিরেই মহানবি (স) কে মদিনায় হিজরত করতে হয়েছিল।

/সকল বোর্ড ২০১৬/

ক. মদিনার পূর্ব নাম কী ছিল?

১

খ. কাদেরকে আনসার ও মুহাজির বলা হয়?

২

গ. মহানবি (স)-এর হিজরতের কারণগুলো উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণ ব্যতীত মহানবি (স)-এর মদিনায় হিজরতের আরও কারণ আছে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মদিনার পূর্ব নাম ছিল ইয়াসরিব।

খ. জন্মভূমির মাঝ ত্যাগ করে যারা হিজরত করেন তাদেরকে মুহাজির এবং যারা হিজরতকারীদের সর্বতোভাবে সাহায্য ও আশ্রয় দান করেন তাদেরকে আনসার বলা হয়।

গ. মস্তকায় ইসলাম প্রচারের কারণে মহানবি (স) এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। এ কারণে আল্লাহর নির্দেশে যারা জন্মভূমি ও আর্জীয়-স্বজনের মাঝ কাটিয়ে মস্তক হতে মদিনায় হিজরত করেন তাদেরকে মহানবি (স) মুহাজির নামে অভিহিত করেন। আর রক্তের সম্পর্ক বিবেচনা না করে ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে মুহাজিরদের যারা আশ্রয়দান করেন তাদেরকে তিনি ‘আনসার’ (সাহায্যকারী) নামে অভিহিত করেন।

ঘ. উদ্দীপকে মহানবি (স)-এর মদিনায় হিজরতের (দেশত্যাগ বা একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন) তিনটি কারণ সূম্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নবুয়াত প্রাণ্তির ১২ বছর পর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবি হ্যারত মুহাম্মদ (স) মস্তক থেকে মদিনায় হিজরত করেন। মূলত তিনি ইসলাম প্রচার এবং সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে মদিনাবাসীকে আবদ্ধ করতে হিজরত করেছিলেন। এছাড়াও মহানবি (স) এর হিজরতের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ নিহিত ছিল, যার তিনটি কারণ উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত হিজরতের কারণসমূহের মধ্যে একটি হলো প্রাকৃতিক পরিবেশ। শুষ্ক জলবায়ু এবং উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য মস্তকাবাসীগণ ছিল শুষ্ক এবং বদমেজাজি। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা গভীরভাবে চিন্তা করতে পারত না। অপরদিকে, মদিনার সুশীতল স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ও শস্য-শ্যামল ভূমির কারণে সেখানকার লোকজন সুবিবেচক, দয়ালু, শান্ত ও সরলমান। তাই তারা ইসলামকে সাদরে গ্রহণ করে এবং মহানবি (স)কে মদিনায় হিজরতের আহ্বান জানায়। মহানবি (স)-এর হিজরতের আর একটি কারণ হলো তৎকালীন আরবে বিদ্যমান অভিজ্ঞাত্য ও কৌলিন্যপ্রথা। মস্তক স্বার্থপর পুরোহিত শ্রেণি এবং রক্ষণশীল কুরাইশগণ ইসলাম প্রচারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কারণ পৌত্রলিঙ্কতার অবসান ঘটিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই তারা মহানবি (স)-এর বিবৃন্দে নানা ঘৃঢ়যন্ত্র করে তাঁকে হিজরত করতে বাধ্য করে। এছাড়া উদ্দীপকে হিজরতের আর যে কারণটি উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হলো মদিনাবাসীর মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ মীমাংসাকারী হিসেবে মহানবি (স)কে তাদের আমন্ত্রণ। মদিনার আওস ও খায়রাজ গোত্র দুটি তাদের মধ্যকার বুয়াস নামক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে বৃক্ষ পাওয়ার জন্য মধ্যস্থাকারীর সন্ধান করছিল। এ কারণে তাদের মধ্যকার বন্ধু নিরসন করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবি (স)কে তারা আমন্ত্রণ জানায়। তিনি তাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় পৌছান। মহানবি (স)-এর মদিনায় হিজরতের উল্লিখিত কারণগুলোই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণ ছাড়াও মহানবি (স)-এর মদিনায় হিজরতের পেছনে আরও কারণ বিদ্যমান ছিল। মহানবি (স)-এর মস্তক থেকে মদিনায় হিজরতের পেছনে কিছু কারণ ছিল যার তিনটি উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- প্রাকৃতিক প্রভাব, আভিজ্ঞাত্য ও কৌলিন্যপ্রথা এবং মধ্যস্থাতাকারী হিসেবে আহ্বান। হিজরতের পেছনে শুধু এ কারণগুলোই নিহিত ছিল না। এগুলো ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় মহানবি (স)-কে হিজরতে বাধ্য করেছিল। ইসলামের ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কোনো নবিকেই তাঁর স্বদেশবাসী সাদরে গ্রহণ করেনি। মহানবি (স)-ও মস্তকাবাসীদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাননি। মস্তকার অভিজ্ঞাত কুরাইশগণ মহানবি (স)কে চিরশত্রু মনে করে তাঁর ওপর অমানুষিক অভ্যাচার চালায় এবং ইসলাম প্রচারে বাধ্য দেয়। তাদের প্রবল বাধ্য সত্ত্বেও ইসলাম দিন দিন প্রসার লাভ করতে থাকে। ফলে সর্বশেষ নির্যাতন হিসেবে তারা মহানবি (স)-কে হত্যার পরিকল্পনা করে। এবৃপ্ত পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ মহানবি (স)-কে ওহির (আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত আদেশ) মাধ্যমে মস্তক হেড়ে মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দেন।

অন্যদিকে পৌত্রলিঙ্কতা, জড়বাদ, খ্রিস্টাবাদ কোনোটিই মদিনার সাধারণ জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। এসব ধর্মের প্রভাবে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত ছিল। তাই তারা মস্তকার নিকটবর্তী আকাবা নামক স্থানে দু'বার রাসূল (স)-এর কাছ থেকে বায়াত (ইসলাম গ্রহণের শপথ) গ্রহণ করে তাঁকে মদিনায় হিজরতের আহ্বান জানান। মহানবি (স)-এর পিতা আবদুল্লাহ এবং পূর্বপুরুষ হাশিম মদিনায় বিয়ে করেছিলেন। এ আর্থীয়তার সম্পর্ক মহানবি (স)-কে মদিনায় হিজরতের অনুপ্রেরণা দেয় এবং মদিনাবাসীও তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দেয়। এছাড়া মদিনার ইতুদিগণ তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের মাধ্যমে মহানবি (স)-এর আবির্ভাবের বিষয়টি জানতে পারে। এ কারণেও তারা মহানবি (স)-কে আমন্ত্রণ জানায়। মদিনাবাসীদের এমন আগ্রহ দেখে মহানবি (স) তাঁর অনুগত মুসার (রা)-কে মদিনায় পাঠান। তিনি মদিনায় ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে বলে তাঁকে অবহিত করেন। ফলে তিনি মদিনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন।

সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও এসব কারণে মহানবি (স) মদিনায় হিজরত করেন।

প্রশ্ন ▶ ৫ কমলাপুর গ্রামের মানুষ পার্শ্ববর্তী ইসলামপুর গ্রামের উন্নতিতে দীর্ঘবিত্ত হয়ে তাদেরকে আক্রমণ করলে যুদ্ধে কমলাপুর গ্রাম প্রারজিত হয় এবং তাদের নেতা নিহত হন। এ প্রারজয়ের ফলান মুছে ফেলা এবং নেতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কমলাপুরবাসী আবারো ইসলামপুর গ্রাম আক্রমণ করে। ফলে ইসলামপুর গ্রামের চেয়ারম্যান ইবনে আব্দুল্লাহ ৫০ জন তীরন্দাজকে নির্দেশ দেন, আমরা সবাই যুদ্ধে মারা গেলেও তোমরা এখান থেকে সরবে না। কিন্তু নেতার আদেশ অমান্য করার জন্য ইসলামপুরবাসী এ যুদ্ধে প্রারজিত হন।

/সকল বোর্ড ২০১৬/ ক্রমান্বয় সরকারি সিটি কলেজ, কুরাইশ নেতার সরকারি কলেজ/

ক. উহুদের যুদ্ধে কুরাইশ নেতা কে ছিলেন?

১

খ. ‘ফাতহুম মুবিন’ কী? ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্দীপকের ঘটনা তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ঘটনার প্রতি ইঞ্জিত করছে? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. ‘নেতার আদেশ অমান্য করা উক্ত যুদ্ধে প্রারজয়ের অন্যতম কারণ’ – উক্তিটি পাঠ্যরইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. উহুদের যুদ্ধে কুরাইশ নেতা ছিলেন আবু সুফিয়ান।

খ. হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই ‘ফাতহুম মুবিন’ বা সুস্পষ্ট বিজয় বলা হয়। ইসলাম ও বিশ্বের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি এক যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ এটি সর্বতোভাবে মুসলিমদের ব্রাহ্মণের অনুকূলে ছিল। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে মহানবি (স) এবং কুরাইশদের মধ্যে মস্তকার নিকটবর্তী হুদায়বিয়া নামক স্থানে এ সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এ সন্ধির দ্বারা কুরাইশরা মহানবি (স)-কে একজন মহান নেতা এবং মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে ঘৰে নেয়। এ সন্ধির মাধ্যমে মুসলিমদের যে একটি বৃক্ষ শক্তি তার বহিপ্রকাশ ঘটে। যোটি কথা, এ সন্ধি মুসলিমদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। এ কারণে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে ‘ফাতহুম মুবিন’ বা শ্রেষ্ঠ বিজয় বলা হয়।

১। উদ্দীপকের ঘটনা আমার পাঠ্যপুস্তকের উত্তুদ যুদ্ধের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে।

মহানবি (স) মহান আল্লাহর নিকট ধৈর্যের যতগুলো পরীক্ষা দিয়েছিলেন তার মধ্যে উত্তুদ যুদ্ধ একটি। এটি মুসলমানদের জন্যও এক কঠোর অপ্রিপরীক্ষা ছিল। এ যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মুসলমানরা পরবর্তীতে প্রক্রিয়াবন্ধ ইওয়ার শিক্ষা অর্জন করেছিল। ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের নিকট কুরাইশদের পরাজয় ঘটে। এ প্রেক্ষাপটে ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে উত্তুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি এ যুদ্ধের ঘটনারই দৃষ্টিকোণ বহন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কমলাপুর গ্রামের মানুষ পার্শ্ববর্তী ইসলামপুর গ্রামের উন্নতিতে দীর্ঘাস্থিত হয় এবং তাদেরকে আক্রমণ করে যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং তাদের নেতাকে হারায়। তাই প্রতিশোধ নিতে তারা আবারও ইসলামপুর গ্রাম আক্রমণ করে। এ সংঘর্ষে নেতার নির্দেশ অবমাননার কারণে ইসলামপুরের পরাজয় ঘটে। উত্তুদ যুদ্ধের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। মহানবি (স) মদিনায় হিজরতের মাত্র দুই বছরের মধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রসার লাভ করে। সেখানে ইসলামি রাস্তা প্রতিষ্ঠিত হলে কুরাইশগণ ভীমণভাবে সৈরাহিত হয়ে ওঠে। ফলে কুরাইশগণ মুসলমানদের সাথে বদরের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এতে আবু জেহেলসহ বহু কুরাইশ নিহত হয় এবং তারা পরাজয় বরণ করে। ফলশুতিতে কুরাইশের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আবারও উত্তুদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এ যুদ্ধে মহানবি (স)-এর নির্দেশ অমান্যের কারণে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ঘটে। সুতরাং এটি প্রমাণিত যে, উদ্দীপকের ঘটনা উত্তুদের যুদ্ধের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

২। নেতার আদেশ অমান্য করাই উক্ত যুদ্ধে অর্থাৎ উত্তুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

যেকোনো যুদ্ধে বা কাজে নেতা হলেন অনুসরণীয় আদর্শ। তিনি হলেন পরিচালক। তার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বৃন্দিবৃত্তিক নির্দেশ যে কেনো কাজে সফলতা বা যুদ্ধে জয়লাভে সহায়তা করে। নেতার আদেশ অমান্য করে কোনো কালেই কোনো শক্তি জয়লাভ করতে পারেনি। এমন পরাজয়ের দৃষ্টিকোণে উদ্দীপকে বর্ণিত ইসলামপুর এবং উত্তুদ যুদ্ধের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। উদ্দীপকে বলা হয়েছে পরাজয়ের ফানি মুছে ফেলা এবং নেতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কমলাপুর গ্রামের মানুষ ইসলামপুর গ্রামের আক্রমণ করে। এ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ইসলামপুর গ্রামের চেয়ারম্যান ইবনে আবদুল্লাহ ৫০ জন তীরন্দাজকে নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ না করার নির্দেশ দেন। কিন্তু এ নির্দেশ অমান্য করার কারণে ইসলামপুরের পরাজয় ঘটে। উত্তুদ যুদ্ধেও একই কারণে মুসলমানরা পরাজিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ (স) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের নেতৃত্বে ৫০ জন তীরন্দাজ সৈন্যকে উত্তুদ ও আইনাইন পর্বতের মাঝামাঝি সংকীর্ণ গিরিপথে নিয়োজিত করেন। যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ সৈন্যদের এখানে অবস্থান করতে বলেন। কিন্তু সৈন্যরা মহানবি (স)-এর আদেশ অমান্য করে গনিমতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ; যেমন—অশ্ব, উট, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি) মাল সংগ্রহের জন্য গিরিপথ থেকে সরে গেলে কুরাইশেরা খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে এ পথ দিয়ে আক্রমণ করে মুসলমানদের পরাজিত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উত্তুদ যুদ্ধের নেতা মুহাম্মদ (স) দূরদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। তিনি যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে গিরিপথ থেকে সৈন্যদের না সরার নির্দেশ দেন। কিন্তু এ নির্দেশ না মানার কারণেই মুসলমানরা পরাজয়ের ফানি বরণ করে।

প্রশ্ন ▷ ৬। মজিদ লালসালুকে ঘিরে যে যিথ্যা মাজারটি তৈরি করেছে সেটা দিয়েই তার জীবন-জীবিকা নির্বাহ হয়। এটি নিরাপদ করার জন্য সে একদল ভক্ত শ্রেণি তৈরি করে। এলাকার শিক্ষিত শ্রেণি যখন মজিদের এই যিথ্যার প্রতিরোধে সোচ্চার হলো তখন সে তার ভক্তদের নিয়ে প্রতিরোধকারীদের নিঃশেষ করতে উঠেপড়ে লাগল। ফলে উভয় পক্ষ প্রথম সরাসরি যে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় তাতে শিক্ষিত শ্রেণি ইয়ামলাভ করে।

(সৱল কোর্ট ২০১০)

ক. হিজরতের সময় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সজীবী কে ছিলেন? ১
খ. হযরত মুহাম্মদ (স) কে আল-আমিন বলা হতো কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত উভয়পক্ষের প্রথম লড়াইয়ের সাথে ইসলামের ইতিহাসের কোন যুদ্ধের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মজিদের স্বার্থ ও কুরাইশদের স্বার্থ একই সূত্রে গোথা— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক। হিজরতের সময় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সজীবী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)।

খ। সূজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ। উদ্দীপকে বর্ণিত উভয়পক্ষের প্রথম লড়াইয়ের সাথে ইসলামের ইতিহাসের বদরের যুদ্ধের সামঞ্জস্য রয়েছে। অন্যায়, অমঙ্গল আর অসত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ন্যায়, মঙ্গল আর সত্যই জয়ী হয়। কারণ সত্ত্বের শক্তি এতটাই দীপ্তিমান যে, এর সামনে কোনো যিথ্যা অন্যায় টিকে থাকতে পারে না। বদরের যুদ্ধের ইতিহাস আর উদ্দীপকের ঘটনাটিতেও অসত্ত্বের বিরুদ্ধে সত্ত্বের জয় হয়েছে।

মঙ্গার কুরাইশদের শত্রু, ইহুদি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর ফড়যন্ত, মঙ্গাবাসীদের দস্যুরুত্ব ও লুটতরাজ এবং কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের যিথ্যা প্রচারণা প্রভৃতি কারণে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ মঙ্গায় বদর নামক প্রান্তরে ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে আবু জেহেলের নেতৃত্বে কুরাইশদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১০০০ জন। অপরদিকে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। এত স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়েও ন্যায়ের শক্তিতে বলীয়ান মুসলিম বাহিনী এ যুদ্ধে জয়ী হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের আত্মবিদ্ধাস ছিল প্রথর। কারণ তারা ছিল সত্ত্বের পক্ষে। তাই তারা দীপ্ত শপথে যুদ্ধ করে। সত্ত্ব ও ন্যায়ের পক্ষে ছিল বলেই এ যুদ্ধে মহান আল্লাহ তাদের বিজয় সুনির্চিত করে। ফলে এ যুদ্ধে অসত্ত্বের বিরুদ্ধে সত্ত্বের বিজয় ঘটে। উদ্দীপকেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়। যিথ্যা, প্রতারণা আর ভঙ্গামির বিরুদ্ধে সত্যাবেষ্টী মানুষের সংগ্রাম সফল হয়। মজিদের প্রতারণার ফাঁদকে যিথ্যা প্রমাণিত করে এলাকার শিক্ষিত শ্রেণি সত্যকে উন্মোচন করে এবং সত্ত্বের বিজয় ঘটে। সুতরাং সত্ত্বের বিজয়ের দিক দিয়ে বদর যুদ্ধের সাথে উদ্দীপকের ঘটনার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ। স্বার্থগত বিষয় বিবেচনায় উদ্দীপকের মজিদ মঙ্গার কুরাইশদেরই প্রতিনিধিত্ব করছে।

স্বার্থান্বয় মানুষেরা নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগলেই সমাজে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। উদ্দীপকের মজিদ তার বাস্তব দৃষ্টিকোণে কুরাইশের স্বার্থগত কারণে মহানবি (স)-এর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। মহানবি (স) ইসলাম প্রচার করতে থাকলে মঙ্গার কুরাইশগণ দীর্ঘাস্থিত হয়ে পড়ে। কেননা এতে তাদের পুরোহিতের একচেটীয়া অধিকারের ভিত্তি কুমারয়ে দুর্বল হতে থাকে। মঙ্গার কুরাইশেরা তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ধর্মীয় কর্তব্যগুলো থেকে দূরে সরতে বাধ্য হয়। তাছাড়া সিরিয়া ও পারস্যের বাণিজ্য পথে মদিনা অবস্থিত ছিল। কুরাইশদের সাথে এ দুই দেশেরই বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কিন্তু রাসুল (স)-এর ইসলাম প্রচারের কাজ মদিনায় ও সম্প্রসারিত হচ্ছিল। ফলে বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কায় কুরাইশেরা রাসুল (স)-এর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত মজিদও নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য লালসালুকে ঘিরে একটি যিথ্যা মাজার তৈরি করে। আর নিজের স্বার্থ উদ্ধারে যাতে কোনো ধরনের ব্যাঘাত না ঘটে, সেজন্য প্রতিরোধকারী শিক্ষিত শ্রেণির সাথে সে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করে। নিজের অন্যায় কাজ আর ভঙ্গামিকে টিকিয়ে রাখতে সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, স্বার্থগত দিক থেকে উদ্দীপকের মজিদ ও কুরাইশদের অভিযোগ সম্পর্কিত প্রশ্নটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▷ ৭। পদ্মাৰ ভাঙ্গন কৰলিত একদল লোক নদীৰ অপৰ পাড়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ওপাড়ের উৰুৰ ভূমিৰ আশ্রয় প্রদানকাৰীদের উঠতি নেতা জাহাঙ্গীৰসহ প্রায় সকলে মিলে আশ্রিতদের সহযোগিতা করে। কেউ যাতে অসহযোগিতা বা বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে না পারে সেজন্য উভয় পক্ষ মিলে একটি সময়োত্ত দলিলও স্বাক্ষর করে। নদীভাঙ্গ আশ্রিতৰা আশ্রয়দাতাদের সাথে মিলেমিশে তাদের অঞ্চল পরিশ্রমে

এলাকাটিকে একটি আদর্শ বসতিতে রূপান্তর করে। কিন্তু এ অবস্থায় এলাকার নেতৃত্ব যোগ্যতার কারণে আশ্রিতদের হাতে চলে যাওয়ায় জাহাঙ্গীর তার কিছুসংখ্যাক লোকজনসহ আশ্রিতদের উৎখাতে ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

/সকল কোর্ট ২০১০/

ক. প্রাক-ইসলামি যুগে আরববাসীর প্রধান খাদ্য কী ছিল? ১

খ. আকাবার শপথ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের জাহাঙ্গীরের সাথে মদিনায় কোন ইহুদি নেতৃত্ব সামঞ্জস্য দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আশ্রিতদের মতোই মদিনায় মুহাজিরদের অবস্থা ছিল— ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. প্রাক-ইসলামি যুগে আরববাসীর প্রধান খাদ্য ছিল খেজুর।

খ. আল আকাবার শপথ বলতে মজ্জার নিকটবর্তী আকাবা নামক স্থানে মদিনার আওস ও খায়রাজ গোত্রের লোকদের তিনি বার ইসলাম গ্রহণ ও প্রসারের অঙ্গীকারকে বোঝায়।

৬২০ খ্রিষ্টাব্দে মদিনার আওস ও খায়রাজ গোত্রের ৬ জন লোক মজ্জায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। ৬২১ খ্রিষ্টাব্দে মদিনা থেকে ১০ জন খায়রাজ এবং ২ জন আউস গোত্রের লোক আকাবা পাহাড়ের পাদদেশে এসে রাসুল (স)-এর সাথে সাজ্জাত করে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরের বছর (৬২২) কয়েকজন মহিলাসহ ৭৫ জন মদিনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি বার মদিনাবাসী আকাবার শপথের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলাম প্রসারে সহযোগিতায় সম্মত হয়। তাদের এ অঙ্গীকারই ইতিহাসে আকাবার শপথ নামে পরিচিত।

গ. উদ্দীপকের জাহাঙ্গীরের সাথে মদিনার ইহুদি নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সামঞ্জস্য দেখা যায়।

স্বার্থান্বয় মানুষের একটি অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো বিশ্বাসঘাতকতা। তারা নিজ স্বার্থের কারণে নিজ গোত্রের সাথেও বেইমানি করতে পারে। উদ্দীপকের জাহাঙ্গীর এবং মদিনার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এমনই দুজন বিশ্বাসঘাতক চরিত।

মহানবি (স) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেই ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সচেত্ন হন। এ লক্ষ্যে তিনি ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি সনদ প্রণয়ন করেন। এতে মদিনার সকল ধর্মের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ করা হয়। তবে এতে ইহুদি নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মদিনার শাসক হওয়ার স্বপ্ন থেকে বশিত হয়। ফলে সে মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান মহানবি (স) কে মদিনা থেকে বহিষ্কারের পরিকল্পনা করে। এই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতা উহুদ যুদ্ধে (৬২৫) মুসলিমদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল। কারণ কুরাইশদের সাথে যুদ্ধে রাসুল (স) কে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েও সে পথিমধ্যে তার ৩০০ জন অনুচরসহ মুসলিমদের দল ত্যাগ করে। ফলে মুসলমানরা সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। উদ্দীপকের জাহাঙ্গীরও বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টিতে স্থাপন করেছে। অন্য এলাকা থেকে আসা আশ্রিতদের সে বিশেষ সাহায্য-সহযোগিতা করে। কিন্তু সে যখন দেবতে পেল তাদের জন্য তার স্বার্থে কিছুটা ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে, তখন সে তার নিজস্ব লোকজন নিয়ে আশ্রিতদের উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। জাহাঙ্গীরের এ আচরণ মদিনার ইহুদি নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের খৃত আচরণের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ. উদ্দীপকের আশ্রিতদের মতোই মদিনায় মুহাজিরদের (ইসলামের জন্য হিজরতকারী) অবস্থা ছিল— বক্তব্যটি সঠিক।

মদিনাকে আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করার ক্ষেত্রে মজ্জা থেকে আগত মুহাজিররা যেভাবে অক্রান্ত পরিশ্রম করেছিল, পদ্মা পাঢ়ের আশ্রিতরা ও একইভাবে তাদের নতুন বসতির উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। এদিকে বিবেচনায় উদ্দীপকের আশ্রিতরা যেন মদিনার মুহাজিরদেরই প্রতিরূপ। মজ্জা থেকে আগত সকল মুহাজির শান্তিকামী মদিনাবাসীর নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হন। এ মুহাজিররা মদিনাকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র বৃপ্তায়িত করেন। এ লক্ষ্যে তারা একটি চার্টার বা সনদ প্রণয়ন করেন, যা ছিল বিশ্বের ইতিহাস প্রথম লিখিত সনদ। এ সনদে ব্রাহ্মকর্কারী সকল

সম্প্রদায় একটি সাধারণ জাতি গঠন করবে এবং সকল সম্প্রদায়ের সমান নাগরিক অধিকার ভোগ— এমন অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এই সনদ প্রণীত হওয়ার ফলেই মুহাজিরগণ মদিনাবাসীর সাথে মিলেমিশে একটি সুসংহত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকের আশ্রিতরা ও তাদের নতুন বসতিকে একটি আদর্শ স্থানে পরিণত করে। সবার সহযোগিতায় পদ্মাপাঢ়ের এলাকাটি একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ ও শান্তিময় স্থানে পরিণত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, মুহাজির এবং মদিনাবাসীর সম্বিলিত চেষ্টাতেই মদিনার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া গড়ে উঠেছিল। আবার উদ্দীপকে বশিত আশ্রিত ও আশ্রিতদাতাদের যৌথ উদ্যোগে পদ্মাপাঢ়ে একটি আদর্শ বসতি গড়ে উঠে। সুতরাং উদ্দীপকের আশ্রিত এবং মদিনার মুহাজিরদের অবস্থা একই ছিল।

প্রশ্ন ৮ ‘ক’ অঞ্চলের একজন মহাপুরুষ নতুন ধর্মমত প্রচার শুরু করেন। ফলে ঐ অঞ্চলের পুরাতন ধর্মতের অনুসারীরা তাঁর ওপর অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে। এ অবস্থায় তিনি মাতৃভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করেন। সেখানকার লোকেরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে এবং তাঁকে রাষ্ট্র প্রধানের মর্যাদা দেয়। তিনি কৃতিত্বের সাথে ৪৭টি নীতিমালা প্রণয়ন করে কলহপ্রিয় গোত্রগুলিকে একত্রিত করে একটি জাতিতে পরিণত করেন ও একটি প্রজাতন্ত্র উপহার দেন।

/জাইজিল সুজল আজত কলেজ, মাতিকিল, ঢাকা/

ক. কুরাইশ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. জাজিরাতুল আরব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের মহাপুরুষের অন্যত্র গমনের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন মহাপুরুষের মাতৃভূমি ত্যাগের সাদৃশ্য রয়েছে— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ভূমি কি মনে কর, উক্ত মহাপুরুষ শতধারিত্ব জাতিকে একত্রিত করতে পেরেছিলেন? উত্তরের সপর্কে মুস্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ‘কুরাইশ’ শব্দের অর্থ বশিক বা সওদাগর।

খ. জাজিরাতুল আরব বলতে আরব ভূখণ্ডকে বোঝায়।

‘জাজিরা’ আরবি শব্দ। এর অর্থ উপর্যুক্ত। আর আরব একটি ভূখণ্ডের নাম। সুতরাং জাজিরাতুল আরব অর্থ আরব উপর্যুক্ত। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আরব দেশ বিশ্বের সর্ববৃহৎ উপর্যুক্ত। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে এটি একটি বৈচিত্র্যময় দেশ। এর তিনি দিকে বিশাল জলরাশি এবং একদিকে বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তের স্বরূপ বিশিষ্ট। এরূপ ভিজুজাকৃতির ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই আরব দেশকে জাজিরাতুল আরব বলা হয়।

গ. উদ্দীপকের মহাপুরুষের অন্যত্র গমনের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ে বশিত মহাপুরুষ হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর মাতৃভূমি মজ্জা ত্যাগ করে মদিনায় গমন করার সাদৃশ্য রয়েছে।

শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান বার্তা নিয়ে মানবতার মুক্তির দৃত হ্যরত মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র মজ্জা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে নবৃত্য লাভের পর তিনি ধীরে ধীরে মজ্জা তাওহিদের (আজ্ঞাহর একত্রীদাস) প্রচার করতে থাকেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মজ্জা কুরাইশরা তাঁর ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালাতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা তাঁর জীবননাশের চেষ্টা করলে আজ্ঞাহর নির্দেশে তিনি ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় গমন করেন, যা ইসলামের হিজরত নামে পরিচিত। উদ্দীপকে বশিত মহাপুরুষের ক্ষেত্রেও এমনটি পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে বশিত ‘ক’ অঞ্চলের একজন মহাপুরুষ নতুন ধর্মমত প্রচার করতে শিয়ে পুরাতন ধর্মমত অনুসারীদের অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হন। তাই বাধ্য হয়ে তিনি মাতৃভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান, সেখানকার লোকেরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে। একইভাবে হ্যরত মুহাম্মদ (স) মজ্জা কুরাইশদের গভীর ষড়যন্ত্রে টিকে থাকতে না পেরে মজ্জা ত্যাগ করে মদিনায় স্থানান্তরিত হন তথা হিজরত করেন। সেখানে তিনি সবার কাছে গ্রহণীয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। যেমনটি ‘ক’ অঞ্চলের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের মহাপুরুষের সাথে রাসুল (স)-এর মদিনায় হিজরত এবং সেখানে সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘটনাবলি সাদৃশ্যপূর্ণ।

৪ হ্যাঁ, আমি মনে করি উক্ত মহাপুরুষ অর্থাৎ হয়রত মুহাম্মদ (স) গ্রন্তিহসিক মদিনা সনদ' প্রণয়নের মাধ্যমে মদিনায় বসবাসকারী শতধা বিড়জ্জ্ঞ জাতিকে একত্র করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মহানবি (স) ছিলেন সর্ববৃগ্রের সকল মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মদিনায় হিজরত করে তিনি তাঁর উত্তম চারিত্বিক বৈশিষ্ট্য তথা— সাম্য, উদারতা, ন্যায়নিষ্ঠা, সততা, ভার্তৃত্ব প্রভৃতি গুণাবলি দ্বারা মদিনাবাসীকে আকৃষ্ট করেন। তিনি তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মদিনায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করেন। সকলের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করে সবাইকে ঐক্যের বন্ধনে আবশ্য করেন। উদ্দীপকেও যার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। উদ্দীপকের বর্ণনার মাধ্যমে রাসূল (স)-এর হিজরত এবং মদিনা সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে মদিনায় আদর্শ রাখ্তু প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

মহানবি (স) মক্কা থেকে মদিনা হিজরতের পর উপলব্ধি করেন যে মদিনা ও আশেপাশে বসবাসকারী ইহুদি, বিহুন ও পৌত্রিকদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করা ছাড়া একটি সুসংহত রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়। মদিনায় অবস্থিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবি (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন।

মদিনায় বসবাসরত ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্রিক, আনসার, মুহাজিরসহ সর্বসাধারণের অধিকার রক্ষায় মদিনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। মদিনা সনদ মদিনার সকল মানুষের, সামাজিক, রাজনৈতিক, অধৈনেতৃত ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করে। কেননা মদিনা সনদ মদিনাবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে, শতধারিভুক্ত মদিনাবাসী মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ভার্তৃত্বের বন্ধনে আবশ্য করে, হিংসা-বিহুবে তুলে বিপদে-আপদে পাশে থাকতে অনুগ্রাণিত করে। মদিনার মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে ও ইসলামি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মদিনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (স) তাঁর ঐক্য ও উদারনীতি বাস্তবায়ন করে শতধারিভুক্ত মদিনাবাসীকে ঐক্যবন্ধন করেছিলেন।

প্রশ্ন ৯ একজন সাধক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে এসে বাধার মুখে পড়েন। যুক্তি নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মহাপুরুষের প্রতিপক্ষ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। শান্তিপ্রিয় সাধক সংলাপের প্রস্তাৱ দিলেন। শুনুন্তে অচল অবস্থা দেখা দেয়। পরবর্তীতে সংলাপ ফলপ্রসূ হয়। ১২ বছরের জন্য যুক্তি বিরতিতে দুপক্ষ সম্মত হয় পরবর্তীতে এই সমবোতা সাধকের জন্য মহাবিজয় বয়ে আনে।

জাইজ্যাল সুজি প্রাত কলজ, মাজিল, ঢাকা/ক. উহুদের যুদ্ধে কুরাইশ নেতা কে ছিলেন?

১

খ. কাদের আনসার ও মুহাজির বলা হয়?

২

গ. উদ্দীপকটি কোন ঘটনার ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. তুমি কী এই সমবোতাকে 'প্রকাশ্য বিজয়' বলে মনে কর?

৪

পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উহুদের যুদ্ধে কুরাইশ নেতা ছিলেন আবু সুফিয়ান।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্দীপকটি হয়রত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে ইঙ্গিত করে।

ইসলাম ও পৃথিবীর ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি এক যুগান্তকারী ঘটনা। মক্কার কুরাইশেরা মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশে বাধা প্রদানের প্রেক্ষিতে উভয়পক্ষের মধ্যে যখন বিরোধ তুঞ্জে ওঠে সেই মুহূর্তে কুরাইশেরা 'মহানবি (স)-এর সাথে সন্ধি করতে সম্মত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, একজন সাধক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে এসে বাধার মুখে পড়েন। সাধকের প্রতিপক্ষ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। শান্তিপ্রিয় সাধক সংলাপের প্রস্তাৱ দিলে তাদের মধ্যে ১২ বছর যুক্তি বিরতির চুক্তি হয়। এই সমবোতা সাধকের জন্য মহাবিজয় বয়ে আনে। অনুরূপভাবে মদিনায় হিজরতের পর দীর্ঘ ছয় বছর মহানবি (স) ও তাঁর অনুসারীরা মক্কা দর্শন ও হজ পালন করেননি। এজন্য মহানবি

(স) তাঁর ১৪০০ জন সাহাবি নিয়ে অষ্টম হিজরির জিলকদ মাসের ২৫ তারিখে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু কুরাইশেরা মহানবি (স)-এর আগমনের সংবাদ পেয়ে 'সতুওয়া' নামক স্থানে প্রতিরোধ গড়ে। ফলে মহানবি (স) মক্কার নয় মাইল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। এ অবস্থায় তিনি ওসমান (রা)-কে শাস্তির প্রস্তাৱ নিয়ে কুরাইশদের শিবিরে পাঠালে তাঁর আটক হওয়ার গুজব রটায়। ফলে মুসলমানগণ এর প্রতিশোধ নেওয়ার কঠোর শপথ করলে কুরাইশেরা ভীত হয়ে মহানবি (স)-এর সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষর করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।

ব হুদায়বিয়ার সন্ধির মাঝে ইসলামের সর্বান্বক বিজয় সংকেত লুকায়িত ছিল। এ সন্ধি স্বাক্ষর করে মহানবি (স) অসাধারণ প্রজ্ঞা ও কৃটনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দেন। এ চুক্তি বিশে মুসলমানদের একটি স্থায়ী অবস্থান তৈরি করে। তাই কুরআনে এ চুক্তিকে 'ফাতহুম মুবিন' বা প্রকাশ্য বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য শ্রেষ্ঠ বিজয়। আপাতদৃষ্টিতে এ সন্ধিপত্র কুরাইশদেরই অনুকূলে সম্পাদিত হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু দূরদৃষ্টিতে বিচার করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এটি সর্বোত্তমাবে মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে হয়েছিল। এ চুক্তিটি মুসলমানদেরকে একটি স্থায়ী রাজনৈতিক যোদ্ধা দান করে। মুসলমানরা যে একটি স্বতন্ত্র শক্তি তাঁর বহিপ্রকাশ ঘটে। এ চুক্তির মাধ্যমেই কুরাইশেরা মহানবি (স)-কে একজন মহান নেতা এবং মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে মেনে নেয়। হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে দশ বছর যুক্তিগ্রহ বন্ধ হওয়ায় মুসলমানগণ নিশ্চিন্তভাবে বসবাস করার সুযোগ লাভ করে। এ সন্ধির ফলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের পথ দিন দিন প্রস্তুত হতে থাকে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। ইসলামের শ্রেষ্ঠ বীর ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায়। হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলেই মুসলমানরা বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করে। এছাড়াও হুদায়বিয়ার সন্ধি ইসলামের ও মুসলমানদের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুফল বয়ে আনে।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল মুসলমানদের জন্য প্রকাশ্য বিজয়।

প্রশ্ন ১০ ১৯৭২ সালে ড. কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। পরবর্তীতে ইহাতে ১৫ বার সংশোধনী আনা হলেও ইহা মানুষের সব সমস্যা সমাধান করতে পারেনি। কিন্তু দেড় হাজার বছর পূর্বে আরব দেশে যে সংবিধান প্রণীত হয় তা রক্তের পরিবর্তে ধর্মের ভিত্তিতে একটি সাধারণ উম্মাহ গঠন করতে ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

বীরেন্দ্র দুর্গ মোহাম্মদ প্রাদলিক কলজ, পিলাবনা, ঢাকা/ক. কত সালে মেরাজ সংঘটিত হয়েছিল?

১

খ. আকাবার শপথ বলতে কী বোঝায়?

২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধানের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কেন সংবিধানের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আরবদের সংবিধানের ভূমিকা লেখো।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৬২০ সালে মেরাজ সংঘটিত হয়েছিল।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধান প্রণয়নের সাথে মহানবি (স)-এর মদিনা সনদ প্রণয়নের মিল পরিলক্ষিত হয়।

একটি দেশকে সৃষ্টি ও সন্দৰভাবে পরিচালনা করার মূল চাবিকাঠি হলো সংবিধান। সংবিধানে লিখিত নীতিমালা অন্যায়ী মানুষের মৌলিক অধিকারসহ স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়। মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পারম্পরিক সহাবস্থানের মাধ্যমে একটি সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করাই একটি সংবিধানের মূল লক্ষ্য থাকে। রাসূল (স) প্রণীত মদিনা সনদের ধারায় যেমন এ বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়, তেমনি উদ্দীপকের সংবিধানেও এগুলো লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকে বর্ণিত ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি পরিচালনার জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন। এ সংবিধানে মানুষের মৌলিক অধিকার, ধর্মীয় অধিকারসহ স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা বলা হয়। একইভাবে

বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান মদিনা সনদের ধারায় রাসূল (স) মদিনাকে একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি সকল সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি সাধারণ জাতি গঠন করে সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করেন। প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষাসহ অসহায় ও দুর্বলদের সর্বতোভাবে সহযোগিতার বিধান রাখা হয় এ সনদে। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত এ সংবিধানের মাধ্যমে মহানবি (স) মদিনায় বসবাসরত বিবদমান সকল সম্প্রদায়কে সজ্ঞাব ও সম্প্রতির বন্ধনে আবদ্ধ করে একটি শান্তিপূর্ণ ও সুস্থ সমাজ গঠনে সক্ষম হয়েছিলেন। উল্লিখিত বিষয়গুলোই উদ্দীপকের সংবিধানের সাথে মদিনা সনদের সাদৃশ্য রচনা করেছে।

৩ মহানবি (স)-এর গৃহীত সংবিধান আরবে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সজ্ঞাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান হচ্ছে মদিনা সনদ। একটি আদর্শ সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এতে সংযোজিত নীতিমালা একটি সুন্দর, সুস্থ, ন্যায় ও সাম্যভিত্তিক আদর্শ সমাজ গঠনে সহায় করে। আরবদের সংখ্যার কথা চিন্তা করে সেখানে বসবাসকারী পৌত্রিক, ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের জন্য মহানবি (স) শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় দিক দিয়ে মদিনা সনদ ছিল মহানবি (স)-এর অনন্য অবদান। মদিনা সনদ মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ডাঢ়ত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে হিংসা, বিবেষ, ও হন্ত-কলহের অবসান ঘটায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ভাস্তুত্ববোধ ও সম্প্রতির বন্ধনে বেঁধে একটি তুলনামূলক রাজনৈতিক ঐক্যের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। প্রত্যেক সম্প্রদায়কে স্ব স্ব মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে গৃহযুদ্ধের ডামাড়োল থেকে মদিনাকে রক্ষা করে এ সনদের বিধান। সুদৈহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় এ সনদের বিধান বিশ্বের সকল শাসকদের জন্য অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। মদিনা সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে হয়রত মুহাম্মদ (স) মদিনাকে একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন। এ সনদে প্রণীত নীতিমালা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূরীকরণ, বণবিস্থ থেকে বিশ্বকে মুক্ত করণের পাশাপাশি গৃহযুদ্ধের মতো ঘটনা নিরসনে প্রত্যেক শান্তিকামী মানুষের জন্য আদর্শ উদাহরণ।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আরবদের সংবিধানের ভূমিকা ছিল অসামান্য।

প্রশ্ন ১১ আহাদ ও আসাদ ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ নিয়ে কথা বলছিল। আহাদ আসাদকে জানায় এ যুদ্ধ ছিল যুগান্তকারী যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইসলাম আরব উপন্থীপে ঢিকে যায়।

/বাইরের সুর যোগাযোগ প্রযোজক কলেজ, পিস্কাস, চাকা/

- | | |
|---|---|
| ক. মহানবি (স) কত সালে নবুয়ত লাভ করেন? | ১ |
| খ. হিলফুল ফুজুল বলতে কী বোঝায়? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে কোন যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? লেখো | ৩ |
| ঘ. এ যুদ্ধের গুরুত্ব লেখো। | ৪ |

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (স) ৬১০ সালে নবুয়ত লাভ করেন।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্দীপকে আহাদ ও আসাদের বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ বদর যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধটি ইসলামের প্রাথমিক যুগে সংঘটিত হয়েছিল। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভের ফলে ইসলাম আরব উপন্থীপে ঢিকে যায়। এই তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধটি বদরের যুদ্ধ।

ইসলাম প্রচারে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এবং কুরাইশদের অত্যাচারে আল্লাহর নির্দেশে মহানবি (স) ও অন্যান্য মুসলমানরা মত্তা ছেড়ে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন। এরপর মুসলমানদের ওপর কুরাইশদের কিপ্ততা যেমন বৃন্দি পেয়েছিল তেমনি মুসলমানদের সাথে তাদের শুভাও সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়া মদিনার ইহুদি নেতো আবুল্লাহ বিন উবাইয়ের মহানবি (স) কে মদিনা থেকে বহিক্ষারের স্বত্ত্বাত্মক, মদিনায় ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা, আবু সুফিয়ানের মিথ্যা প্রচারণার কারণে এ

শত্রুতা আরও বেড়ে গেলে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ বদর প্রান্তরে মত্তার কুরাইশ ও মদিনার মুসলমানদের মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধ নামে থ্যাত। এ যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করে এবং এজন্য বদর যুদ্ধকে ইসলামের প্রথম বিজয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত উসমান এ যুদ্ধের কথাই উল্লেখ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির মধ্যে বদর যুদ্ধের চিত্র ফুটে উঠেছে এবং ইসলামের ইতিহাসে এই যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব সময়ই ন্যায়ের জয় হয়। আর অসত্য কখনো সত্যকে পরাজিত করতে পারে না। বদর যুদ্ধ ছিল এরই প্রতিফলন। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম ও যুগান্তকারী ঘটনা ছিল বদর যুদ্ধ। আল্লাহর প্রেষ্ঠাত্ত্ব এবং তাওহিদ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এটা অজ্ঞতার বিরুদ্ধে জ্ঞানের, সত্যের এবং পৌত্রিকতার বিরুদ্ধে তাওহিদের বিজয় সূচনা করেছে। এটা ছিল ইসলাম ধর্মের এক বিশেষ পরীক্ষার দিন।

এ যুদ্ধে ইসলাম ও পৌত্রিকতার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায় এবং এতে মুসলিমরা জয়লাভ করে। সামান্য সংখ্যাক মুসলমান সহস্রাধিক কুরাইশদেরকে পরাজিত করেন। যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম আল্লাহর প্রেরিত ধর্ম এবং ইসলামকে ধর্মস করার ক্ষমতা মানুষের সধ্যাত্তীত। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ জয়লাভ না করলে ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। বদর যুদ্ধে জয়লাভ করে মুসলমানদের মনোবল, শক্তি, সাহস ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। ফলে তাদের ধর্মবিশ্বাস ও আবাসিক্ষাসে অনুপ্রাপ্তি হয়ে ধর্মের জন্য প্রাপ্তদানের দৃঢ়সংকলন গ্রহণই পরামর্শিকালে মুসলমানদের জন্য ব্যাপক সুফল বয়ে এনেছিল। এছাড়াও এ যুদ্ধে পরাজয়ের পর কুরাইশদের শক্তি খর্ব এবং সকল প্রকার অঙ্গকার ধূলিসাং হয়ে যায়। অনাদিকে ইসলামের পৌরব ও শক্তি মদিনায় ও মদিনার বাইরে বহুগুণ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামের প্রথম যুদ্ধ হিসেবে বদর যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অপরিহার্য।

প্রশ্ন ১২ বাংলাদেশে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন রহমান সাহেব। কমান্ডার জলিল সাহেবের দলে তিনি যুদ্ধে অংশ নেন। এ বাহিনী সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে যথন তাদের অঞ্চলকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছিল, তখন উক্ত বাহিনীর অধিনায়ক এক অভিনব পদ্মা বের করেন। তার পরামর্শে রাতের অন্ধকারে উক্ত অঞ্চলের প্রবেশের প্রধান প্রধান সড়কগুলো কেটে বড় বড় খাদের সৃষ্টি করে দিয়ে সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা হয়। ফলে শত্রু বাহিনীর হাত থেকে উক্ত অঞ্চল রক্ষা পায়।

/বি এ এফ প্লাস্টিন কলেজ, চাকা/

- | | |
|---|---|
| ক. খন্দক শব্দের অর্থ কী? | ১ |
| খ. হিলফুল ফুজুল কী? ব্যাখ্যা করো। | ২ |
| গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কমান্ডার মহানবি (স)-এর যে যুদ্ধকৌশলটি অনুসরণ করেন তা ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. উক্ত কৌশলের বাইরাই মহানবি (স) মদিনাকে রক্ষা করতে সক্ষম হন— মূল্যায়ন করো। | ৪ |

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খন্দক শব্দের অর্থ পরিখা।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত কমান্ডার মহানবি (স)-এর খন্দকের যুদ্ধকৌশল অনুসরণ করেননি।

খন্দকের যুদ্ধে মহানবি (স) মদিনাকে ঘিরে পরিখা খনন করেছিলেন। কুরাইশরা এই অভিনব কৌশলে অনেকটা হতভম্ব হয়ে পড়ে। পরিখা পেরিয়ে হামলা করতে ব্যর্থ হয়ে তারা মদিনাকে ২৭ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখে। কিন্তু একপর্যায়ে শত্রু বাহিনীতে খাদ্য ও পানীয়ের অভাব দেখা দেয় এবং কঠো হাওয়ায় তাদের তাঁবু উড়ে যায়। অনুরূপ ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযোদ্ধারা গ্রামে প্রবেশের একমাত্র রাস্তাটি কেটে দিয়েছিল, যাতে পাকিস্তানি আর্মি সহজে গ্রামে প্রবেশ করতে না পারে। মুক্তিযোদ্ধারা এ রণকৌশলের মাধ্যমে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ঘন্দক যুদ্ধে মহানবি (স) যেমন পরিখা খননের মাধ্যমে মদিনাকে হেফাজত করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধারাও তেমনি নিজের দেশকে বহিশক্তির হাত হতে রক্ষা করার জন্য রাস্তা কেটে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। ফলশ্রুতিতে মদিনাবাসীদের মতো তারাও এদেশকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। সুতৰাং বলা যায়, ঘন্দক যুদ্ধের যুদ্ধ কৌশলই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

৭ উক্ত রণকৌশলটির কারণেই উদ্দীপকের অঞ্চলটির মতো মহানবি (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনা রাস্তের নিরাপত্তা বজায় ছিল—উক্তিটি যথার্থ হয়েছে। যুদ্ধে প্রতিপক্ষ দলের মোকাবিলা করার জন্য সামরিক শক্তির পাশাপাশি উন্নত রণকৌশলেও প্রয়োজন হয়। ইসলামের ইতিহাসে ঘন্দকের যুদ্ধে অভিনব রণকৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল। উদ্দীপকেও অনুরূপ ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

ঘন্দকের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা অনেক কম ছিল। মহানবি (স) নিজেদের এই সামরিক দুর্বলতার জন্য মদিনার ভিতরে থেকেই যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। মদিনাকে শত্রুপক্ষের প্রবল আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য উক্তর-পশ্চিম দিকে দশ হাত প্রশস্ত ও দশ হাত গভীর পরিখা খনন করেন। ফলে শত্রুপক্ষ এই পরিখা পার হতে না পেরে মদিনাবাসীর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধারাও শত্রুবাহিনীকে অনুরূপ কৌশলের মাধ্যমে তাদের অঞ্চলে ঢুকতে দেয়নি। এক্ষেত্রে তারা তাদের অঞ্চলে প্রবেশের একমাত্র রাস্তাটি কেটে দিয়ে প্রতিবন্ধকভাবে সৃষ্টি করেছিল। আর এই কৌশল অবলম্বনের ফলেই মুক্তিযোদ্ধাদের অঞ্চলটি শত্রুবাহিনী থেকে নিরাপদ ছিল।

পরিশেষে বলা যায়, পরিখা খননের ফলেই মুশরিকদের আক্রমণ থেকে মদিনা নিরাপদ থাকে। আর মুক্তিযোদ্ধারাও রাস্তা কেটে শত্রুর আক্রমণ থেকে তাদের অঞ্চলকে রক্ষা করে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ দৈনিক ইতেফাক আয়োজিত সংবিধান সংশোধন শীর্ষক সেমিনারে আসাদ সাহেব দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় সব শ্রেণির মতামতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন মহানবি (স) মদিনায় হিজরতের পর সেখানে অবস্থানরত সব ধর্ম ও গোত্রের মধ্যে বিবাদ ও বিশুল্লাহ এড়াতে জনগণকে নিয়ে একটি শাসনতন্ত্র রচনা করেন। এর মাধ্যমে সেখানে একটি স্থানীয় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

/আজিমপুর গজ: গুরস স্কুল এন্ড কলেজ, চাকা/

- ক. আকাবার শপথ করে সালে হয়েছিল? ১
- খ. হিলফুল ফুজুলের গুরুত্ব কী ছিল? বর্ণনা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় মদিনা সনদের শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স)-এর ভূমিকা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আকাবার শপথ ৬২১ সালে হয়েছিল।

খ হিলফুল ফুজুল সকল প্রকার বিশুল্লাহ দূরীভূত করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

মহানবি (স) ছিলেন শান্তির দৃত। তাই বালক বয়সে যখন তিনি হারবুল ফুজুর যুদ্ধের ডয়াবহতা দেখলেন তখন তার অন্তর মানবতার জন্য কেন্দে উঠল। এ প্রেক্ষিতেই তিনি সহমনা করে কজন উৎসাহী যুবক ও পিতৃব্য যুবাইরকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন হিলফুল ফুজুল নামের শান্তি সংঘটি। যেটি পরবর্তী পঞ্চাশ বছর আরবের গোত্রগুলোর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় মদিনা সনদের শিক্ষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

যেকোনো রাস্তা পরিচালনার জন্য বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন অপরিহার্য। লিখিত সংবিধান এক্ষেত্রে একটি রাস্তের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে ভূমিকা রাখে। তাই যেকোনো রাস্তের জন্য লিখিত সংবিধান প্রণয়ন সেই রাস্তের সরকারের দায়িত্ব। যে কাজটি মহানবি (স) মদিনা রাস্তের জন্য করেছিলেন। যা মদিনার জাতি-ধর্ম নিরিশেষে সকল নাগরিককে সম অধিকারের নিষ্ঠয়তা প্রদান করেছিল। উদ্দীপকে মদিনা সনদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকের আসাদ সাহেব বলেন, মহানবি (স) মদিনায় হিজরতের পর সেখানে অবস্থানরত সব ধর্ম ও গোত্রের মধ্যে বিবাদ ও বিশুল্লাহ এড়াতে জনগণকে নিয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। প্রকৃতপক্ষ মহানবি (স) বিশ্বের ইতিহাসে মদিনা সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে প্রথম লিখিত সংবিধানের প্রচলন করেছিলেন। সুসংহত ও ঐক্যবন্ধ মদিনা রাস্তা প্রতিষ্ঠায় এই সংবিধানটি অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে মদিনা সনদ প্রণয়নের ফলেই মদিনায় একটি শান্তিপূর্ণ ও সুস্থ রাস্তা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। তাই মদিনা সনদ বিশ্বনেতাদের জন্য অনুকরণশীল দৃষ্টিত্ব। কেননা এই সনদের মাধ্যমে মদিনা রাস্তের জাতি, ধর্ম, বর্ণ নিরিশেষে সকলেই নাগরিক অধিকার লাভ করে। মদিনা একটি আদর্শ রাস্তে পরিগত হয়। তাই বলা যায়, নাগরিক অধিকার সুনির্ণিত করণে মদিনা সনদ আজও মানবজাতির জন্য অনুকরণশীল শিক্ষা হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

ঘ শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স) মদিনা সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে অসামান্য ভূমিকা পালন করেন।

মহানবি (স) মত্তা থেকে মদিনায় হিজরতের পর লক্ষ করলেন মদিনার বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সর্বদা লেগেই থাকে। মহানবি (স) উপলব্ধি করেন যে, মদিনা ও আশপাশে বসবাসকারী ইহুদি, খ্রিস্টান ও পৌরাণিকদের মধ্যে সত্ত্বাব ও সম্প্রীতি স্থাপন করা ছাড়া একটি সুসংহত রাস্তা গঠন করা সম্ভব নয়। এজন্য মহানবি (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন।

উদ্দীপকে মদিনা সনদ সম্পর্কে আলোচনা পরিলক্ষিত হয়ে। আর মদিনায় বসবাসরত ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌরাণিক, আনসার, মুহাজিরসহ সর্বসাধারণের অধিকার রক্ষায় মদিনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। মদিনা সনদ মদিনার সকল মানুষের, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করে। এই মদিনা সনদই মদিনাবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক এক্য প্রতিষ্ঠা করে, শতধারিত মদিনাবাসী মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ভার্তাত্তের বন্ধনে আবন্ধ করে, হিংসা-বিহেষ ভুলে বিপদে-আপদে পাশে থাকতে অনুপ্রাণিত করে। মদিনায় বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে গোত্রীয় দ্বন্দ্ব প্রকটিভাবে বিদ্যমান ছিল। মদিনার ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌরাণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছিল নিয়া নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু মহানবি (স) মদিনায় হিজরতের পর মদিনা সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে সকল দ্বন্দ্ব সংঘাত বিদ্রূপীত করে একটি শান্তিপূর্ণ রাস্তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় বিশুল্লাহপূর্ণ আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স) ছিলেন অগ্রন্থায়ক।

প্রশ্ন ▶ ১৪ বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর সরকার প্রধান দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের কথা ভাবলেন যেখানে নাগরিকদের সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অধিকারের কথা বর্ণিত থাকবে। রাস্তের সকল সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দল একটি স্বাভাবিক পরিবেশে তাদের কর্মকান্ড স্বাধীনভাবে পরিচালনার দিক নির্দেশনা লাভ করবে। এ নিয়ে সরকার প্রধান, রাস্তের অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে সংবিধান রচনা করেন। এর ফলে রাস্তের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। /উক্তর হাস্ত স্কুল এন্ড কলেজ, চাকা/

ক. মহানবি (স) কত খ্রিস্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন? ১

খ. 'হুজুল বিদা' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধান প্রণয়নের সাথে মহানবি (স)-এর যে পদক্ষেপটির সাদৃশ্য রয়েছে তার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উক্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে মহানবি (স)-এর রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে।' মূল্যায়ন করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন।

খ মহানবি (স)-এর প্রথম পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বশেষ হজ পালনকেই 'হুজুল বিদা' বা বিদায় হজ বলা হয়। হিজরির দশম বছরে দলে দলে লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় হজরত মুহাম্মদ (স) বুঝতে পারলেন তাঁর ওপর অপিত ইহলৌকিক

কর্তব্য শেষ হয়েছে। পরস্পরের আহ্বান সমাগত। এ উপলব্ধি থেকে তিনি হজ পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ১০ হিজরি সনের ২৫ জিলকদ (৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি) ১ লক্ষ ১৪ হাজার মুসলমান নিয়ে মস্তায় হাজির হন। এটিই মহানবি (স)-এর প্রথম পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বশেষ হজ পালন।

গ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সাথে মহানবি (স)-এর মদিনা সনদের সাদৃশ্য রয়েছে।

রাসূল (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনা ও আশপাশে বসবাসকারী সম্প্রদায়দের মধ্যে সন্তান ও সম্মতি স্থাপন করার জন্য যে সনদ প্রণয়ন করেন তাই ‘মদিনা সনদ’ নামে পরিচিত। এ সনদ সামাজিক, রাজনৈতিক, অগ্নৈতিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। এটাই বিশ্বের ইতিহাসে সর্ব প্রথম লিখিত সংবিধান।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার পর সরকার প্রধান দেশের জন্য এমন একটি সংবিধানের কথা ভাবলেন যেখানে নাগরিকদের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অগ্নৈতিক ও সামাজিক অধিকারের কথা থাকবে। তাই স্বাস্ত্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় সংবিধান রচনা করা হয়। ফলে নাগরিক অধিকার ও সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ বজায় থাকে। এ বিষয়টি রাসূল (স)-এর মদিনা সনদের সাথে তুলনীয়। কেননা মদিনা সনদের ফলে সকল নাগরিকের অধিকার সুনির্ণিত হয়। মদিনার মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায় ভাতৃত্বের বন্ধনে আবন্ধ হয়। এক সুস্থ ও স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি হয়। তাই বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন রাসূল (স)-এর মদিনা সনদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ মদিনা সনদের মাধ্যমে মহানবি (স)-এর রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে।

ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান মদিনা সনদ। এ সনদ প্রমাণ করে যে রাসূল (স) একজন ধর্ম প্রচারকই নন বরং বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ। ঐতিহাসিক মুঝ বলেন, ‘রাসূল (স)-এর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব মননশীলতা শুধু তৎকালীন যুগের নয়। বরং সর্ব যুগের ও সর্বকালের মহামানবের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।’

মদিনা সনদ মুসলমান ও অমুসলিম সম্প্রদায়কে ভাতৃত্বের বন্ধনে আবন্ধ করে হিংসা, হেষ ও কলহের অবসান ঘটায়। মদিনা তথা ইসলাম প্রজাতন্ত্র সংরক্ষণে সকলের সম্ভাব্যে যুদ্ধব্যয় বহন করার ব্যবস্থা রাসূল (স)-এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। এ সনদের ধারাগুলো প্রমাণ করে রাসূল (স) বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহাপুরুষ ও রাষ্ট্রনায়ক। এ সনদ রাসূল (স)-কে কুরাইশদের দ্বিতীয় শক্তিশালী করে, মদিনা সনদের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আঘাত রাসূল (স)-এর উপর ন্যস্ত হয়। ফলে সকলের জন্য মাল নিরাপত্তা পায়।

পরিশেষে বলা যায়, মদিনা সনদের মাধ্যমে রাসূল (স) যে দূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছিলেন তা তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দিকটি ফুটিয়ে তোলে।

প্রশ্ন ১৫ আবিদ একজন যোদ্ধা। যুদ্ধের পর বাড়ি ফিরে এসে সে ছোট বোন লীমার কাছে যুদ্ধের কথা বর্ণনা করেছিল। যুদ্ধে তাদের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। লীমা এর কারণ জানতে চাইলে আবিদ বলল, আসলে তাদের রণকৌশল ঠিকই ছিল কিন্তু প্রথম দিকে কয়েকজন শত্রু সৈন্য মারা যেতে দেখে তারা কমাত্তারের নির্দেশ ভুলে গিয়ে প্রকাশে চলে এসেছিল। অবশ্য পরে আর কখনো তারা এমন ভুল করেনি।

/উত্তর হাঁই স্কুল এন্ড অলেজ, ঢাকা/

ক. বদরের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা কত ছিল? ১

খ. হিজরত ও বন্দেশ ত্যাগের মধ্যে পার্থক্য কী? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ইসলামের ইতিহাসের কোন যুদ্ধের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে তোমার পঞ্চিত প্রশ্নে উল্লিখিত যুদ্ধে থেকে কী শিক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে? আলোচনা করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বদরের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন।

খ হিজরত ও বন্দেশ ত্যাগের মধ্যে পুরুষপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। ‘হিজরত’ শব্দটির শাব্দিক অর্থ স্থানান্তর বা দেশত্যাগ হচ্ছে এবং এটি কোনো সাধারণ দেশ ত্যাগ নয়। মস্তার কুরাইশদের অমানুষিক অত্যাচার

ও উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে মুহাম্মদ (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে জন্মান্তর মুস্তক ত্যাগ করে মদিনায় গমন করেন। ইসলামের ইতিহাসে এ গমন ‘হিজরত’ নামে পরিচিত। মহানবি (স)-এর এ বন্দেশ ত্যাগের উদ্দেশ্য ছিল জীবনের নিরাপত্তা ও ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। অপরপক্ষে বন্দেশ ত্যাগ একটি সাধারণ বিষয়। যেকোনো মানুষ তার যেকোনো প্রয়োজনে নিজের দেশ থেকে অন্যত্র গমন করলেই তাকে বন্দেশত্যাগ বলা হয়। তাই বলা যায়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত কারণে হিজরত ও বন্দেশ ত্যাগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ইসলামের ইতিহাসের উত্তুল যুদ্ধের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

মহানবি (স) উত্তুল যুদ্ধের সময় উত্তুল পাহাড়ের গোলাকার অংশের বাইরে থেকে যুদ্ধ পরিচালনার মনস্থিত করেন এবং সেভাবে সৈন্য সমাবেশ করেন। মুসলিম শিবিরের পশ্চাতে বাম পাশে একটি গিরিপথ ছিল। রাসূলমুহাম্মদ (স)-এর নির্দেশ ছিল ‘জয় অথবা পরাজয় কোনো অবস্থাতেই মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী যেন গিরিপথ অতিক্রম না করে’। চিরাচরিত বীতি অনুযায়ী মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী যেন গিরিপথ অতিক্রম না করে। প্রথম দিকে মুসলমানরা পর পর সাফল্য লাভ করে। এতে শত্রুবাহিনী দিঘিদিক জানশূন্য হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন শুরু করে। যুদ্ধের প্রাথমিক সাফল্যের উল্লাসে মুসলিম সৈন্যবাহিনী শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলে এবং তীরন্দাজ বাহিনী মহানবি (স)-এর আদেশ ভুলে গিয়ে গিরিপথের রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে গনিমতের মাল সংগ্রহে নিয়োজিত হয়। এই সুযোগে শত্রুপক্ষ মুসলমানদের আক্রমণ করে এবং মুসলমানরা পরাজয় বরণ করে।

উদ্দীপকের আবিদও একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এ যুদ্ধে যোদ্ধাদের রণকৌশল ঠিক ধাকলেও প্রথম দিকে কয়েকজন শত্রু সৈন্য মারা যেতে দেখে তারা কমাত্তারের নির্দেশ অমান্য করে প্রকাশে চলে আসে। ফলে যুদ্ধে তাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং কয়েকজন যোদ্ধা মারা যায় যেমনটি ঘটেছিল উত্তুল যুদ্ধে। সুতরাং বলা যায়, এ যুদ্ধের সাথে উত্তুল যুদ্ধের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা এবং এ ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ইসলামের ইতিহাসের উত্তুল যুদ্ধ থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় তা হলো- নেতার আদেশ অমান্য করা অনুচিত।

উত্তুল যুদ্ধে মুহাম্মদ (স) আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইয়েরের নেতৃত্বে ৫০ তীরন্দাজ সৈন্যকে উত্তুল ও আইনাইন পর্বতের মাঝামাঝি সংকীর্ণ গিরিপথে নিয়োজিত করেন। যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সৈন্যদেরকে এখানে অবস্থান করতে বলেন। কিন্তু সৈন্যরা মহানবি (স)-এর আদেশ অমান্য করে গনিমতের মাল সংগ্রহে লিপ্ত হয়। ফলে এ পথ দিয়ে শত্রুরা আক্রমণ করে মুসলমানদের পরাজিত করে। বদর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের যে বিজয় যাত্রা শুরু হয়েছিল এ যুদ্ধে তা দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। তবে উত্তুলের অগ্নিপরীক্ষা ইসলামের দৃঢ় সংকল্প ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের একটি জলস্ত উদাহরণ, নেতার নির্দেশ অমান্য করার কারণে উত্তুলের বিপর্যয় মুসলমানদেরকে পরবর্তীতে সুশঙ্খলাবন্ধ সামরিক জাতিতে পরিণত করে। এ যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তারা বুঝতে পারে নেতার আদেশ অমান্য করলে পরাজয় অনিবার্য। এ শিক্ষা পরবর্তী সময়ের সকল যুদ্ধে তাদের সফল হতে সাহায্য করে।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, আবিদ যে দলটিতে যুদ্ধ করছিল তারা কমাত্তারের নির্দেশ অমান্য করে। প্রথম দিকে কয়েকজন শত্রুকে মারা যেতে দেখে তারা নিজেদের বিজয়ের কথা ভেবে প্রকাশে চলে আসে। ফলে সে যুদ্ধে তারা অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তবে এখান থেকে তারা নেতার আদেশ অমান্য না করার শিক্ষাগ্রহণ করে এবং এ ভুল তারা আর করেনি।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা প্রমাণ হয় যে, নেতার আদেশ অমান্য করার কারণে উত্তুল যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। তাই সর্বাবস্থায় নেতার আদেশ মান্য করাই উদ্দীপক এবং উত্তুল যুদ্ধের শিক্ষা।

প্রশ্ন ▶ ১৬ আবিদ একজন যোদ্ধা। যুদ্ধের পর বাড়ি ফিরে এসে তার ছেট বোন লিমার কাছে যুদ্ধের কথা বর্ণনা করছিল। একটি যুদ্ধে তাদের অনেক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছিল, লিমা এর কারণ জানতে চাইলে আবিদ বলল, তাদের রণকৌশল ঠিকই ছিল কিন্তু কিছু যোদ্ধা কমাঙ্গারের নির্দেশ ভুলে গিয়ে প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। অবশ্য তারা আর ভুল করেনি। /গৃহীত দীর্ঘ বিজয় রামিজ উচ্চিত ক্যাটলিফ্ট কলেজ, ঢাকা/

- ক. কুরাইশ শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. আনসার ও মুহাজিরীন কারা? ২
- গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ইসলামের কোন যুদ্ধের কী মিল খুঁজে পাও? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত ঘটনার সাথে তোমার পঠিত গ্রন্থে উল্লিখিত যুদ্ধ থেকে কী শিক্ষা প্রাপ্ত করা হয়েছে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কুরাইশ শব্দের অর্থ বশিক বা সওদাগর।

খ. সূজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. সূজনশীল ১৫ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ১৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৭ শফিক ও রাজিব ইসলামের এক যুদ্ধ নিয়ে কথা বলছিল। শফিক জানায়, এই যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ। রাজিব বিষয়টির সাথে একমত পোষণ করে এবং বলে, এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ছিল অসত্ত্বের ওপর সত্ত্বের এবং পৌত্রলিকতার ওপর তৌহিদের। এ যুদ্ধে কুরাইশদের শক্তি ও অহংকার খর্ব হয়।

(সেক্ষেত্রে কজিলভূমেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ)

- ক. হিজরত কী? ১

- খ. হিলফুল-ফুজুল বলতে কী বোৰ? ২

- গ. উদ্দীপকে শফিক তোমার পঠিত কোন যুদ্ধের কথা বলেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজিবের মতামতটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মক্কাবাসীর অত্যাচার থেকে রুক্ষা পেতে আল্লাহর নির্দেশে রাসূল (স)-এর মক্কা থেকে মদিনায় গমনকে হিজরত বলা হয়।

খ. সূজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্দীপকের শফিক আমার পঠিত বদর যুদ্ধের কথা বলেছে।

উদ্দীপকের শফিক ও রাজিব ইসলামের ইতিহাসের এক যুদ্ধ নিয়ে কথা বলে। যেটা ছিল মুসলমানদের ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধ। এই তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধটি বদরের যুদ্ধ।

ইসলাম প্রচারে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এবং কুরাইশদের অত্যাচারে আল্লাহর নির্দেশে মহানবি (স) ও অন্যান্য মুসলমানরা মক্কা ছেড়ে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন। এরপর মুসলমানদের ওপর কুরাইশদের ক্ষোভ যৈমন বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি মুসলমানদের সাথে তাদের শত্রুতাও সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়া মদিনার ইতুনি নেতা আব্দুজ্জাহ বিন উবাইয়ের মহানবি (স)কে মদিনা থেকে বহিক্ষারের ঘড়্যন্ত, মদিনার ইতুনিদের বিশ্বাসযাতকতা, আবু সুফিয়ানের মিথ্যা প্রচারণার কারণে এ শত্রুতা আরও বেড়ে যায়। এর ফলে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ বদর প্রান্তরে মক্কার কুরাইশ ও মদিনার মুসলমানদের মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা ইতিহাসিক বদরের যুদ্ধ নামে ব্যাপ্ত। এ যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করে। এজন্য বদর যুদ্ধকে ইসলামের প্রথম বিজয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত শফিক এ যুদ্ধের কথাই উল্লেখ করেছে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজিবের মতামতটি যথার্থ।

অন্যান্যের বিবুদ্ধে সবসময়ই ন্যায়ের জয় হয়। আর অসত্ত্ব কখনোই সত্ত্বকে পরাজিত করতে পারে না। এজন্য সব সময় সত্ত্ব ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকতে হয়। বদরের যুদ্ধের ঘটনা আমাদেরকে এ শিক্ষাই দেয়।

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের জয় লাভ ছিল অসত্ত্বার বিবুদ্ধে জ্ঞানের বিজয়, অসত্ত্বের বিবুদ্ধে সত্ত্বের বিজয়, বেইমানের বিবুদ্ধে ইমানের বিজয় ও পৌত্রলিকতার ওপর তৌহিদের বিজয়। এটি ছিল ইসলাম ধর্মের এক বিশেষ পরীক্ষার দিন। এ যুদ্ধে ইসলাম ও পৌত্রলিকতার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায় এবং এতে মুসলিমরা জয় লাভ করে। সামান্য সংখ্যক মুসলমান সজ্ঞাধিক কুরাইশদের সাথে জয়লাভ করে আঞ্চলিকসমূহে বলীয়ান হন। তাদের মনোবল, শক্তি, সাহস ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। তারা বুবাতে পারেন সত্ত্বের পথে অবিচল থাকলে জয় আসবেই। আর এ থেকে আমরাও সত্ত্ব, ন্যায় ও মঙ্গলের পথে অবিচল থাকার শিক্ষা লাভ করি। এক্ষেত্রে বদরের যুদ্ধের ঘটনাটি মুসলমানদের জন্য শিক্ষণীয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজিবের মতামত হলো বদরের যুদ্ধ ছিল অসত্ত্বের ওপর সত্ত্বের, পৌত্রলিকতার ওপর তৌহিদের বিজয় যা যথার্থতাবে প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মাহি তার দাদার কাছে মুসলমানদের এক যুদ্ধের ইতিহাস শুনছিল। এই যুদ্ধে মহানবি (স). তার দৃষ্টি দাঁত হারান। যুদ্ধে জয় যখন সুনিশ্চিত তখন মুসলিম বাহিনী নেতার আদেশ অমান্য করে গণিমতের মাল সংগ্রহে লিণ্ড হয়। ফলে শত্রুবাহিনীর পাস্টা আক্রমণে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়। /ক্যাটলিফ্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোহেনগাম্ভী/

- ক. ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের সর্বপ্রথম যুদ্ধ কোনটি? ১

- খ. হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

- গ. উদ্দীপকে কোন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩

- ঘ. উক্ত যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের সর্বপ্রথম যুদ্ধ ছিল বদর যুদ্ধ।

খ. হুদায়বিয়ার সন্ধিকে মুসলমানদের প্রকৃত বিজয় নিহিত ছিল বলে এ সন্ধি 'ফাতহুম মুবিন' নামে পরিচিত।

ইসলাম ও বিশ্বের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি এক যুগান্তরকারী ঘটনা, কারণ এটি সর্বোত্তম মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে হয়েছিল। এ সন্ধির প্রারম্ভ কুরাইশের মহানবি (স) কে একজন মহান নেতা এবং মদিনা রাস্তের প্রধান হিসেবে মেনে নেয়। মুসলমানরা যে একটি ব্রতব্র শক্তি তার বহিপ্রকাশ ঘটে এ সন্ধির মাধ্যমে। মোটকথা এ সন্ধি মুসলমানদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা দান করে। এ কারণে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে ফাতহুম মুবিন বা শ্রেষ্ঠ বিজয় বলা হয়।

গ. সূজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৯ জনাব মতিউর রহমান নামক এক ধর্ম প্রচারক নিজ এলাকার মানুষের অত্যাচারে অন্য এলাকায় চলে যান এবং সেখানে গিয়ে M নামক একটি সনদ প্রণয়ন করেন। এ সনদ ছিল বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত দলিল এবং এক যুগান্তরকারী বিপ্লব।

/ক্যাটলিফ্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোহেনগাম্ভী/

- ক. মুহাম্মদ শব্দের অর্থ কী? ১

- খ. হিলফুল ফুজুল বলতে কী বোৰ? বর্ণনা দাও। ২

- গ. উদ্দীপকে সনদের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন সনদের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

- ঘ. 'উক্ত সনদ ছিল বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত দলিল' উক্তিটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুহাম্মদ শব্দের অর্থ— প্রশংসিত।

খ. সূজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্দীপকের সাথে আমার পঠিত হ্যারেড মুহাম্মদ (স)-এর প্রণীত মদিনা সনদের মিল রয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদের প্রবর্তন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। সামাজিক, রাজনৈতিক, অধিনেতৃত্ব ও ধর্মীয় দিক দিয়ে এটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। এ সংবিধানের মাধ্যমে সকল মানুষের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। একই সাথে ধর্মীয় স্বাধীনতাও প্রদান করা হয়েছে। উদ্দীপকেও এ সনদের প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের মহামানবের প্রবর্তিত সংবিধানের মাধ্যমে তার রাষ্ট্র বসবাসকারী সকল ধর্মের লোকের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত হয়। পরবর্তী পৃথিবীর সব সংবিধানই এ সংবিধানের আলোকে রঞ্চিত। উদ্দীপকে মূলত মহানবি (স)-এর মদিনা সনদকেই নির্দেশ করা হয়েছে। মুহাম্মদ (স) মদিনায় হিজরতের পর আনসার, মুহাজির এবং সকল গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে একটি সনদ প্রণয়ন করেন, যা মদিনা সনদ নামে পরিচিত। এ সনদের মাধ্যমে মুসলমান ও অমুসলমানদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। এ সনদে বলা হয় মদিনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা একে অপরের ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এ ধারার মাধ্যমে মহানবি (স)-এর ধর্মীয় সহিতুতাই প্রমাণ মেলে। পরবর্তীকালের পৃথিবীর সকল সংবিধানই এ সনদের থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের সংবিধান প্রণয়ন করেছে। উদ্দীপকেও এ চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ আমার পঠিত সংবিধান অর্থাৎ মদিনা সনদ ছিল বিশ্বের ইতিহাসের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রথম সংবিধান।

৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরতের পর মহানবি (স) মদিনার সংহতির কথা চিন্তা করে সেখানে বসবাসকারী পৌত্রিক, ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং মুসলমানদের জন্য যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন তাই হলো মদিনা সনদ। পৃথিবীর ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম সংবিধান।

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে মদিনা সনদ ছিল মহানবি (স)-এর এক অনন্য অবদান, এটি মহানবি (স)-এর সর্বাধিক দূরদর্শিতার ফসল। এটি ছিল বিশ্বের ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। তার পূর্বে কোনো নবি তার জাতিকে লিখিত সংবিধান দিতে পারেননি। তাদের মুখোচ্চারিত বাণীই ছিল আইন। কিন্তু হয়রত মুহাম্মদ (স) তাঁর সংবিধানের ভিত্তিতে বিশ্বের মানুষকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বহন করেছেন। তাই আধুনিক ঐতিহাসিক ছিপ্তি বলেন, এটিই ছিল পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মদিনা সনদই বিশ্বের ইতিহাসের রাষ্ট্র পরিচালনা করার প্রথম সংবিধান।

প্রশ্ন ▶ ২০ বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সামাজিক পরিবেশ স্বাভাবিক ও সুস্থ রাখার জন্য তখন একটি সংবিধান প্রণয়ন জরুরি হয়ে পড়ে। দেশের সকল মানুষ ও সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে সকলের ঐকামতের ভিত্তিতে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এতে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের অধিকারের পাশাপাশি মৌলিক মানবাধিকারও নিশ্চিত হয়।

/সেরগুর সরকারি কলেজ, প্রেস্যুর/

ক. 'আল-মালা' কী? ১

খ. হুদায়বিয়ার সন্ধির ধারাগুলো কী? ২

গ. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সাথে মহানবি (স)-এর গৃহীত কোন ব্যবস্থার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গৃহীত ও সংবিধানটিতে রাসূল (স)-এর ইহুদি, খ্রিষ্টানদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কস্থাপনে দূরদর্শিতা ও সহনশীলতার পরিচয় মেলে— মন্তব্যটি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাক-ইসলামি আববের রাজনৈতিক সংগঠন বা মন্ত্রণাসভা মালা নামে পরিচিত ছিল, যেটি মজায় বিবদমান গোত্রীয় ভারসাম্য রক্ষায় কাজ করত।

খ হুদায়বিয়ার সন্ধির ১০টি ধারা ছিল। যে ধারাগুলোতে মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করাসহ জানমালের নিরাপত্তা বিধানের কথা বলা হয়েছে।

মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এ সন্ধিতে পরবর্তী দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ থাকবে এবং যেকোনো গোত্র ইচ্ছা করলে মুসলমান বা কুরাইশদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে এ কথা বলা হয়। এছাড়া মুসলমানগণ হজ করতে পারবে কিন্তু তিনদিনের বেশি মজায় অবস্থান করতে পারবে না এবং এ সময়কালে কুরাইশরা মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করবে। এ সন্ধিতে বলা হয় চুক্তির মেয়াদকালে মুসলমান-কুরাইশরা একে-অপরের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

গ সূজনশীল ১০ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ মহানবি (স)-এর গৃহীত পদক্ষেপে ইহুদি, খ্রিষ্টানদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ও সহনশীলতার পরিচয় মেলে— উক্তি যথার্থ।

মহানবি (স) যে নিচে একজন ধর্ম প্রচারকই নন বরং বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক, কৃটনীতিক ও বিপ্লবী মহাপুরুষ ছিলেন তা এ সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। ঐতিহাসিক উইলিয়াম ম্যুর বলেন, "হজরত মুহাম্মদ (স)-এর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব মননশীলতা শুধু তৎকালীন যুগের পরই নয়। সর্বযুগের ও সর্বকালের মহামানবের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।" মদিনা সনদ মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ভাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে হিংসা, হেষ ও কলহের অবসান ঘটায়। মদিনা রাষ্ট্র তথা ইসলামি প্রজাতন্ত্র সংরক্ষণে সকলের সমভাবে যুদ্ধ ব্যয় বহন করার ব্যবস্থা, হজরত মুহাম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। মদিনা সনদ মদিনায় মহানবির অবস্থান সুসংহত করে। মদিনা সনদের ধারাগুলো প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদ (স) বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহাপুরুষ ও যুগান্তকারী রাষ্ট্রনায়ক। এ সনদ মহানবি (স)কে মদিনা রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং কুরাইশদের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থানকে শক্তিশালী করে। মদিনা সনদের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আঘাত ভায়ালা এবং তাঁর নবি মুহাম্মদ (স)-এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইসলামি রাষ্ট্রের জনসাধারণকে তাদের গোত্রীয় স্বাধীনতা পরিহার করে ঐশ্বী নির্দেশের নিকট আনুগত্য স্বীকার করতে হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, মদিনা সনদের মাধ্যমে হজরত মুহাম্মদ (স) যে দূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছিলেন তা তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দিকটিই ফুটিয়ে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ২১ মৌ এর ধর্মের মূল স্তুত হলো— ইমান, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত। তাঁর ধর্ম পৌত্রিকাত, সামাজিক সমস্যা, ব্যাডিচার এবং সর্বপ্রকার অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বীকৃত।

//দিউটি গজ, জিতী জনসেবা, রাজস্বাস্থী/

ক. মহানবি (স) কোথায় নবৃত্য প্রাপ্ত হন? ১

খ. মেরাজ শরীফ বলতে কী বুঝ? ২

গ. মৌ কোন ধর্মে বিশ্বাসী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মৌ এর ধর্মই মুস্তির পথ— বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (স) কাবা থেকে তিন মাইল দূরে 'জাবালে নূর' পাহাড়ের হেরা নামক গুহায় নবৃত্য প্রাপ্ত হন।

ঘ 'মেরাজ শরীফ' বলতে মহানবি (স)-এর উর্ধ্বাকাশে গমন করে আঘাতের দিনার লাভ করার ঘটনাকে বোঝায়।

মহানবি (স)-এর জীবনের সবচেয়ে চমকপ্রদ ও অলৌকিক ঘটনা হলো মেরাজ গমন। 'মেরাজ' শব্দের অর্থ উর্ধ্বে গমন। ৬২০ খ্রিষ্টাব্দের রজব মাসের ২০ তারিখে মুহাম্মদ (স) পরিত্র মসজিদুল আকসা থেকে বোরাক নামক মুতগিতির বাহনে চড়ে আঘাতের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি মেরাজ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার নির্দেশ পান যা সকল মুসলমানের জন্য আদায় করা ফরজ।

গু উদ্দীপকের মৌ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী।

ইসলাম হলো আল্লাহ মনোনীত একমাত্র জীবনবিধান। ইসলাম ধর্ম ইমান, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত এ পাঁচটি স্তুতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যখন কোনো বাস্তি এই পাঁচটি বিষয় পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে তখন সে মুসলিম হিসেবে অভিহিত হয়।

উদ্দীপকের মৌ একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তার ধর্মে কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত মূল ভিত্তি। অর্থাৎ তিনি মুসলমান। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে তিনি কালেমায় বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হিসেবে এবং আল্লাহর নবি-রাসূল, আসমানি কিতাব, ফেরেশতা, পরিকাল ইত্যাদি বিশ্বাস করেন। আর এই বিশ্বাস থেকেই তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়সহ রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি মৌলিক বিধান মেনে চলেন। আবার উদ্দীপকে আলোচ্য ধর্মের চ্যালেঞ্জসমূহ বলতে পৌত্রিকতা, সামাজিক সমস্যা, ব্যতিচার ও সর্বপ্রকার অন্যায়-অবিচারের কথা বলা হয়েছে। এ থেকেও বোৰা যায় আলোচ্য ধর্মটি ইসলাম এবং মৌ একজন মুসলমান।

ঘ উদ্দীপকে মৌ-এর ধর্ম ইসলাম। আর এ ধর্মই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান এবং মুক্তির পথ।

মানবতার মুক্তির দৃত মহানবি (স) ইসলাম ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। এই ধর্ম অনুসারে চললে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফল হওয়া যায়। ইসলাম ধর্ম মানার মধ্যেই রয়েছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনে মুক্তি।

হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা দিয়ে ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই ধর্মে রয়েছে মানবতার মুক্তির পথ। কোনো রূপ অন্যায় অবিচার এ ধর্মে বীকৃত নয়। বরং সাম্যবাদ এ ধর্মের মূলকথা। মহানবি (স) নিজেই সাম্যবাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি কখনো মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করেননি। তিনি নারীদেরকে ও প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে মুক্তির আলোয় উত্তৃসিত করেছেন। তাহাড়া মহানবি (স) ইসলাম ধর্মে আমাদের জীবনে চলার জন্য সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান দিয়ে গেছেন। জীবনের সকল সমস্যারই যৌক্তিক ও সুস্থ সমাধান এই ধর্মে বিদ্যমান। সমাজব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা সরকারিতু সম্পর্কেই ইসলাম ধর্মে সুন্দর বিধান রয়েছে, যা মেনে চললে জীবন সুন্দর ও সার্থক হয়ে ওঠে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মৌ- এর ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম ধর্মই মুক্তির একমাত্র পথ।

প্রশ্ন ১১ বাংলাদেশে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। ১৯৭১ সারে ৯ মাসের রক্তকায় যুদ্ধের মাধ্যমে এটি স্বাধীন হয়। এ যুদ্ধের দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধারা আধুনিক অন্ত-শত্রু নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করে। শত্রুপক্ষকে প্রতিহত করার জন্য তারা অনেক ত্রিজ, কালভার্ট ভেঙ্গে ফেলে এবং বাংকার খনন করে। এরূপ রণকৌশলের ফলে তারা অতি তাঁর সময়ের মধ্যে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে সক্ষম হয়।

/নিউ গজ. জিগ'ই কলেজ, রাজশাহী/

ক. বদরের যুদ্ধে কতজন মুসলমান সৈন্য অংশগ্রহণ করেন? ১

খ. মহানবি (স) কেন ছিলফুল ফুজুল প্রতিষ্ঠা করেন? ২

গ. উদ্দীপকে ইসলামের ইতিহাসের কোন যুদ্ধের রণকৌশল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধের সাথে উক্ত যুদ্ধের বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বদরের যুদ্ধে ৩১৩ জন মুসলমান সৈন্য অংশগ্রহণ করেন।

খ. সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন এবং নিগৃহীত ও শোধিত শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স) ছিলফুল ফুজুল বা শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

হারবুল ফুজুলের নামক ৫ বছর শান্তিশৃঙ্খলা যুদ্ধের বীড়সতা ও সহিংসতা দেখে শান্তিপ্রিয় মুহাম্মদ (স) অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং সমমনা যুৰক ও পিতৃব্য যুবাইরকে নিয়ে ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে ছিলফুল ফুজুল গঠন করেন। গোটীয় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং পরিব অত্যাচারিতদের অধিকার পেতে সাহায্য করার পাশাপাশি বণিকদের জানমালের নিরাপত্তা দানের লক্ষ্যে এ সংঘ গঠন করা হয়।

গু উদ্দীপকে খন্দক যুদ্ধে মহানবি (স)-এর প্রয়োগকৃত রণকৌশল প্রতিফলিত হয়েছে।

খন্দকের যুদ্ধে মহানবি (স) মদিনাকে ঘিরে পরিষ্কা খনন করেছিলেন। কুরাইশরা এ অভিনব কৌশল অনেকটা হতভয় হয়ে পড়ে। পরিষ্কা পেরিয়ে হামলা করতে ব্যর্থ হয়ে তারা মদিনাকে ২৭ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখে। কিন্তু একপর্যায়ে শত্রু বাহিনীতে বাদ্য ও পানীয়ের অভাব দেখা দেয় ও বাড়ো হাওয়ায় তাদের তাৰু উড়ে যায়। অনুরূপ ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা সারাদেশে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা রাস্তা-ঘাট, পুল-সাকো, ত্রিজ ভেঙ্গে ফেলে যাতে পাকিস্তানি সেনারা সহজে গ্রামে প্রবেশ করতে না পারে। মুক্তিযোদ্ধারা এ রণকৌশলের মাধ্যমে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। খন্দক যুদ্ধে মহানবি (স) যেমন পরিষ্কা খননের মাধ্যমে মদিনাকে হেফাজত করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধারাও তেমনি নিজের দেশকে বহিঃশত্রুর হাত হতে রক্ষা করার জন্য রাস্তা কেটে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। ফলশ্রুতিতে মদিনাবাসীদের মতো তারাও এদেশকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। সুতৰাং বলা যায়, খন্দক যুদ্ধের যুদ্ধ কৌশলই মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলেও উক্ত যুদ্ধ অর্থাৎ খন্দকের যুদ্ধ ছিল শুধু আত্মরক্ষামূলক যা উভয় যুদ্ধের মধ্যে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে।

খন্দকের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মহানবি (স)-এর নেতৃত্বে পারস্যের জনক মুসলমান সালমান ফারসির পরামর্শকামে মদিনার অরক্ষিত স্থানসমূহে গভীর পরিষ্কা খনন করে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলে কুরাইশরা মদিনায় প্রবেশে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। পরিষ্কা খননের মাধ্যমে কুরাইশরা এ যুদ্ধে আত্মরক্ষা করে। যা কোনো স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল না। কিন্তু উদ্দীপকের যুদ্ধ একটি স্বাধীনতা সংগ্রাম। যে সংগ্রামের মাধ্যমে একটি স্বাধীন দেশের জন্য হয়েছে। উদ্দীপকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। যে যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুপক্ষকে প্রতিহত করার জন্য অনেক ত্রিজ, কালভার্ট ভেঙ্গে ফেলে এবং বাংকার খনন করে। এভাবে যুদ্ধ করে বাঙালি জাতি একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এ যুদ্ধে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানি সেনাদের মধ্যে সম্মুখ যুদ্ধ হয়। যে যুদ্ধ দীর্ঘ নয় মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। অপরপক্ষে, খন্দক যুদ্ধে মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে কোনো সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। বরং কুরাইশরা মাত্র তিন সপ্তাহ মদিনা অবরোধ করে রাখার পর তারা ফিরে যায়। এ যুদ্ধে পরোক্ষভাবে মুসলমানদের জয় হলেও প্রত্যক্ষ যুদ্ধে কোনো ফলাফল নির্ধারিত হয়নি। যেটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে হয়েছিল। এছাড়া খন্দকের যুদ্ধ কোনো দেশের স্বাধীনতা ও কান্ফিদের মাঝে সংঘটিত একটি যুদ্ধ। যা উভয় যুদ্ধে মাঝে বিশেষ বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও খন্দকের যুদ্ধের মধ্যে সুপ্রসং বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

প্রশ্ন ১২ ইসলামের ইতিহাসের স্বার্গ ক্লাসে এক যুদ্ধের কাহিনি বর্ণনা করছিলেন, যে যুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ কৌশল ঠিকই ছিল; কিন্তু কিছু সংখ্যাক সৈন্য কমান্ডারের আদেশ অমান্য করে প্রকাশ্যে চলে আসায় যুদ্ধে চরম মূল্য দিতে হয় মুসলমানদের। অবশ্য পরে আর কথনও এমন ভূল করেনি।

আবু জেহেল কোন যুদ্ধে নিহত হয়? ১

মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২

উদ্দীপকে কোন যুদ্ধের দিকে ইঞ্জিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধের সাথে তোমার পঠিত গ্রন্থে উল্লিখিত যুদ্ধ থেকে কী শিক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে আলোচনা কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আবু জেহেল কোন যুদ্ধে নিহত হয়।

খ. মুসলমানদের আবিসিনিয়া হিজরতের গুরুত্ব অনেক।

আবিসিনিয়ায় প্রথম ও দ্বিতীয় বার হিজরত করে মুসলমানগণ এটাই প্রমাণ করেন যে, সত্য ধর্ম ইসলামের জন্য তাঁরা যে কোনো ত্যাগ স্থীকারে প্রস্তুত আছেন। তাঁরা আগ্রাভ্যাগের একটা নতুন দৃষ্টিতে স্থাপন করেন। ধর্মের জন্য দেশভ্যাগ কেন, জীবন বিসর্জন দিতেও তাঁরা যে সদা প্রস্তুত, আবিসিনিয়ায় হিজরত করে তাঁরা তাও প্রমাণ করেন। আবিসিনিয়া তাঁদের দুর্দিনের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবেও পরিগণিত হয়। তাছাড়া এটা মদিনায় বৃহত্তর হিজরতের পূর্বাভাস সূচনা করেছিল। মদিনাবাসীগণ মুসলমানদেরকে আশ্রয় দিতে রাজি না থাকলে এবং আঘাতের প্রত্যাদেশ না পেলে হযরত মুহাম্মদ (স) হয়ত আবিসিনিয়াতেই হিজরত করতেন। কাজেই মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের গুরুত্ব অপরিসীম।

৫ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ইসলামের ইতিহাসের উত্তুদ যুদ্ধে নেতার আদেশ অমান্য করার ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

যুদ্ধক্ষেত্রে নেতার আদেশ অমান্য করলে তার পরিলক্ষিত কখনোই ভালো হয় না। উত্তুদ যুদ্ধে মহানবি (স)-এর আদেশ অমান্য করার কারণেই মুসলিমরা পরাজিত হয়েছিল। উদ্দীপকেও অনুরূপ একটি দৃষ্টিতে উৎস্থাপিত হয়েছে। উত্তুদ প্রাঞ্চের মুসলিম শিবিরের পশ্চাতে বাম পাশে একটি গিরিপথ ছিল। রাসুলুরাহ (স)-এর নির্দেশ ছিল ‘জয় অথবা পরাজয় কোনো অবস্থাতেই মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী যেন গিরিপথ অতিক্রম না করে’। প্রথম দিকে মুসলমানরা পর পর সাফল্য লাভ করে। এতে শত্রুবাহিনী দিষ্টিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন শুরু করে। এমন পরিস্থিতিতে তীরন্দাজ বাহিনী মহানবি (স)-এর আদেশ ভুলে গিয়ে গিরিপথের রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে গনিমতের মাল সংগ্রহে নিয়োজিত হয়। এই সুযোগে শত্রুপক্ষ মুসলমানদের আক্রমণ করে এবং মুসলমানরা পরাজয়বরণ করে। উদ্দীপকে বর্ণিত ইসলামের ইতিহাসের ক্লাসে স্যার যে যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন সেটিতে কিছু মুসলিম সৈন্য নেতার আদেশ অমান্য করে সামনে চলে আসে। ফলে যুদ্ধে তাঁদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং কয়েকজন যোদ্ধা মারা যায়। সুতরাং বলা যায়, এ যুদ্ধের সাথে উত্তুদ যুদ্ধের মিল রয়েছে।

৬ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ইসলামের ইতিহাসের উত্তুদ যুদ্ধ থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো— নেতার আদেশ অমান্য করা অনুচিত।

যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সুযোগ্য নেতা তাঁর নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে সৈন্যদলকে সঠিকভাবে পরিচালনা করেন। তাই তাঁর নির্দেশ অমান্য করলে বিপর্যয় অনিবার্য। এ কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে নেতার আদেশ মেনে চলাটা সৈন্যদের জন্য অপরিহার্য।

উত্তুদ যুদ্ধে মুসলমানরা চরম শিক্ষা লাভ করে। এ যুদ্ধে নেতার নির্দেশ অমান্য করার কারণে উত্তুদের বিপর্যয় মুসলমানদেরকে পরবর্তীতে সৃষ্টিজ্ঞানাবল্য সামরিক জাতিতে পরিণত করে। এ যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তাঁরা বুঝতে পারে নেতার আদেশ অমান্য করলে পরাজয় অনিবার্য। এ শিক্ষা পরবর্তী সময়ের সকল যুদ্ধে তাঁদের সফল হতে সাহায্য করে। উদ্দীপকে বর্ণিত যুদ্ধেও উত্তুদ যুদ্ধের মতো নেতার আদেশ অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। তাই আমাদের সকলের উচিত নেতার আদেশ মেনে চলা।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা প্রমাণ হয় যে, নেতার আদেশ অমান্য করার কারণে উত্তুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়বরণ করতে হয়েছে। তাই সর্বাবস্থায় নেতাকে মান্য করাই উদ্দীপক এবং উত্তুদ যুদ্ধের শিক্ষা।

প্রশ্ন **২৪** আদুল খালেক চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জে বসবাস করেন। সে সমাজে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমান, ইহুদী ও পৌত্রিক সকল ধর্মের লোক বাস করে। তাঁদের সকলকে নিয়ে তিনি (আদুল খালেক) একটি সামাজিক সংঘ গঠন (নীতিমালা) করেন, যার মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের সকল সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেন। তিনি ধর্মীয় নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ সংঘের স্বারূপ সমাজে শান্তি আনয়ন করেন এবং সর্বাইকে একই ছাতার ছায়াতলে নিয়ে আসেন।

সিদ্ধান্তপূর্বক সরকারি ক্লেজ/

ক. আরবদের শেক্সপিয়ার কাকে বলা হয়?

১

খ. ফাতহুম মুবিন কী? ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্দীপকে আদুল খালেক সাহেবের কর্মকাণ্ড মদিনা সনদের কোন ধারার অনুরূপ-ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উদ্দীপকে আদুল খালেক সাহেবের কর্মকাণ্ড সমাজে কী ধরনের প্রভাব ফেলে? আলোচনা কর।

৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরবদের শেক্সপিয়ার বলা হয় ইমরুল কায়েসকে।

খ হুদায়বিয়ার সন্ধি হলো ‘ফাতহুম মুবিন’ বা সুস্পষ্ট বিজয়। ইসলাম ও বিশ্বের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি এক যুগস্মৃকারী ঘটনা। কারণ এটি সর্বোত্তমে মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে হয়েছিল। এ সন্ধির দ্বারা কুরাইশরা মহানবি (স)-কে একজন মহান নেতা এবং মদিনা রাজ্যের প্রধান হিসেবে মেনে নেয়। মুসলমানরা যে একটি বৃত্ত শক্তি তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এ সন্ধির মাধ্যমে। মোট কথা, এ সন্ধি মুসলমানদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদাদান করে। এ কারণে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে ‘ফাতহুম মুবিন’ বা শ্রেষ্ঠ বিজয় বলা হয়।

গ উদ্দীপকে আদুল খালেকের কর্মকাণ্ড মদিনা সনদে ব্রাহ্মকারী সকল সম্প্রদায় একটি সাধারণ জাতি গঠন করবে এবং সকল সম্প্রদায় সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে— এ ধারাটির অনুরূপ।

হযরত মুহাম্মদ (স) মুক্তি থেকে মদিনায় হিজরতের পর একটি সুসংহত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার জন্য একটি সনদ প্রণয়ন করেন। যে সনদে মদিনায় বসবাসরত সকল জাতি গোষ্ঠীর সমান অধিকার প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। উদ্দীপকেও মদিনা সনদের সকল জাতি ধর্মের মানুষকে সংঘবন্ধ করার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের আদুল খালেক হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমান, ইহুদি ও পৌত্রিক সকল ধর্মের মানুষকে নিয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন। তিনি সকল মানুষকে একই ছাতার ছায়াতলে আনার ব্যবস্থা করেন। যা মদিনা সনদের সকল জাতি সম্প্রদায়ের সমরয়ে একটি জাতি প্রতিষ্ঠা ও সকলের সমান অধিকার প্রদান সংক্রান্ত ধারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা মহানবি (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মুক্তি থেকে মদিনায় হিজরত করেন। মদিনায় পৌছে তিনি মদিনায় বসবাসরত সকল সম্প্রদায়কে ঐক্যের ব্যবস্থা করেন। ইহুদি, খ্রিস্টান এবং বিভিন্ন গোত্রের জনসাধারণ মহানবি (স)-কে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করে সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও সত্ত্বার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। আর এ প্রেক্ষিতেই প্রণয়ন করেন প্রতিহাসিক মদিনা সনদ, যা বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্রকে সুসংহতভাবে পরিচালনা এবং সকল জাতির অধিকার রক্ষার মাধ্যমে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাই হিল এ সনদ প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য। যা উদ্দীপকের আদুল খালেকের কর্মকাণ্ডেও প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের আদুল খালেকের কর্মকাণ্ডের ন্যায় রাসুল (স)-এর মদিনা সনদ প্রণয়ন সমাজে অভ্যন্তর তাঁ প্রভাব ফেলে।

মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মহৎ লক্ষ্য রাসুল (স) মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন। তিনি উপলক্ষ্য করেছিলেন, ইসলামি রাষ্ট্রকে সুসংহত ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হলে মদিনায় বসবাসরত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্ত্বার ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা অভ্যাসক। এ কারণে তিনি সকলকে ঐক্যের ব্যবস্থার আবর্থ করার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর এ মহৎ উদ্দ্যোগই ‘মদিনা সনদ’ নামে ব্যাপ্ত। এ সনদে সংযোজিত ধারাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এগুলো শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয়, মদিনার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করেছিল। যেমন এ সনদে বলা হয় কোনো বহিশক্তি মদিনাকে আক্রমণ করলে সব সম্প্রদায়ের সমবেত শক্তির সাহায্যে সেই শক্তির মোকাবিলা করতে হবে। এটি মদিনাবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। আবার কোনো সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবেই চিহ্নিত করা হতো। তাছাড়া মদিনাকে পবিত্র শহর ঘোষণা করে এখানে রক্তপাত, হত্যা, বলাক্কার এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপ চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়। এগুলো মদিনার সামাজিক জীবনে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কার্যকর

হাতিয়ার ছিল। সকল সম্প্রদায়ের সমান অধিকার নিশ্চিত করে মদিনা সনদ মানবাধিকারের উজ্জ্বল দৃষ্টিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে এ সনদের ধারাগুলো সকল ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছিল।

পরিশেষে বলা যায়, রাসূল (স) প্রণীত মদিনা সনদ তৎকালীন আরব বিশ্বের ধর্মীয় ক্ষেত্র ছাড়াও সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৫ সেজুতি এবং সুইটি ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ নিয়ে কথা বলছিল। সেজুতি সুইটিকে জানায় ইতিহাসের প্রথম এ যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করেন। সুইটি জানায় মুসলমানদের জয়লাভের ফলে অসত্য ও পৌত্রিকতা বাধাগ্রস্ত হয়। কুরাইশদের অহমিকা এবং দন্ত খর্ব হয়— মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রেরণা যোগায়।

/পাইরাস্টা সরকারি মালিকা কলেজ/

- | | | |
|----|---|---|
| ক. | হিজরত কী? | ১ |
| খ. | হয়রত ওসমান (রা) কে 'যুনুরাইন' বলা হয় কেন? | ২ |
| গ. | বদরের যুদ্ধের ঢটি কারণ উল্লেখ কর। | ৩ |
| ঘ. | বদরের যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা কর। | ৪ |

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিজরত হলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করা।
খ হয়রত ওসমান (রা) মহানবি (স)-এর দুই কন্যা বুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করার জন্য তাকে যুনুরাইন বলা হয়। যুনুরাইন শব্দের অর্থ— দুই জ্যোতিষ্কের অধিকারী। হয়রত মুহাম্মদ (স)-এর কন্যারা ছিলেন জ্যোতিষ্কের ন্যায়। বিবাহসূত্রে ওসমান (রা) তাদের অধিকার লাভ করেন। এজন্য তাকে দুই জ্যোতিষ্কের অধিকারী বা যুনুরাইন বলা হয়।

গ সূজনশীল ১৭ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।
ঘ নিম্নে বদর যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করা হলো—
 সর্বাদ সত্যের ওপর অবিচল থাকতে বদরের যুদ্ধের শিক্ষা অপরিসীম। অন্যায়ের বিবুদ্ধে সবসময়ই ন্যায়ের জয় হয়। আর অসত্য কখনোই সত্যকে পরাজিত করতে পারে না। এজন্য সব সময় সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকতে হয়। বদরের যুদ্ধের ঘটনা আমাদেরকে এ শিক্ষাই দেয়। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের জয় লাভ ছিল অজ্ঞতার বিবুদ্ধে জ্ঞানের বিজয়, অসত্যের বিবুদ্ধে সত্যের বিজয়, বেইমানের বিবুদ্ধে ইমানের বিজয়। এটি ছিল ইসলাম ধর্মের এক বিশেষ পরীক্ষা। এ যুদ্ধে ইসলাম ও পৌত্রিকতার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায় এবং এতে মুসলিমরা জয় লাভ করে। সামান্য সংখ্যক মুসলমান সজ্ঞাধিক কুরাইশদের সাথে জয়লাভ করে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হন। তাদের মনোবল, শক্তি, সাহস ও উদ্ধীপনা বৃদ্ধি পায়। তারা বুঝতে পারেন সত্যের পথে অবিচল থাকলে জয় আসবেই। আর এ থেকেই আমরা ও সত্য, ন্যায় ও মঙ্গলের পথে অবিচল থাকার শিক্ষা লাভ করি। একেব্রে বদরের যুদ্ধের ঘটনাটি মুসলমানদের জন্য শিক্ষণীয়।

উদ্ধীপকে দেখা যায়, সুইটি জানায় যুদ্ধে মুসলমানদের জয় লাভের ফলে অসত্য ও পৌত্রিকতা বাধাগ্রস্ত হয়। কুরাইশদের অহমিকা এবং দন্ত খর্ব হয় মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রবেশ যোগায়।

পরিশেষে বলা যায়, বদর যুদ্ধের শিক্ষা অনুসারে আমরা সকলেই

সত্যের পথে জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা করব।

প্রশ্ন ▶ ২৬ একজন আদর্শ মহাপুরুষ ৬ বছর পর ১৪০০ অনুসারি নিয়ে নিজ জন্মভূমি দর্শনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রিয় ভূমিদর্শন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা। পথিমধ্যে তিনি বিধৰ্মীদের হারা বাধাগ্রস্ত হলে উভয়ের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আদর্শ মহাপুরুষ ধর্ম পালন না করে অনুসারিদের নিয়ে পূর্বের শহরে ফিরে যান।

/পাইরাস্টা সরকারি মালিকা কলেজ/

- | | | |
|----|--------------------------------------|---|
| ক. | 'সাবা-আল-মুয়ারাকাত' শব্দের অর্থ কী? | ১ |
| খ. | 'ডেন্ট নবিদের' সম্পর্কে যা জান লিখ। | ২ |
| গ. | হুদায়বিয়ার সন্ধির ঢটি শর্ত লিখ। | ৩ |
| ঘ. | হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলাফল আলোচনা কর। | ৪ |

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'সাবা-আল-মুয়ারাকাত' শব্দের অর্থ— 'সপ্ত খুলন্ত কবিতা'।

খ মহানবি (স)-এর ওফাতের পর মিথ্যা নবুয়াতের দাবিদারদেরকে ভঙ্গনবি বলা হয়।

রাসূল (স)-এর ওফাতের পর ইসলামি সম্মাজ্যের সর্বত্র চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সমগ্র আরবের বিভিন্ন স্থানে মুসায়লামা, তোলায়হা, বানু আসাদ, সাজাহসহ অনেকেই নবুয়াত দাবি করেন। তারা ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকরের বিবুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু আবু বকর (রা.) তাদের কঠোরভাবে দমন করেন।

গ ইসলামের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পবিত্র কুরআনে একে প্রকাশ্য বিজয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মহানবি (স) ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে হজুরত পালন করার জন্য ১৪০০ সাহাবি নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। কিন্তু মক্কার কাফিরদের দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে মহানবি (স) হুদায়বিয়ার নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। তারপর কুরাইশদের সাথে সন্ধি আলোচনার জন্য ওসমান (রা)-কে পাঠান। কিন্তু তারা হয়রত ওসমানকে (রা) আটকিয়ে রাখে। ফলে হত্যার গুজব ছাড়িয়ে পড়ে। মহানবি (স) এই হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য নৃত শপথ করেন। যা দেখে কুরাইশরা সন্ধিচূক্তি করে। আর এ চুক্তিটি ইসলামের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। এতে বেশকিছু শর্ত ছিল। নিম্নে তিনটি উল্লেখ করা হলো—

১. মুসলমানরা এ বছর (৬২৮) হজ পালন না করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করবে।
২. আগামী ১০ বছর যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকবে।
৩. পরবর্তী বছর হজ পালন করতে পারবে। তবে বেশদিন অবস্থান করতে পারবে না।

উদ্ধীপকে দেখা যায় একজন আদর্শ মহাপুরুষ ১৪০০ অনুসারি নিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার জন্য রওয়ানা হলে পথিমধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। যা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে নির্দেশ করে।

ঘ বাহ্যিক দৃষ্টিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের পরাজয়কে তুলে ধরলেও পরোক্ষভাবে এটি ছিল মুসলমানদেরই প্রকাশ্য বিজয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থি বলে মনে হলেও দূরদৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এ সন্ধি মুসলমানদের অনুকূলে সম্পাদিত হয়েছিল। ইসলামের সর্বাঙ্গক বিজয় সংকেত এতে লুকায়িত ছিল। সন্ধি স্বাক্ষর করে মহানবি (স) অসাধারণ প্রজ্ঞা ও কৃটৈনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দেন। এ চুক্তি বিষে মুসলমানদের একটি স্থায়ী অবস্থান তৈরি করে। তাই পবিত্র কুরআন এ চুক্তিকে 'ফাতহুম মুবিন' বা প্রকাশ্য বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সৃধীন ও অবাধ গতিবিধির ফলে অনেক গোত্র ইসলাম ধর্ম দীক্ষিত হলে ইসলামের শক্তি উত্তরাত্মক বৃদ্ধি পেতে থাকে। হজরত মুহাম্মদ (স) আরব দেশের বাইরে সিরিয়া, মিসর, পারস্য, আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশে এবং আরব দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গোত্রপতির নিকট দৃত প্রেরণ করেন। উপরন্তু কুরাইশগণ নিরপেক্ষ হয়ে পড়ায় মহানবি (স) ইসলামের জাতশত্রু খাইবারের ইহুদিদের শাস্তি দেওয়ার সুযোগ পেলেন। এর ফলে একদিকে হয়রতের ক্ষমতা বৃদ্ধি, অপরদিকে কুরাইশদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে লাগল। এভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের অনুকূলে থাকায় ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্র হিসেবে আরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বহির্বিষে এর সম্প্রসারণে সহায়তা করে। যথার্থ অর্থে এ সন্ধি ছিল ইসলামের "মহাবিজয়" বা "প্রকাশ্য বিজয়"।

উদ্ধীপকে দেখা যায়, একজন মহাপুরুষ ১৪০০ অনুসারি নিয়ে প্রিয় ভূমিদর্শন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু পথিমধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়ে সন্ধি স্থাপন করেন। যা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, বৃহৎ বিজয়ের পথ তৈরিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ যে শহরে বসবাস করেন সেই শহরে তার ধর্ম ছাড়াও আরো অন্যান্য ধর্মের লোক বাস করত। তিনি তাদের মধ্যে সন্তান, সম্প্রীতি ও দেশপ্রেম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি সংবিধান তৈরি করেন। তার এ সংবিধান পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান।

/গাইকুল্লা সরকারি মহিলা কলেজ/

- | | | |
|----|---|---|
| ক. | ইসলামের প্রথম বলিফার নাম কী? | ১ |
| খ. | দক্ষিণ আরবকে 'সুরি আরব ভূমি' বলা হয় কেন? | ২ |
| গ. | 'মদিনা সনদের' তিনটি শর্ত লিখ? | ৩ |
| ঘ. | মদিনা সনদের ফলাফল আলোচনা কর। | ৪ |

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের প্রথম বলিফা হলেন হ্যরত আবু বকর (রা)।

খ ধনসম্পদ ও রকমারি পণ্যবন্দের জন্য প্রাচীনকালে একে 'সুরি আরব ভূমি' বা সৌভাগ্য আরব নামে অভিহিত করা হতো। দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন, হাজরামাউত ও ওমানে অনেক উর্বর ও বিস্তৃত উপত্যকা ছিল। এ উর্বর ভূখণ্ডগুলোতে কফি, নীল, খেজুর, শাকসবজি ও বিভিন্ন ফল ও ফসলের উৎপাদন হতো। এছাড়া ধান, গম, বার্লি, ভূট্টা, আতা, ডুমুর, পীচ ও আঙ্গুর এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। এর ফলে আরবের এ অঞ্চল অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এবং কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

গ মদিনা সনদের তিনটি শর্ত লিখা হলো—

১. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহ একটি সাধারণ জাতি গঠন করবে এবং নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।
২. মুহাম্মদ (স) হবে মদিনা প্রজাতন্ত্রের সভাপতি ও প্রধান বিচারক।
৩. মদিনা নগরী আক্রমণ হলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলে যুদ্ধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ বায়ুভাব বহন করবে।

উকীপকে বলা হয়েছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের শহরে বসবাসকারী ভিন্নধর্মীয় লোকদের নিয়ে সন্তান, সম্প্রীতি ও দেশপ্রেম প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সংবিধান তৈরি করেন। যা মদিনা সনদকে নির্দেশ করে।

ঘ মদিনা সনদের ফলাফল আলোচনা করা হলো—

ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এ সনদের মাধ্যমে মহানবি (স)-এর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে দুরদর্শিতা প্রতিফলিত হয়। এটিই ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত দলিল। তাই আধুনিক ঐতিহাসিকগণ একে "The first written constitution" হিসেবে আখ্যা দিয়ে আরবের ম্যাগনাকাটো বলে অভিহিত করেছেন। এ সনদে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন স্বীকৃত হয়। যা ধর্মীয় স্বাধীনতার ইঙ্গিত প্রদান করে। এ সনদে প্রমাণিত হয় যে মহানবি (স) শুধু একজন ধর্মীয় নেতাই নন বরং তিনি আইন, বিচার, সামরিক ও প্রশাসনিক বিভাগের প্রধান। যা তার Supreme leadership এর পরিচয় বহন করে। এ সনদের ফলে মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বোপরি এ সনদের ফলে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ও প্রচার ঘটে।

উকীপকে দেখা যায়, মহানবি (স) মুসলমান ও অন্যান্য জাতির মধ্যে সন্তান, সম্প্রীতি ও দেশপ্রেম প্রতিষ্ঠায় একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন। তার এ সংবিধান পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান। যা মদিনার সনদকে নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, মদিনার সনদ স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মুসলমানদের সাথে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে স্বৰ্য্যতা গড়ে উঠে। ফলে ইসলাম প্রসারের পথ সুগম হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৮ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ অবিশ্বাসীদের ঘড়যন্ত্র জানতে পেরে, ঐশ্বী বাণী প্রাণ হয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে সর্বাধিক বিশ্বাসী বন্ধুত্বল্য শিষ্যকে নিয়ে নিজ জন্মভূমি ছেড়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পৌছেন। এতে তার ঐশ্বী বিধান পরিপূর্ণতা লাভ করে। উক্ত প্রস্থানটি একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা।

/গাইকুল্লা সরকারি মহিলা কলেজ/

ক. হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর পিতার নাম কী?

খ. খেজুর বৃক্ষকে 'রানি বৃক্ষ' বলা হয় কেন?

গ. হিজরতের ৩০টি কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. হিজরতের ফলাফল আলোচনা করো।

১

২

৩

৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর পিতার নাম আবদুর্রাহ।

খ বিভিন্ন উপকারিতার জন্য খেজুর বৃক্ষকে 'রানি বৃক্ষ' বলা হয়।

খেজুর ছিল তৎকালীন আরববাসির প্রধান খাদ্য। এর রস তাদের প্রিয় পানীয়। সে দেশে গৃহনির্মাণের কাজে, মাদুর ও দড়ি তৈরি, জ্বালানি কাঠরূপে এবং বিভিন্ন কাজে খেজুর গাছ ব্যবহার করা হতো। এজন্য খেজুর গাছকে তারা 'রানি বৃক্ষ' নামে ডাকত।

গ মস্তার কাফিরদের অমানবিক নির্ধারণে অতিষ্ঠ হয়ে মহানবি (স)-এর মদিনায় গমন করাকে হিজরত বলা হয়।

হিজরতের পিছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে নিম্নে ৩টি আলোচনা করা হলো—

কুরাইশদের বাধা সত্ত্বেও মহানবি (স) অবিরামভাবে ইসলাম প্রচার চালু রাখায় সর্বশেষ নির্ধারণ হিসেবে তারা তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। এজন্য বিভিন্ন গোত্রের যুবকদের নিয়ে দল গঠন করা হয়। তাদের এ সিদ্ধান্ত জানতে পেরে মহানবি মদিনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কাফিরদের এরূপ সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হলে মহান আঘাত তায়ালা তার প্রিয় নবিকে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করেন।

এছাড়া পরিবেশগত কারণে মস্তার জনগণ বৃক্ষ ও বদমেজাজি ছিলেন। তারা কোনোকিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। অন্যদিকে, চিন্তাশীল মদিনাবাসী মহানবি (স)-কে সহজেই গ্রহণ করে এবং মদিনায় আমন্ত্রণ আনয়।

উকীপকে দেখা যায়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ অবিশ্বাসীদের ঘড়যন্ত্র জানতে পেরে, ঐশ্বী বাণী প্রাণ হয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বাধিক বিশ্বাসী বন্ধুত্বল্য শিষ্যকে নিয়ে নিজ জন্মভূমি ছেড়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গিয়ে পৌছান। যা হিজরতে নির্দেশ করে।

ঘ নিম্নে হিজরতের ফলাফল আলোচনা করা হলো—

হিজরতের ফলে মহানবি (স)-এর জীবনধারায় পরিবর্তন আসে এবং তিনি সুস্থ পরিবেশে বসবাস করার সুযোগ লাভ করেন। ঐতিহাসিক P.K. Hitti বলেন, হিজরতের সাথে সাথে হিজরতের মস্তা জীবনের সূচনা এবং এখানেই মুহাম্মদ (স)-এর জীবনের মোড় ঘূরে যায়।

মহানবি (স) মদিনায় হিজরত করলে মদিনাবাসী তাকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বরণ করে নেয়। এরপর মদিনায় ইসলাম দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করে এবং অর্থ সময়ের মাঝে সমগ্র আরবজাহান মুসলমানদের অধীনে আসে। হিজরতের পরপরই মুহাম্মদ (স) মদিনাতে মুসলমানদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে মসজিদে নববি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও মদিনাবাসী মহানবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তাদের নগরীর নাম রাখেন 'মদিনাতুর্রাবি' বা নববির শহর। এতে মদিনাবাসীর সম্মান অনেক বেড়ে যায়। মহানবি (স)-এর হিজরতের ফলে মদিনার লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে এবং মদিনাবাসী দীর্ঘদিনের ভেদাভেদ ও শত্রুতা ভুলে গিয়ে ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। হিজরতের ফলেই মহানবি (স) বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান 'মদিনা সনদ' প্রণয়ন করেন।

সার্বিক আলোচনার মাধ্যমে বলা যায়, মহানবি (স)-এর হিজরতের ফলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। যা হিজরতকে নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, মহানবি (স) এর হিজরতের ফলে ইসলামের প্রসার ও প্রচার বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ▶ ২৯ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ অবিশ্বাসীদের ঘড়যন্ত্র জানতে পেরে, ঐশ্বী বাণী প্রাণ হয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে সর্বাধিক বিশ্বাসী বন্ধুত্বল্য শিষ্যকে নিয়ে নিজ জন্মভূমি ছেড়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যাওয়া হয়েছে। তার পিতা প্রস্থানটি একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা।

/গাইকুল্লা সরকারি মহিলা কলেজ/

ক. কাদের 'ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নির্মাতা' বলা হয়?

খ. 'উটকে মনুভূমির জাহাজ' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. মি. সালামের দেখা প্রতিবেদনের সাথে তোমার পঠিত কোন যুগের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্বীপকে বর্ণিত জাহেলিয়া যুগের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করো।

১
২
৩
৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মিসরীয়দের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হয়।

খ. মরুপথের প্রধান সহায়ক বাহন হওয়ায় উটকে মনুভূমির জাহাজ বলা হয়।

উট আরবদের সবচেয়ে প্রিয় গৃহপালিত জন্ম। আরবদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই উটের ভূমিকা অপরিসীম। আরবে নৌ চলাচলের উপযোগী কোনো নদ-নদী নেই। এ কারণে আরববাসীরা খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ, যোগাযোগ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের কোনো বাহন ব্যবহার করতে পারে না। একেতে তাদের প্রধান বাহন হিসেবে উট কাজ করে। উট মনুভূমিতে চলাচলের জন্য সবচেয়ে উপযোগী প্রাণী। তাই উটকে মনুভূমির জাহাজ বলা হয়।

গ. মি. সালামের দেখা প্রতিবেদনের সাথে আমার পঠিত আইয়ামে জাহেলিয়া যুগের কথা বলা হয়েছে।

'আইয়াম' শব্দটি আরবি শব্দ। যার অর্থ যুগ। আর 'জাহেলিয়া' অর্থ অজ্ঞতা। সুতরাং আইয়ামে জাহেলিয়া অর্থ অজ্ঞতার যুগ। ধারণা করা হয় যে, যুগে আরবে কোনো প্রকার কৃষ্টি, সুফি ধর্মীয় অনুভূতি বা চেতনা ছিলনা সে যুগকে আইয়ামে জাহেলিয়া বলা হয়। এ যুগের সামাজিক ও নৈতিক জীবন ছিল কল্পিত ও হতাশাব্যঙ্গক। আরবগণ সূরা, নারী ও যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। এ যুগে পাপাচার, কুসংস্কার, অন্যায়, অবিচার সমাজকে কল্পিত করেছিল। মদাপান, জুয়াখেলা, সুদ ও নারীসঙ্গ ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণিক ব্যাপার। এ সমাজে নারীর কোনো সামাজিক অবস্থান ছিল না। নারীদের ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতো। পুরুষরা একাধিক নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত থাকত। নারীরা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে লজ্জার কারণে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো।

উদ্বীপকে দেখা যায়, মি. সালাম টেলিভিশনের প্রতিবেদনে দেখতে পেল কিছু নর-নারী মদাপান, জুয়াখেলা, ব্যাচিচার এবং কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দিচ্ছে। যা আইয়ামে জাহেলিয়াতকে নির্দেশ করে।

ঘ. উদ্বীপকে বর্ণিত জাহেলিয়া যুগের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করা হলো-

জাহেলিয়া যুগে আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল চরম হতাশাপূর্ণ। এ যুগে মানুষ মূর্খতা, বর্বরতা ও প্রকৃতি পূজায় মগ্ন ছিল। সমাজে কৌলিন্য প্রথা বিবাজমান ছিল। ফলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে থাকত। এ যুগে অন্যায়-অনাচার, পাপাচার, সূরা পান, জুয়া খেলা, সুদপ্রথা মানুষের জীবনকে কল্পিত করেছিল। মানবতা ছিল ভুলষ্টিত, সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না, লজ্জার কারণে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতে তারা কুস্তাবোধ করতো না। নারী ছিল ভোগ্যপণ্য মাত্র। এ সমাজে দাস-দাসীদের পণ্যের মতো হাটে-বাজারে বিক্রি করা হতো। তাদের ওপর নিষ্ঠুর আচরণ করা হতো। এ সমাজে নৈতিকতার চরম অবক্ষয় ঘটেছিল। তারা অনেক কাজগুলো গবেষ সাথে সম্পর্ক করতো। যুদ্ধে যাওয়ার আগে তারা বীর পুরুষদের পূজা করতো। এ সমাজে সুন্দের ব্যাপক প্রচলন ছিল। সময়মতো ঝণ্টাহীতা অর্থ পরিশেধ করতো না পারলে তার ঝী-পুত্র-কন্যাদের জোরপৰ্বক দখল করে দাসে পরিণত করা হতো। এতসব অনেক ক্ষমতা পুণ্যাবলির মাঝেও আরবদের চরিত্রে অতিথিপরায়ণতা, স্বাধীনতা, স্বদেশপ্রীতি, কাব্যচর্চা প্রভৃতি সদগুণগুলো বিদ্যমান ছিল।

উদ্বীপকে দেখা যায়, মি. সালামের দেখা প্রতিবেদনটিতে কিছু নর-নারী মদাপান, জুয়াখেলা, ব্যাচিচার এবং কন্যাসন্তানদের জীবন্ত কবর দিচ্ছে। তারা অর্থনৈতিক সংকট দুর্বলকরণে কুসিদ্ধপথ, চুরি, ডাকাতি এবং পরসম্পদ আয়সাতে লিপ্ত। তাদের মধ্যে অনাচার, মিথ্যাচার এবং সংকীর্ণতা লক্ষণীয়। যা জাহেলিয়া যুগের সামাজিক অবস্থাকে নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, জাহেলিয়া যুগের সামাজিক অবস্থা ছিল পাপ-পঞ্জিকলতা ও অনেক ক্ষমতায় ভরপুর। এ সমাজে নৈতিক গুণাবলি নির্বাসিত ছিল। মানুষ অনেক উপায়ে তাদের কর্মকাণ্ড হসিলে ব্যস্ত ছিল।

প্রশ্ন ৩০ জাতিসংঘ ১৯৪৮সালে মানবাধিকার সনদ ঘোষণা করে। এ সনদে উল্লিখিত ধারাসমূহে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের সহজাত মর্যাদা, সমতা ও সমানাধিকার রক্ষার কথা বলা হয়। এছাড়াও সনদে বিশ্বের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং সকল ধর্মের মানুষের সমর্থনাদার কথা বলা হয়েছে যা বিশ্ব মানবের একই সুত্রে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ দেয়। এভাবে এ সনদ বিশ্ব মানবের ম্যাগনাকাটো হিসেবে বিশ্ব বিবেককে সচেতন করে দেয়।

ক্ষেত্রবিভিন্ন সরকার মদিনা কল্পনা

ক. বদরের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?

খ. কেন হিলফুল ফুজুল গঠিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্বীপকের সনদের সাথে নবি (স)-এর কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্বীপকের সনদ থেকে যে ইংলিত্রিক সনদ অধিক কার্যকর হয়েছিল তা বিশ্লেষণ কর।

৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বদরের যুদ্ধ ৬২৪ সালে সংঘটিত হয়।

খ. সৃজনশীল ২২ এর 'ব' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্বীপকে বর্ণিত সনদের সাথে মহানবি (স) প্রণীত মদিনা সনদের সাদৃশ্য রয়েছে।

মানবতার মুক্তির দৃত রাসূল করিম (স)-এর আজ থেকে প্রায় পনেরোশত বছর পূর্বে মানবমুক্তির দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে বিশ্বমানবতাকে সঠিক পথে চলার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। মদিনা সনদ প্রণয়ন ও তাঁর এ রকম একটি দৃষ্টান্তমূলক কর্মসূচি। এ সনদে তিনি জাতি-ধর্ম-বর্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার রক্ষার মাধ্যমে একটি আদর্শ সমাজ গঠনের রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন, যার প্রতিফলন রয়েছে উদ্বীপকে বর্ণিত মানবাধিকার সনদে।

উদ্বীপকে দেখা যায়, জাতিসংঘের সাধারণ সভা ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বরে সকল মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার সনদ প্রণয়ন করেছে, যা মানবাধিকার সনদ নামে পরিচিত। হিজরতের (৬২২ খ্রি.) পর মদিনায় পৌছে রাসূল (স) এরকম একটি সনদ প্রণয়ন করেছিলেন। মদিনা ও আশপাশে বসবাসকারী মুসলিম, ইহুদি, স্থ্রীতান ও পৌতলিকদের মধ্যে সজ্ঞাব ও সম্প্রতি স্থাপনের মাধ্যমে একটি আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের লক্ষ্যে তিনি এ সনদ প্রণয়ন করেন। বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান মদিনা সনদে তিনি ৪৭টি ধারা সংযোজন করেন, যার সবকটি হিল মানুষের শাস্তি, সম্মিলিত ও অধিকারের রক্ষাকর্ব। এ সনদে তিনি সকল সম্প্রদায়কে সমান অধিকার প্রদানের ঘোষণা দেন। পাশাপাশি সবাইকে ব্রাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার প্রদান করেন। এ সনদে তিনি রক্তপাত, হত্যা, বলাঙ্কার প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দুর্বল, অসহায়কে সর্বোত্তমে সাহায্য করার আহ্বান জানান। মহানবি (স)-এর এসব কর্মসূচির সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উদ্বীপকের মানবাধিকার সনদ ঘোষণায়।

ঘ. উদ্বীপকে উল্লিখিত সনদের অর্ধাং মদিনা সনদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক।

মদিনা সনদ মহানবি (স)-এর সর্বাধিক দূরদর্শিতার ফসল। তাঁর পর্বে কোনো প্রশাসক বা নবি তাঁর জাতিকে লিখিত সংবিধান দিতে পারেননি। তাদের মুখোচারিত বাণীই ছিল আইন। হ্যারত মুহাম্মদ (স) তাঁর সংবিধানের ভিত্তিতে বিশ্বের সকল মানুষকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

মদিনা সনদ শতধারিত মদিনাবাসী মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে হিংসা, ছেষ ও কলহের অবসান করে এবং বিপদে সবাই একে অপরের পাশে দাঢ়ানোর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। জাতি, ধর্ম, বর্গ নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রতির বন্ধনে মদিনা সনদ এক তুলনাহীন রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। তাছাড়া হ্যারত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর মদিনা পরিচালনার ভার অর্পিত হলে তিনি গোত্রভিত্তি শাসনব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘোষণা করে আরাহতের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও ইসলামি শাসনতন্ত্র কায়েম করেন। আর এই সনদের মাধ্যমে মহানবি (স)-এর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় মেলে। তিনি কুরাইশদের বিরুদ্ধে তাঁর হ্যাত শক্তিশালী করেন। এ সনদের মাধ্যমে মহানবি (স)-এর পারদর্শিতা ও রাজনৈতিক প্রজাত পরিচয় পাওয়া যায়।

A. H. Siddiqi বলেন, 'এ সনদের ধারা অনুযায়ী রাসূল (স) নিজেকে বিচার বিভাগীয়, আইন প্রণয়নকারী, সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। আর মদিনা সনদের মাধ্যমে হয়রত মুহাম্মদ (স) মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্টান প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করেন।'

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের উল্লিখিত সনদ অর্থাৎ মদিনা সনদ মদিনায় বিদ্যমান সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল।

প্রশ্ন ৩১ এই প্রেরিত মহাপুরুষ ঐশ্বীবাণী প্রাপ্ত হয়ে এবং অবিশ্বাসীদের ঘড়্যন্ত সমন্বে জানতে পেরে তাঁর সর্বাধিক বিশ্বাসী শিখ্যকে সাথে নিয়ে নিজ জন্ম ভূমি 'ক' ছেড়ে প্রায় ২৫০ মাইল দূরের শহর 'ম' এ গমন করেন। তাঁর এই দেশ ত্যাগের পরই ঐশ্বী বিধান পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং অনুসারির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(মিনাজপুর সরকারি জনসংজ্ঞা)

ক. হয়রত মুহাম্মদ (স) এর জন্ম তারিখ লেখ।

খ. হিলফুল ফুজুল বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকের বর্ণিত মহাপুরুষের দেশ ত্যাগের সাথে তোমার

পঠিত কোন প্রেরিত মহাপুরুষের দেশ ত্যাগের সম্পর্ক আছে।
ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মহাপুরুষের দেশ ত্যাগের ঘটনার পরই ছিল

তাঁর প্রচারিত ধর্মের জন্য এক গৌরবান্বিত প্রস্থান এবং চূড়ান্ত
প্রসার। ব্যাখ্যা কর।

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হয়রত মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট (১২ রবিউল আউয়াল) জন্ম গ্রহণ করেন।

খ হিলফুল ফুজুল বলতে যুবক বয়সে মহানবি (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি শান্তিসংঘকে বোঝায়।

মহানবি (স) ছিলেন শান্তির দৃত। তাই বালক বয়সে যখন তিনি 'হারবুল ফুজ্জার' যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখলেন তখন তাঁর অন্তর মানবতার জন্য কেবল উঠল। এ প্রক্রিয়েই তিনি সমস্মান কয়েকজন উৎসাহী যুবক ও পিতৃব্য যুবাইরকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন হিলফুল ফুজুল নামের শান্তিসংঘ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মহাপুরুষের দেশ ত্যাগের সাথে আমার পঠিত মুহাম্মদ (স)-এর মত্তা থেকে মদিনায় হিজরতের ঘটনা সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, উল্লিখিত মহাপুরুষ অবিশ্বাসীদের ঘড়্যন্ত সমন্বে জানতে পেরে, ঐশ্বীবাণী প্রাপ্ত হয়ে রাতের অন্ধকারে প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করেন। তিনি ২৫০ মাইল দূরের শহরের উদ্দেশ্যে রওনা করেন। এ বিষয়গুলো হয়রত মুহাম্মদ (স)-এর হিজরতের ঘটনার মধ্যেও লক্ষ করা যায়।

হয়রত মুহাম্মদ (স) ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে নিজ গোত্র কুরাইশ বংশের লোকের বাজ্ঞা-বিদ্যুপ ও অত্যাচারে জরুরিত হন। তিনি কুরাইশদের এ সকল নির্যাতন হাসিমুখে সহ্য করেন। কিন্তু কুরাইশ বংশের লোকেরা নিজ ধর্মকে রক্ষার জন্য হয়রত মুহাম্মদ (স)কে হত্যার ঘড়্যন্ত করে। এ ঘড়্যন্তের কথা তিনি জানতে পারেন এবং আল্লাহর নির্দেশে রাতের অন্ধকারে প্রিয় মাতৃভূমি মত্তা নগরী ত্যাগ করেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মত্তা থেকে ২৫০ মাইল দূরের শহর ইয়াসরিবের (মদিনা) উদ্দেশ্যে রওনা হন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই হিজরত নামে পরিচিত।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত দেশ ত্যাগের ঘটনা আমার পঠিত হয়রত মুহাম্মদ (স) ও তাঁর প্রচারিত ইসলাম ধর্মের জন্য ছিল এক গৌরবান্বিত প্রস্থান। হিজরতের ফলে মহানবি (স) এর জীবনধারায় পরিবর্তন আসে এবং তিনি সুস্থ পরিবেশে বসবাস করার সুযোগ লাভ করেন। ঐতিহাসিক P. K. Hilli বলেন, "হিজরতের সাথে সাথে হয়রতের মত্তা জীবনের অবসান ও মদিনা জীবনের সূচনা এবং এখানে মুহাম্মদ (স)-এর জীবনের মোড় ঘূরে যায়।"

মহানবি (স) মদিনায় হিজরত করলে মদিনাবাসী তাঁকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বরণ করে নেয়। এরপর মদিনায় ইসলাম দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র মানবজাহান মুসলমানদের অধীনে আসে। হিজরতের পরই তিনি মদিনার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'মদিনা সনদ' প্রণয়ন করেন। এ

সনদই মদিনাকে ইসলাম প্রজাতন্ত্র হিসেবে মর্যাদা দান করে। হিজরতের পরপরই মুহাম্মদ (স) মদিনাতে মুসলমানদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে মসজিদে নববি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও মদিনাবাসী মহানবি (স)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তাদের নগরীর নাম রাখেন 'মদিনাতুল্লাহ' বা নববির শহর।

মহানবি (স) হিজরতের ফলে মদিনার লোকজন দলে দলে ইসলাম প্রাঙ্গণ করে এবং মদিনাবাসী দীর্ঘদিনের ভেদাভেদ ও শত্রুতা ভুলে প্রিয় ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। হিজরতের ফলেই মহানবি (স) ইসলামকে কল্যাণধর্মী ও শান্তিপ্রিয় একমাত্র ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ লাভ করেন। তাই এ ঘটনাকে রাসূল (স)-এর জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী হিসেবে আখ্যায়িত করাই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ৩২ তুরস্কের উসমানীয় সুলতান আব্দুল মজিদ রাজ প্রাসাদ গুলহান হতে 'হাতী হুমায়ুন' নামে রাজকীয় ফরমান জারি করেন। এ ঘোষণার মাধ্যমে জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জানমাল ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা হয়। অমুসলিম প্রজাদেরকেও এ ঘোষণায় বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। তুরস্কের ইতিহাসে 'হাতী হুমায়ুন' ঘোষণাকে আন্তর্জাতিক সনদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

/ক্লাস্টেনবেট কলেজ, যশোর/

ক. 'হারবুল ফুজ্জার' অর্থ কী?

খ. আরব ভূমিকে 'জাজিরাতুল আরব' বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'হাতী হুমায়ুনের ন্যায় তোমার পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত 'পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান'— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হারবুল ফুজ্জার হলো উকাজ মেলার সময় সংঘটিত পাঁচ বছর দীর্ঘস্থায়ী একটি যুদ্ধ।

খ জাজিরাতুল আরব বলতে আরব উপনিষদকে বোঝায়।

যে ভূখণ্ডের তিন দিক পানিবেষ্টিত এবং এক দিকে স্থলভাগ থেকে তাকে জাজিরা বলা হয়। আর আরব ভূখণ্ডের তিন দিকে পানি এবং এক দিকে স্থলভাগ বলে একে জাজিরাতুল আরব বলা হয়। অর্থাৎ ভৌগোলিক কারণে আরব উপনিষদের এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সনদের সাথে মহানবি (স)-এর গ্রন্তি মদিনা সনদের সাদৃশ্য রয়েছে।

মানবতার মুক্তির দৃত রাসূল (স) আজ থেকে প্রায় পনেরোশত বছর পূর্বে মানব মুক্তির দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি তাঁর কথা কাজের মাধ্যমে বিশ্ব মানবতাকে সঠিক পথে চলার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। মদিনা সনদ প্রণয়নও তাঁর এ রকম একটি দৃষ্টিশূলক কর্মসূচি। এ সনদে তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার রক্ষার মাধ্যমে একটি আদর্শ সমাজ গঠনের রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন, যার প্রতিফলন রয়েছে উদ্দীপকে বর্ণিত মানবাধিকার সনদে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জাতিসংঘের সাধারণ সভা ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর বিশ্বের সকল মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার সনদ প্রণয়ন করেছে। যা মানবাধিকার সনদ নামে পরিচিত। হিজরতের পর মদিনায় গমন করেও রাসূল (স) এরকম একটি সনদ প্রণয়ন করেছিলেন। মদিনা ও আশপাশে বসবাসকারী মুসলিম, ইহুদি, খ্রিস্টান ও পৌতলিকদের মধ্যে সত্ত্বার ও সম্প্রতি স্থাপনের মাধ্যমে একটি আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের লক্ষ্যে তিনি এ সনদ প্রণয়ন করেন। বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান মদিনা সনদে তিনি ৪৭টি ধারা সংযোজন করেন, যা সবকটিই ছিল মানুষের শান্তি, সম্মতি ও অধিকারের রক্ষাকরণ। এ সনদে তিনি সকল সম্প্রদায়কে সমান অধিকার প্রদানের ঘোষণা দেন।

পাশাপাশি সবাইকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার প্রদান করেন। এ সনদে তিনি রক্তপাত, হত্যা, বলাক্ষের অপরাধশূলক কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দুর্বল, অসহায়কে সর্বোত্তমে সাহায্য করার আহ্বান জানান। মহানবি (স)-এর এসব অমোগ এবং শাস্তি- কর্মসূচির

সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের মানবাধিকার ঘোষণায়।

১. উদ্বিপক্ষে উল্লিখিত হাতী হুমায়ুনের আমার পঠিত প্রথম লিখিত সংবিধান হচ্ছে মদিনা সনদ।

মদিনা সনদ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। ইতিপূর্বে শাসকের ঘোষিত আদেশই ছিল আইন। মহানবি (স) সর্বপ্রথম জনগণের মঙ্গলার্থে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দেশের সব সম্প্রদায় ও জনগণের অস্তরিক সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করে তিনি সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। মদিনার সনদে সাম্যের মহান নীতি, আইনের শাসন, ধর্মের স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা এবং সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকায় এই সনদকে মহাসনদ (Magna Carta) বলা হয়। এই সনদের মাধ্যমে মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভার্তাতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিপদের সময় একে অপরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয় এই সনদে। মদিনা রাস্ত তথা ইসলামি প্রজাতন্ত্র সংরক্ষণে সবার সমভাবে মুসলিম বহন করার ব্যবস্থা মুহাম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক দুরদর্শিতার পরিচয়ক। পূর্বের শেখতন্ত্রের পরিবর্তে এই সনদে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মদিনার সনদের মাধ্যমে মদিনায় ইসলামি রাস্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলিমস্তু মদিনা নগরীর পুনর্গঠন ও পরবর্তীতে নির্বিশ্বে দূরদেশে ইসলামের প্রসারে রাসূল (স) আজনিয়োগ করার সুযোগ পান।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ যাদবপুর ও মাধবপুর গ্রামের মধ্যে দীর্ঘদিনের শত্রুতা। কিছুদিন পূর্বে দুই গ্রামের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তুলনামূলকভাবে অধিক শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও যাদবপুর গ্রাম মাধবপুরের কাছে হেরে যায়। এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এক বছর ধরে যাদবপুর যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ব্যাপক শক্তি ও অস্ত্র নিয়ে যাদবপুর মাধবপুর গ্রামের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধে অবর্তী হয়। মাধবপুর গ্রামের প্রধান জুনায়েদ খান কোশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫০ জন লাঠিয়ালকে পাহাড়া দিতে বলে এবং যে কোন অবস্থাতে উক্ত স্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করে। যুদ্ধে জয়ের কাছাকাছি পৌছেও নেতার আদেশ অমান্য করে উক্ত স্থান ত্যাগ করায় মাধবপুরবাসী পরাজিত হয়।

ইস্পাতানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস/

ক. ওহশি কে?

১

ব. নাখলার খণ্ড যুদ্ধকে বদরের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ বলা হয় কেন?

২

গ. উদ্বিপক্ষ ইসলামের ইতিহাসের কোন যুদ্ধকে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. 'মাধবপুর গ্রামের মত উক্ত যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণও একই।' বিশ্লেষণ করো।

৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ওহশি হলো আরবের একজন যোদ্ধা যিনি উত্তুদ যুদ্ধে রাসূল (স)-এর চাচা হামজা (রা)-কে হত্যা করেছিলেন।

ব. নাখলার খণ্ডযুদ্ধের ফলেই কুরাইশের আক্রমণমূলী হয়ে পড়েছিল বলে এটিকে বদর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ বলা হয়।

কুরাইশদের ঝংসাঞ্চক কার্যাবলি থেকে মদিনা রাস্তকে রক্ষার উদ্দেশ্যে হজরত মুহাম্মদ (স) আবদুল্লাহ ইবনে জাহনের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি গোয়েন্দা দল দক্ষিণ আরবে প্রেরণ করেন। কিন্তু আবদুল্লাহ তুলক্ষ্মে মকাগামী কুরাইশদের একটি কাফেলাকে আক্রমণ করে বসেন। ফলে নাখলায় একটি খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে কুরাইশ নেতৃ আমর নিহত ও অপর দুই ব্যক্তি বন্দি হয়। আমর আল হাজরামির মৃত্যু মকাবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং এটিই বদরের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়।

গ. সূজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ সালাম বিজ্ঞান বিভাগে একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। পত্রিকায় বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধন বিষয়ক একটি খবর দেখে সে তার বড় ভাই জহিরের কাছে জানতে চাইল সংবিধান কী? জহির তাকে বলল, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মৌলিক কিছু নীতিমালা প্রয়োজন যা লিখিত বা অলিখিত থাকতে পারে। হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন।

/কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ, কুমিল্লা/

ক. হযরত মুহাম্মদ (স) কত সালে হিজরত করেন?

১

খ. উকাজ মেলার বর্ণনা দাও।

২

গ. উদ্বিপক্ষে বিষয়টিতে মহানবি (স)-এর জীবনের কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. উদ্বিপক্ষে উল্লিখিত প্রথম লিখিত সংবিধানের তাঁৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. হযরত মুহাম্মদ (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে হিজরত করেন।

ব. প্রাক-ইসলামি আরবে মক্কার অদূরে উকাজ নামক স্থানে যে বাষিক মেলার আয়োজন করা হতো, তা-ই উকাজ মেলা নামে পরিচিত ছিল। উকাজ মেলায় তৎকালীন আরবীয়দের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। এ মেলায় নানা দ্রব্য-সামগ্রীর কেনা-বেচা ছাড়াও কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। শ্রেষ্ঠ সাতটি কবিতা পুরস্কৃত করা হতো এবং এগুলো সোনালি হরফে লিপিবদ্ধ করে কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো, যা 'সাবায়ে মুয়াজ্জাকাত' নামে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ উকাজ মেলা প্রাক-ইসলামি আরবের সাংস্কৃতিক চর্চার একটি উন্নয়নে অনুষ্ঠান ছিল।

গ. উদ্বিপক্ষের বিষয়টিতে মহানবি (স)-এর মদিনা সনদ প্রণয়নের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মক্কা থেকে ইয়াসরিবে হিজরত করার পর বেশ কিছু সময়ের সম্মুখীন হন। রাসূল (স) অনুভব করেন যে, মক্কার মুহাজির আর স্থানীয় ইয়াসরিববাসীদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি সীমাবেষ্ট টানা প্রয়োজন। মুহাজিররা কীভাবে জীবিত নির্বাহ করবেন তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। কুরাইশদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত মুহাজিরদের ক্ষতিপূরণ কীভাবে হবে এর সুরাহা হওয়া প্রয়োজন। মদিনার অমুসলিম ইতুদিদের সাথে মুসলমানদের সুসম্পর্ক সৃষ্টি কীভাবে হতে পারে, তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মদিনার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক রাষ্ট্রীয় বৃপরেখা এবং মুসলিম জাতির ভবিষ্যৎ অগ্রিয়াকার পথ তৈরি করা প্রয়োজন। এসব বিষয় সন্নিবেশ করে রাসূল (স) ইয়াসরিবের পৌতলিক, ইতুদি, আনসার ও মুহাজিরদের জন্য বিশ্বের ইতিহাসের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন করেন। এরই নাম 'মদিনা সনদ'।

ঘ. ইসলামি আদর্শের আলোকে প্রণীত ঐতিহাসিক মদিনা সনদের ধারাগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে আইনের শাসন ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

উদ্বিপক্ষে বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধানের কথা বলা হয়েছে। যেটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এটি রাসূল (স)-এর ঐতিহাসিক মদিনা সনদ প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের ঘটনারই প্রতিচ্ছবি।

মহানবি (স) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর লক্ষ করলেন মদিনার বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সর্বদা ছন্দ-সংঘাত লেগেই থাকে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকজ ও হিংসাঞ্চক মনোভাব বিদ্যমান। মহানবি (স) উপলক্ষ্মি করেন যে মদিনা ও আশপাশে বসবাসকারী ইতুদি, খ্রিস্টান ও পৌতলিকদের মধ্যে সত্ত্বার ও সম্প্রীতি স্থাপন করা ছাড়া একটি সুসংহত রাস্তা গঠন করা সত্ত্ব নয়। তাই মদিনায় অবস্থিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবি (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন। মদিনায় বসবাসরত ইতুদি, খ্রিস্টান, পৌতলিক, আনসার, মুহাজিরসহ সর্বসাধারণের অধিকার রক্ষায় মদিনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। মদিনা সনদ মদিনার সকল মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করেছে। কেননা মদিনা সনদ মদিনাবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক এক্য প্রতিষ্ঠা করে, শতধারিত মদিনাবাসী মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ভার্তাতের বন্ধনে আবদ্ধ করে, হিংসা-বিহৃত ভূলে পরম্পরাকে বিপদে-আপদে পাশে থাকতে অনুপ্রাণিত করে। মদিনার মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে ও ইসলামি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মদিনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। মদিনা সনদের মাধ্যমে মদিনায় বসবাসরত সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, জান-মালের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বলা যায়, আইনের শাসন ও মানবাধিকার রক্ষায় মদিনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রম ► ৩৫ 'A' গ্রুপ ও 'B' গ্রুপের মধ্যে ১০ বছরের জন্য এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এতে ১০ বছরের জন্য শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করলেও কিছুদিন পরই 'B' গ্রুপ সন্ধি ভঙ্গ করে অন্যটিকে আক্রমণ করে। যাই হোক না কেন এটি 'A' গ্রুপের জন্য একটি ঘৃত্য বিজয় ও রাজনৈতিক দুরদশীতার পরিচায়ক।

বিএ এফ শাহীন কলেজ, ঢাক্কা/

ক. মদিনার পূর্বনাম কী? ১

খ. কাদের আনসার ও মুহাজির বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ সন্ধি স্বাক্ষরের পটভূমি
লেখো। ৩

ঘ. উক্ত সন্ধির প্রধান প্রধান শর্তাবলি বর্ণনা করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মদিনার পূর্ব নাম ছিল 'ইয়াসরিব'

খ জন্মভূমির মাঝা ভ্যাগ করে যারা মক্তা থেকে মদিনায় হিজরত করেন
তাদেরকে মুহাজির এবং যারা হিজরতকারীদের সর্বতোভাবে সাহায্য ও
আশ্রয় দান করেন তাদেরকে আনসার বলা হয়।

মক্তায় ইসলাম প্রচারের কারণে মহানবি (স) এবং ইসলাম ধর্ম
গ্রহণকারীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। এ কারণে
আরাহর নির্দেশে যারা জন্মভূমি ও আঞ্চলিক-স্বজনের মাঝা কাটিয়ে মক্তা
হতে মদিনায় হিজরত করেন তাদেরকে মহানবি (স) মুহাজির নামে
অভিহিত করেন। আর রক্তের সম্পর্ক বিবেচনা না করে ধর্মকে প্রাধান্য
দিয়ে মুহাজিরদের যারা আশ্রয়দান করেন তাদেরকে তিনি 'আনসার'
(সাহায্যকারী) নামে অভিহিত করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটির সাথে মহানবি (স)-এর জীবনের
হৃদায়বিয়ার সন্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

হিজরতের পর দীর্ঘ হয় বছর মহানবি (স) ও তার অনুসারীগণ মদিনায়
অবস্থান করেন। এ সময় তারা জন্মভূমি মক্তা দর্শন ও হজ পালন করতে
পারেননি। তৎকালীন আরবের নিয়ম অনুসারে জিলকদ মাসে যুদ্ধবিশ্রাম
নিষিদ্ধ ছিল। এজন্য মহানবি (স) তাঁর ১৪০০ জন সাহাবি নিয়ে ষষ্ঠ
হিজরির জিলকদ মাসের ২৫ তারিখ মক্তার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

মহানবি (স) যখন ওসকান নামক স্থানে পৌছান তখন সুফিয়ান
আলকারীর পুত্র বিশার মহানবি (স)-এর সাথে সাঙ্গাং করে বলেছিলেন,
হে আরাহর রাসুল কুরাইশেরা আপনার যাত্রার সংবাদ পেয়ে চিতাবাঘের
চামড়ার পোশাক পরিধান করে মক্তা হতে যাত্রা করেছে। তারা প্রতিজ্ঞা
করেছে আপনাকে কোনোভাবেই মক্তায় প্রবেশ করতে দেবে না। তারা 'সত্তওয়া' নামক স্থানে প্রতিরোধ গড়েছে। মহানবি (স) কুরাইশদের
দুরভিসন্ধির কথা অবগত হয়ে মক্তার নয় মাইল দূরে হৃদায়বিয়া নামক
স্থানে শিবির স্থাপন করেন। তিনি বুদাইল নামক দৃত মারফত
কুরাইশদের জানান যে, তারা শুধু হজ পালনের উদ্দেশ্যে এখানে
এসেছেন কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করতে নয়। কুরাইশগণ মহানবি (স)-
এর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে আবওয়াকে আলোচনার জন্য পাঠায়
কিন্তু আবহাওয়ার দুর্ব্যবহারে এ আলোচনা ব্যর্থ হয়। তবে পরবর্তীতে
উভয় পক্ষ আলোচনা করে হৃদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষর করে।

ঘ উক্ত সন্ধি তথা হৃদায়বিয়ার সন্ধি ইসলামের ইতিহাসে এক
যুগান্তকারী ঘটনা।

মক্তার কুরাইশেরা মহানবি (স) কে মক্তায় প্রবেশে বাধা দেওয়ার প্রেক্ষিতে
হৃদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এ সন্ধির প্রধান প্রধান শর্তগুলো হলো—
১. এ বছর (৬২৮) মুসলমানরা হজ না করে মদিনায় ফিরে যাবে; ২.
মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে পরবর্তী দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ থাকবে; ৩.
যেকোন গোত্র ইচ্ছা করলে মুসলমান ও কুরাইশদের সাথে সন্ধি করতে
পারবে; ৪. কোনো কুরাইশ মদিনায় গেলে মুসলমানরা ফেরত দিবে; কিন্তু
কোনো মুসলমান মক্তায় গেলে কুরাইশেরা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে না;
৫. হজের সময় কুরাইশগণ মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা দিবে; ৬.
মক্তার কোনো নাবালোক অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মুসলমানদের
দলে যোগ দিলে ফেরত দিতে হবে; ৭. চুক্তির মেয়াদকালে একে অপরের
কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না এবং ৮. সন্ধির চুক্তি উভয়
পক্ষকেই পূর্ণভাবে মেনে চলতে হবে।

প্রম ► ৩৬ 'ক' অঙ্গলে দীর্ঘদিন ধরে সামান্য বিষয় নিয়ে মারামারি,
কাটাকাটি চলে আসছিল। এ সময় এক সত্যবাদী যুবকের মনে এ
বিষয়টি রেখাপাত করে। তিনি সেই অবস্থার নিরসনকর্ত্তা সেখানকার
উৎসাহী যুবকদের নিয়ে একটি শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা করে। এ সংঘ শান্তি
প্রতিষ্ঠায় কিছু শর্তাবলীকে সামনে রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল।

বিএ এফ শাহীন কলেজ, ঢাক্কা/

ক. দারুন নাদওয়া কী? ১

খ. আমুল হৃজন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ শান্তিসংঘের বর্ণনা
দাও। ৩

ঘ. 'উক্ত সংঘ দুর্বল ও মজলুম মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রভূত শক্তি
সঞ্চার করেছিল।'— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল মালার রাজনৈতিক সভা যে কক্ষে বসতো তাই দারুন নাদওয়া
নামে পরিচিত।

খ রাসুল (স)-এর দৃজন প্রিয় ব্যক্তি চাচা আবু তালিব ও ত্রী খাদিজা
(রা) মৃত্যুবরণ করার কারণে ৬২০ খ্রিস্টাব্দকে আমুল হৃজন বা শোকের
বছর বলা হয়।

৬২০ খ্রিস্টাব্দে রাসুল (স)-এর চাচা আবু তালিব ৮৩ বছর বয়সে
মৃত্যুবরণ করেন এবং এর কয়েকদিনের মধ্যেই বিবি খাদিজা (রা) ৬৫
বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। এ দৃজন ব্যক্তি মহানবি (স) কে ইসলাম
প্রচারে ঘরে-বাইরে সহায়তা করতেন। ফলে তাদের মৃত্যুতে রাসুল (স)
মানসিকভাবে খুবই বিপৰ্যস্ত হয়ে পড়েন। এ জন্য বছরটিকে আমুল
হৃজন বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ঘটনাটি হ্যারত মুহাম্মদ (স)-এর 'হিলফুল ফুজুল'
গঠনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় যারা নিজে থেকে উদ্যোগী হন তারা
সবার কাছেই শ্রদ্ধেয় ও প্রশংসিত। যেটি আমরা রাসুল (স)-এর ক্ষেত্রে
দেখতে পাই। মহানবি (স) সর্বদা শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ
ভূমিকা রেখেছেন। তিনি মক্তায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কিশোর বয়সে
এলাকায় শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
এরূপ সংঘটন প্রতিষ্ঠার ঘটনা উদ্দীপকেও পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে 'ক' অঙ্গলের মারামারি, কাটাকাটি বন্ধ করার জন্য এক
সত্যবাদী যুবক একটি সমিতি গঠন করেন। অনুরূপভাবে হ্যারত মুহাম্মদ
(স) বাল্যকাল থেকেই সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও কোমল স্বত্ত্বাবের মানুষ
ছিলেন। সত্যবাদিতার জন্য তাকে সবাই 'আল আমিন' বলে ডাকত।
মহানবি (স)-এর যুবক বয়সে উকাজ মেলাকে কেন্দ্র করে এক যুদ্ধ
সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে অনেক লোক নিহত হয়। এ যুদ্ধ স্থায়ী ছিল
দীর্ঘ পাঁচ বছর। এ দৃশ্য দেখে মানবদরদি হ্যারত মুহাম্মদ (স)-এর বৃক
কেঁপে ওঠে। মহানবি (স) যুদ্ধ থেকে মৃত্যি ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার
জন্য সমাজের শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে 'হিলফুল ফুজুল' নামে একটি
শান্তি সংঘ গঠন করেন।

ঘ উক্ত সংঘ তথা হিলফুল-ফুজুল দুর্বল ও মজলুম মানুষের স্বার্থ
সংরক্ষণে প্রভূত শক্তি সঞ্চার করেছিল— উক্তিটি যথার্থ।

সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় যুবকেরা কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা
রাখতে পারে। মহানবি (স) তাঁর যুবক বয়সে একটি শান্তি সংঘ গঠন
করে তার প্রমাণ রেখেছেন।

৫৮৫ থেকে ৫৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর কুরাইশ ও কায়েশ
গোত্রের মধ্যে সংঘর্ষ চলে। আরববের নিয়মানুযায়ী নিষিদ্ধ মাসে এই
গোত্রীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে এটিকে 'অন্যায় সমর' বা হরব
আল ফুজুল' বলা হয়। এই যুদ্ধের বিভিন্নিকায় মহানবি (স) অত্যন্ত
ব্যাখ্যিত হন। তাই তিনি আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন
করেন। এটি 'হিলফুল-ফুজুল' নামে পরিচিত। এ সংঘের সদস্যরা
অত্যাচারিতকে রক্ষা করতো, বণিকদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা
করতো। এছাড়া তারা অন্যায় রক্তপাত বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ
করেছিল। এর ফলে দুর্বল ও অসহায় মানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।
সুতরাং বলা যায়, হিলফুল-ফুজুল দুর্বল ও মজলুম মানুষদের স্বার্থ সংরক্ষণ
ও জুলুমকারীর হাত থেকে রক্ষা করতে প্রভূত শক্তি সঞ্চার করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ রায়ের বাজার ও হাজারীবাগ এলাকার লোকদের মধ্যে একে অপরের কর্তৃত প্রতিষ্ঠা নিয়ে দীর্ঘদিন স্ফুর্দ্ধ চলে আসছিল। এ সমস্যা নিরসনে রায়েরবাজার এলাকার সমাজসেবক মশিউর রহমান উদ্যোগী হন। তিনি উভয় এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে দীর্ঘ-আলাপ আলোচনার পর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। হাজারীবাগ এলাকার কিছুটা প্রভাব মেনে নিয়েও শর্তযুক্ত একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এতে দু এলাকার মারামারি বন্ধ হয় এবং রায়েরবাজার এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। /বেগজ পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম/

- ক. পৰিত্ব কাবাঘৰে রক্ষিত পাথৰটির নাম কী? ১
খ. মজলিস উস শুরা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্বীপকে মশিউর রহমান কেন চুক্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উক্ত সন্ধি ছিল মুসলমানদের জন্য প্রকাশ্য বিজয়" ব্যাখ্যা নিরূপণ করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৰিত্ব কাবাঘৰে রক্ষিত পাথৰটির নাম হাজারে আসওয়াদ।
খ 'শুরা' একটি আরবি শব্দ যার অর্থ পরামর্শ। মজলিস-উস-শুরা একটি মন্ত্রণাপরিষদ। প্রাক-ইসলামি যুগের দারুল নাদওয়ায় বয়োজ্যেষ্ঠ পরিষদ এর অনুকরণে রাসুল (স) একটি পরামর্শব্যবস্থা চালু রাখেন। যা পরবর্তীতে হজরত আবু বকর (রা) ও এই ব্যবস্থা অনুসরণ করেন। হজরত উমর (রা) এ ব্যবস্থাকে আধ্যানিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কারণ তিনি সব সময় বলতেন, পরামর্শ ব্যাতীত খিলাফত চলতে পারে না। এ গণতান্ত্রিক চেতনায় উন্মুক্ত হয়ে তিনি জনগণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং বৃহত্তাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করেন যা মজলিস-উস-শুরা নামে পরিচিত।

গ উদ্বীপকে মশিউর রহমান হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।
মহানবি (স) ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় হজ যাত্রায় কুরাইশদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষর করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ সন্ধির মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটে। উদ্বীপকে বর্ণিত চুক্তিতে অনুরূপ বিষয় লক্ষণীয়।

রায়েরবাজার ও হাজারীবাগ এলাকার লোকদের মধ্যে একে অপরের কর্তৃত প্রতিষ্ঠা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা স্ফুর্দ্ধ নিরসনে রায়েরবাজার এলাকার সেবক মশিউর রহমান হাজারীবাগ এলাকার কিছুটা প্রভাব মেনে নিয়ে শর্তযুক্ত একটি চুক্তি সম্পাদন করেন, এতে দু এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি হয়। একইভাবে মহানবি (স) মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করার আহবান জানান। কুরাইশদের বিভিন্ন শর্ত মেনে নিয়েও তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এ সন্ধির মাধ্যমে দশ বছর যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হওয়ায় মুসলমানগণ নিশ্চিতভাবে বসবাসের সুযোগ লাভ করে। এই সন্ধির ফলে কুরাইশরা মুসলমানদের ব্যতো জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হওয়ায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্বীপকের চুক্তিটি হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রতিরূপ।

ঘ হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য বিরাট সাফল্য বয়ে আনে বলে এটিকে প্রকাশ্য বিজয় বলা যথোর্থ।

হুদায়বিয়ার সন্ধির দু বছর পরেই মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের বিজয়ও পূর্ণতা লাভ করে। রাসুল (স)-এর সাথে মক্কার কাফিরদের সম্পাদিত এ চুক্তিটির ধারাগুলো পাঠ করলে মনে হবে এটি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত অপমানজনক। কিন্তু চরম সত্য হলো এ সন্ধির মাধ্যমেই মক্কার কাফিররা মহানবি (স), ইসলাম ও মুসলমানদের এক অপরাজিত শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

হুদায়বিয়ার এ সন্ধি চুক্তির মেয়াদ ছিল দশ বছর। তাই রাসুল (স) এ সময়ে নির্বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত সর্বত্র বিস্তৃতভাবে প্রদানের সুযোগ পান। এতে করে অধিক হারে লোকজন ইসলামকে জানতে পারে এবং অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে। এ চুক্তির ফলে মক্কাবাসীরা মদিনায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য নিঃসংকোচে ও নিরাপদে আসতে পারে।

তারা মদিনার মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং ইসলামের সৌন্দর্য অবলোকন করতে পারে। তারা মুসলমানদের এতটা উন্নতি ও উৎকর্ষের বার্তা মুক্ত পৌছে দেয়। ফলে ইসলামের প্রতি মক্কাবাসীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এভাবে অত্যন্ত দৃততার সাথে ইসলাম সম্প্রসারিত হতে থাকে। ফলে মাত্র দু বছরের ব্যবধানে ১৪০০ সাহাবির পরিবর্তে ১০,০০০ সাহাবি নিয়ে রাসুল (স) মক্কা বিজয় করেন। সে জন্যই হুদায়বিয়ার সন্ধিকে প্রকাশ্য বিজয় বলা যথোর্থ।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ আহমদ নগরে দীর্ঘদিন ধরে সামান্য বিষয় নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি চলে আসছিল। এ সময় এক সত্যবাদী যুবকের মনে এ বিষয়টি রেখাপাত করে। সে এটি নিরসনকরে সেখানকার উৎসাহী যুবকদের নিয়ে একটি শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংঘর্ষের শর্তাবলির মধ্যে অত্যাচারীকে দমন, অসহায়কে সাহায্য ও শান্তি নিরাপত্তাই ছিল প্রধান। /বেগজ পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম/

- ক. আরবদের গোত্র প্রধানকে কী বলা হতো? ১
খ. মিসরকে 'নীল নদের দান' বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্বীপকের আলোকে পাঠ্যবই এর সাদৃশ্যপূর্ণ শান্তি সংঘের বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. 'উক্ত সংঘের কার্যাবলি বর্ণনা করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরবদের গোত্র প্রধানকে শেখ বলা হতো।
খ মিসরীয় সভ্যতার বিকাশে নীলনদীই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছিল তাই মিসরকে নীলনদের দান বলা হয়।
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মিসরীয় সভ্যতার সূচনাকারী জনগণ পানির প্রাপ্ত্যা, নীলনদের দান কেন্দ্র করে কৃষি উৎপাদন, মাছ ধরে জীবিকানিবাহ পশুপালনের জন্য তৃণভূমির সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিষয়কে মাথায় রেখে নীলনদের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে বন্যায় নীলনদের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে পল জমা হতো এবং কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে মিসরীয় সভ্যতা সম্পূর্ণ লাভ করতে থাকে। তাই শ্রীক ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের জনক হেরোডেটাস মিসরের উৎকর্ষ দেখে নির্দিষ্টায় মিসরকে 'নীলনদের দান' বা 'The Gift of the Nile' বলে উল্লেখ করেছেন।

গ উদ্বীপকের আহমদ নগরের যুবকদের প্রতিষ্ঠিত শান্তি সংঘের সাথে ইসলামের ইতিহাসের 'হিলফুল ফুজুল' নামক শান্তি কমিটির মিল পরিলক্ষিত হয়।

সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় যুবকেরা কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে। মহানবি (স) তাঁর যুবক বয়সে একটি শান্তি সংঘ গঠন করে তার প্রমাণ রেখেছেন। উদ্বীপকেও মহানবি (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শান্তি সংঘের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্বীপকের আহমদনগরে অনুরূপভাবে বহুকাল ধরে সামান্য বিষয় নিয়ে বিরোধ চলছিল। এ অবস্থা দেখে গ্রামের কয়েকজন যুবক একটি শান্তিসংঘ গঠন করে। এ সংঘটি গ্রামে শান্তি বজায় রাখার পাশাপাশি মানবসেবার লক্ষ্যে কাজ করার ঘোষণা দেয়। ৫৮৫ থেকে ৫৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর কুরাইশ ও কায়েশ গোত্রের মধ্যে সংঘর্ষ চলে। আরবের নিয়মানুযায়ী নিষিদ্ধ মাসে এই গোত্রীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে এটিকে 'অন্যায় সমর' বা হরব আল-ফুজ্জার' বলা হয়। এই যুদ্ধের বিভীষিকায় মহানবি (স) অত্যন্ত ব্যাপ্তি হন। তাই তিনি আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। এটি 'হিলফুল-ফুজুল' নামে পরিচিত। অনুরূপভাবে এ সংগঠন অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, বণিকদের নিরাপত্তা প্রদান প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করেছিল।

ঘ উক্ত সংঘ অর্ধাং হিলফুল ফুজুল সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করে।

মহানবি (স) ছিলেন শান্তির দৃত। তাই বালক বয়সে যখন তিনি হারবুল ফুজ্জার যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখলেন তখন তার অন্তর মানবতার জন্য কেনে উঠল। এ প্রেক্ষিতেই তিনি সময়না কয়েকজন উৎসাহী যুবকদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন হিলফুল ফুজুল নামের শান্তিসংঘটি।

হিলফুল ফুজুলের সদস্যরা শপথ নেয় যে তারা-

১. দেশের আইনকানুন ও নিরাপত্তা বজায় রাখবে; ২. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সমস্ত প্রকার অন্যায় ও রক্তক্ষয়ী ঘূর্ণ বন্ধ করে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করবে; ৩. দুর্বল, নিঃস্ব, এতিম ও অসহায়কে সাহায্য করবে; ৪. মঙ্গলুম জনগণকে জালিমদের হাত থেকে রক্ষা করবে; ৫. বিদেশিদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন এবং ৬. সমস্ত প্রকার অন্যায়-অবিচার অবসানের জন্য চেষ্টা করবে।

হিলফুল ফুজুল নামক শাস্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা করে মহানবি (স) নবুয়ত প্রাণ্তির পূর্বে শাস্তিবাদী চিত্তা-চেতনার বাস্তব প্রতিফলন ঘটান।

পরিশেষে বলা যায় হিলফুল ফুজুলের শর্তগুলো ছিল মানব কল্যাণের রক্ষা করচৰূপ।

প্রশ্ন ৪৯ সারোয়ার সাহেবে মেয়েদের জন্য পোশাক কিনেন। পোশাক কিনার সময় তিনি নিজের মেয়ের পোশাক বাড়ির কাজের মেয়েদের জন্যও অনুরূপ পোশাক কিনেন এবং এতে তার স্ত্রী রেঁগে গিয়ে বলেন, ‘কাজের মেয়ের পোশাক নিজের মেয়ের মতো হতে পারে না।

ক. বেগুন পারলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম, বি. এ এফ সাইন কলেজ, চট্টগ্রাম/
ক. ‘মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ট’ উক্তিটি করা? ১

খ. ‘নহর-ই-জুবাইদা’ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সারোয়ার সাহেবের স্ত্রীর আচরণ বিদায় হজের কোন অংশের পরিপন্থ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বিদায় হজের ভাষণে সমাজে নারীদের কী মর্যাদা দেওয়া হয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ‘মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ট’ উক্তিটি মহানবি (স)-এর।

খ নহর-ই-জুবাইদা হলো খলিফা হারুন-অর-রশিদের স্ত্রী জুবাইদার অর্ধায়নে বন্দনকৃত একটি খাল।

হারুন-অর-রশীদ ৮০২ খ্রিষ্টাব্দে মহীয়সী জুবাইদা, আমীন ও মামুনকে নিয়ে মক্কায় হজ পালন করেন। এ সময় সম্মাজী জুবাইদা মক্কাবাসীর পানির কষ্ট দেখে ১৫,০০,০০০ দিনার ব্যয়ে সেখানে একটি খাল খনন করেন। এটা নহর-ই-জুবাইদা নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সারোয়ার সাহেবের স্ত্রীর আচরণ বিদায় হজের দাস-দাসীদের সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশের পরিপন্থ।

হয়রত মুহাম্মদ (স)-এর ঐতিহাসিক বিদায় হজের ভাষণ বিশ্বানবতা প্রতিষ্ঠায় একটি অসামান্য দলিল। ইসলাম সুমহান মর্যাদা ও উদারতার দ্বারা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে একত্রে বসবাসের লক্ষ্যে এক সুরক্ষকর পরিবেশ রচনার ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাপত্র। এ অনুরূপ ভাষণে তিনি দাসদাসীর প্রতি অন্যায় অবিচার দূর করে তাদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। উদ্দীপকে এর বিপরীত আচরণ পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সারোয়ার সাহেব মেয়েদের জন্য পোশাক কেনার সময় বাড়ির কাজের মেয়ের জন্য অনুরূপ পোশাক কিনেন। এতে তার স্ত্রী রেঁগে গিয়ে বলেন, ‘কাজের মেয়ের পোশাক নিজের মেয়ের মতো হতে পারে না।’ বিন্তু বিদায় হজের ভাষণে সকলের সমান অধিকারের কথা বলা হয়। মহানবি (স) ভাষণে দাস-দাসীদের প্রতি সর্বদা সদাচরণ করার নির্দেশ দেন। এছাড়া তিনি বলেন, তোমরা যা খাও, যে বস্তু পরিধান কর তাদেরকে অনুরূপ খাদ্য ও বস্তু দান কর। তারা যদি কখনো ক্ষমার অযোগ্য কোনো কাজ করে তবে তোমরা তাদেরকে মৃত্যু দান কর। স্বরণ রেখ, তারাও আল্লাহর সুচি এবং তোমাদের মতো মানুষ। উদ্দীপকে উল্লিখিত সারোয়ার সাহেবের স্ত্রীর বক্তব্যে এটিকে অবমাননা করা হয়। তিনি তার সন্তান এবং কাজের মেয়েকে আলাদা করে দেখেন- যা বিদায় হজের ভাষণে নিষেধ করা হয়। উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বিদায় হজের নির্দেশ উদ্দীপকের সারোয়ার সাহেবের স্ত্রীর আচরণে প্রতিফলিত হয়।

ঘ বিদায় হজের ভাষণে সমাজে নারীদের পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। প্রাক ইসলামি যুগের নারীদের কোনো মর্যাদাই ছিল না। মহানবি (স) তার বিদায় হজের ভাষণে নারীদেরকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। বিদায় হজে তিনি নারী পুরুষের সমানাধিকারের কথা ঘোষণা ও নারীদের প্রতি বিরুপ আচরণ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। উদ্দীপকে বর্ণিত সারোয়ার সাহেবে বিদায় হজের নির্দেশকে অনুসরণ করেই মেয়েদের সাথে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করেন।

মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণ ইসলামি সমাজনীতি ও মানব অধিকারের একটি দলিল। এ ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন, নারীর ওপর পুরুষের যতটুকু অধিকার আছে, পুরুষের ওপর নারীরও ঠিক ততটুকু অধিকার আছে। এ ঘোষণায় তিনি নারীদের সমান অধিকার প্রদান করে তাদের প্রতি অন্যায় অবিচার দূর করেন। তিনি সকল প্রকার অবৈধ বিবাহ প্রথা বাতিল করে বৈধ বিবাহের প্রচলন করেন এবং মোহরানা প্রথা প্রবর্তন করে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের নিকট সেই শ্রেষ্ঠ যে তার স্ত্রীর নিকট শ্রেষ্ঠ।’ মায়ের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তিনি ঘোষণা করেন ‘মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।’ জাহেলি যুগের কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য তিনি বিদায় হজের ভাষণে উল্লেখ করেন, ‘যার প্রথমে কন্যা সন্তান হবে সে ভাগ্যবান।’

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিদায় হজের ভাষণে নারীদের সম্পর্কে প্রচলিত সকল কুসংস্কার দূর করে তাদের উপর্যুক্ত সম্মানের আসনে আসীন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪০ ঢাকা শহরের নবনির্বাচিত মেয়ের প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষা একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সামাজিক পরিবেশ স্বাভাবিক ও সুস্থ রাখার জন্য ৩০ ধারা সম্বলিত একটি সর্বপালনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করেন। ফলে শহরের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও সম্প্রদায়ের এক্যমত ও আশা-আকাঞ্জলির প্রতিফলন ঘটে। সকল নাগরিক অধিকারের পাশাপাশি মানব অধিকারও নিশ্চিত হয়।

ক. বেগুন পারলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম, বি. এ এফ সাইন কলেজ, চট্টগ্রাম/

ক. বদর যুদ্ধে মুসলমানদের কতজন শহিদ হন? ১

খ. হিজরত কী মহানবি (স)-এর মৃত্যু থেকে পলায়ন হিল? ২

গ. উদ্দীপকে মেয়ের কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার সাথে মদিনা প্রজাতন্ত্রের কোন নীতিমালার সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. যুদ্ধ সম্মুখীন গোত্রগুলোকে একত্রিত করে একটি জাতিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে উত্ত নীতিমালার ভূমিকা কী? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের ১৪ জন সৈন্য শহিদ হন।

খ মুহাম্মদ (স) এর হিজরত পলায়ন হিল না।

হিজরত শব্দের অর্থ প্রস্থান বা গমন। হিজরতকে পলায়ন বলা যায় না। কারণ ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করার কতিপয় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মহানবি (স) মদিনায় হিজরত করেন। মূলত মৃত্যুর রাজনৈতিক প্রতিকূল পরিবেশ। ভৌগোলিক কারণে মৃত্যুর রাজনৈতিক প্রভাব প্রভৃতি কারণে মহানবি (স) স্বদেশবাসীর কাছে সম্মানিত হননি। অন্যদিকে শস্য শ্যামল মদিনার অধিবাসীরা চিতাশীল হিল। এমতাবস্থায় আল্লাহর নিকট থেকে প্রত্যাদেশ লাভ তথা আল্লাহর নির্দেশ মহানবি (স) মদিনাবাসীর আমন্ত্রণে মদিনায় হিজরত করেন যাকে কোনভাবেই পলায়ন বলা যায় না।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঢাকা শহরের মেয়েরের প্রণীত নীতিমালার সাথে মদিনা প্রজাতন্ত্রের মদিনা সনদের নীতিমালার সামঞ্জস্য রয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান মদিনা সনদে। মদিনায় বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্য ও সজ্ঞাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হয়রত মুহাম্মদ (স)-এ সনদ প্রণয়ন করেন। সকল সম্প্রদায়ের অধিকার ও আশা-আকাঞ্জলির প্রতীক মদিনা সনদের প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকে বর্ণিত নীতিমালায়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ঢাকা শহরের নবনির্বাচিত মেয়ের প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সামাজিক পরিবেশ স্বাভাবিক ও সুস্থ রাখার জন্য ৩০টি ধারা সম্বলিত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন, যেটিতে সকল নাগরিক অধিকারের পাশাপাশি মানব অধিকার রক্ষিত হয়। একইভাবে মহানবি (স) মদিনা ও তার আশপাশে বসবাসকারী মুসলিম, ইহুদি, খ্রিস্টান ও পৌতলিকদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে সকল জাতির জন্য একটি আন্তর্জাতিক সনদ প্রণয়ন করেন, যা বিশ্ব ইতিহাসে ‘মদিনা সনদ’ নামে পরিচিত। এ সনদে তিনি ৪৭টি ধারা সংযোজন করেন যার সরকারিই ছিল মানুষের শাস্তি, সমৃদ্ধি ও অধিকারের রক্ষাকর্তৃ। এ

সনদে সকল সম্প্রদায়কে সমান অধিকার প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়। এছাড়াও এ সনদে রক্তপাত, হত্যা, বলাচার প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দুর্বল, অসহায়কে সর্বতোভাবে সাহায্য করার আহ্বান জানানো হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে বর্ণিত নীতিমালায় মদিনা সনদে সংযোজিত কিছু ধারা প্রতিফলিত হয়েছে।

৭ কলহে লিপ্ত গোত্রগুলোকে একত্র করে একটি জাতিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালা তথা মদিনা সনদ অসম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান- মদিনা সনদে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সন্তোষ প্রতিষ্ঠার মহান শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। সকলের অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি সুস্থ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের যাবতীয় দিকনির্দেশনা রয়েছে এ সনদে। এ সুস্থান শিক্ষাকে ধারণ করে যুগে যুগে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ ন্যায় ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন। উদ্দীপকে বর্ণিত মানবাধিকার সনদও মানুষকে এ ধরনের শিক্ষায় উন্নিষ্ঠ করে।

ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদের গুরুত্ব অত্যধিক। এ সনদ মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ভাতৃত্বের বন্ধনে আবন্ধন করে হিংসা, হৃষে ও কলহের অবসান ঘটায়। অসাম্প্রদায়িক চেতনার এ সুস্থান শিক্ষা উদ্দীপকে বর্ণিত নীতিমালায়ও লক্ষ করা যায়। ৩০ ধারা সম্প্রলিপ্ত এ নীতিমালার অবসানের ফলেই ঢাকা শহরের সকল সম্প্রদায় ঐক্যবন্ধ জাতিতে পরিণত হয়। মদিনা সনদও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করে তুলনাবিহীন রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় অপরিসীম অবসান রাখে। এ সনদ শতধিবিভক্ত মদিনাবাসী তথা মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ঐক্যবন্ধ হবার শিক্ষা দেয়। মদিনার আউস ও খায়রাজ গোত্রের মিলন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ সনদের মাধ্যমে দীর্ঘকালব্যাপী সংঘটিত বুয়াসের যুদ্ধের অবসান হয় এবং রক্তপাতের স্থলে শান্তির ধারক হয়ে মদিনাবাসী একটি সুশৃঙ্খলাবন্ধ জাতিতে পরিণত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সাম্য, শান্তি, শৃঙ্খলা, ঐক্য প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টিতে হিসেবে মদিনা সনদের তাৎপর্য অপরিসীম।

প্রমাণ ৪১ ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে বাগমারা ও পশ্চিম গাঁও এর মধ্যে বারবার মারামারি হচ্ছিল। ফলে পশ্চিম গাঁও এর লোকজন বাগমারায় প্রবেশ করতে পারছিল না। পরিস্থিতি যখন চৱম পর্যায়ে তখন পশ্চিম গাঁও এর মোড়ল সম্বিধির প্রস্তাব দেয়। বাগমারার অধিবাসীরা পশ্চিম গাঁও এর অধিবাসীদের উপর কভা শর্ত চাপিয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও পশ্চিম গাঁও এর মোড়ল এলাকাবাসীর স্বার্থে সম্বিধি প্রস্তাবে সম্মত হয়।

/বাস্পরবান ক্যাটলমেট প্রাবলিক স্কুল ও অসম/

ক. মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সংস্কারক কে? ১

খ. বদরের যুদ্ধে হয়েরত মুহাম্মদ (স) বন্দীদের কী বৃপ্ত মহানুভবতা প্রদর্শন করেছিলেন। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্বিধির সাথে মদিনা প্রজাতন্ত্রের কোন সম্বিধি সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সম্বিধি প্রকাশ্য বিজয় বলে অভিহিত করার ঘোষিতক বিশেষণ করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সংস্কারক হলেন হয়েরত মুহাম্মদ (স)।

খ বদরের যুদ্ধে বন্দিদেরকে সহজ শর্তে মুক্তি দিয়ে মহানবি (স) উদার মহানুভবতা প্ররিচয় দেন।

বদরের যুদ্ধে যুদ্ধবন্দি হিসেবে যারা মুসলমানদের হাতে নিপত্তি হন তাদের প্রতি মহানবি (স) উদার আচরণ করেন। বন্দিদের মধ্যে সামর্থ্যবানদের ৪ হাজার দিনহাম মুক্তিপেরে বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর যারা মুক্তিপের দানে অসমর্থ ছিলেন তাদেরকে মুসলমানদের বিবেচিতা না করার এবং মুসলমানদের বাসক্ষেত্রের শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। আর এভাবেই যুদ্ধবন্দিদের প্রতি মহানবি (স) মহানুভবতা প্রদর্শন করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্বিধির সাথে মদিনা প্রজাতন্ত্রের হুদায়বিয়ার সম্বিধির সাদৃশ্য রয়েছে।

ইসলাম ও পৃথিবীর ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সম্বিধি এক যুগান্তকারী ঘটনা। মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশে বাধা প্রদানের প্রেক্ষিতে উভয়পক্ষের মধ্যে মুখ্য বিবোধ তুঙ্গে ওঠে সেই মুহূর্তে কুরাইশরা মহানবি (স)-এর সাথে সম্বিধি করতে সম্মত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় হুদায়বিয়ার সম্বিধি স্বাক্ষরিত হয়। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে বিবোধের জের ধরে পশ্চিমগাঁও এর লোকজন বাগমারায় প্রবেশ করতে পারছিল না। এবৃপ্ত পরিস্থিতিতে কঠোর শর্ত সত্ত্বেও পশ্চিমগাঁও এর মোড়ল বাগমারার সঙ্গে এক সম্বিধি সম্মত হয়। অনুরূপভাবে মদিনায় হিজরতের পর দীর্ঘ ছয় বছর মহানবি (স) ও তার অনুসারীরা মক্কা দর্শন ও হজ পালন করেননি। এজন্য মহানবি (স) তার ১৪০০ জন সাহবি নিয়ে আফ্টম হিজরির জিলকদ মাসের ২৫ তারিখে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু কুরাইশরা মহানবি (স)-এর আগমনের সংবাদ পেয়ে ‘সতুওয়া’ নামক স্থানে প্রতিরোধ গড়ে। ফলে মহানবি (স) মক্কার নয় মাইল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। এ অবস্থায় তিনি কেমান (রা)-কে শাস্তির প্রস্তাব নিয়ে কুরাইশদের শিবিরে পাঠালে তার আটক হওয়ার পুজুর রটায়। ফলে মুসলমানগণ এর প্রতিশোধ নেওয়ার কঠোর শপথ করলে কুরাইশরা ভীত হয়ে মহানবি (স) এর সাথে হুদায়বিয়ার সম্বিধি স্বাক্ষর করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।

৭ উক্ত সম্বিধি অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সম্বিধিকে প্রকাশ্য বিজয় বলে অভিহিত করা সম্পূর্ণরূপে ঘোষিত। হুদায়বিয়ার সম্বিধির মাঝে ইসলামের সর্বাঙ্গিক বিজয় সংকেত লুকায়িত ছিল। এ সম্বিধি স্বাক্ষর করে মহানবি (স) আসাধারণ প্রজ্ঞা ও কঠোরের দক্ষতার পরিচয় দেন। এ চুক্তি বিশ্বে মুসলমানদের একটি স্থায়ী অবস্থান তৈরি করে। তাই কুরআনে এ চুক্তিকে ‘ফাতহুয় মুবিন’ বা প্রকাশ্য বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হুদায়বিয়ার সম্বিধি মুসলমানদের জন্য শ্রেষ্ঠ বিজয়। আপাতদৃষ্টিতে এ সম্বিধি কুরাইশদেরই অনুকূলে সম্পাদিত হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু দূরদৃষ্টিতে বিচার করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এটি সর্বোত্তমভাবে মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে হয়েছিল। এ চুক্তিটি মুসলমানদেরকে একটি স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা দান করে। মুসলমানরা যে একটি বৃত্ত শক্তি তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এ চুক্তির মাধ্যমেই কুরাইশরা মহানবি (স)-কে একজন মহান নেতা এবং মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে মেনে নেয়। হুদায়বিয়ার সম্বিধির মাধ্যমে দশ বছর যুদ্ধবিশ্রাহ বন্ধ হওয়ায় মুসলমানগণ নিশ্চিন্তভাবে বসবাস করার সুযোগ লাভ করে। এ সম্বিধির ফলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের পথ দিন দিন প্রশস্ত হতে থাকে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। ইসলামের শ্রেষ্ঠ বীর ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায়। হুদায়বিয়ার সম্বিধির ফলেই মুসলমানরা বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করে। এছাড়াও হুদায়বিয়ার সম্বিধি ইসলামের ও মুসলমানদের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুযোগ বয়ে আনে।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, হুদায়বিয়ার সম্বিধি ছিল মুসলমানদের জন্য প্রকাশ্য বিজয়।

প্রমাণ ৪২ তাহসিন, রানার কাছ থেকে জানতে পারে পৃথিবীতে প্রথম লিখিত সংবিধান ছিল সকল ধর্মের প্রতি শ্রম্ভাবোধ। সকল গোত্রের প্রতি সহনশীলতা এবং ম্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার অপূর্ব নির্দর্শন। এই সংবিধানের প্রতিটি ধারাকে আজও মানুষ শ্রম্ভাব সাথে স্থরণ করে।

/বাস্পরবান ক্যাটলমেট প্রাবলিক স্কুল ও অসম/

ক. মদিনা সনদে কয়টি ধারা ছিল? ১

খ. মদিনা সনদকে পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতার ক্ষেত্রে মদিনা সনদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মদিনা সনদের তাৎপর্য নিরূপণ করো। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মদিনা সনদে ৪৭টি ধারা ছিল।

৩. ঐতিহাসিক তথ্য মতে, মদিনা সনদই বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান। হ্যারত মুহাম্মদ (স)-এর পূর্বে কোনো প্রশাসক বা নবি তাঁর জাতিকে লিখিত সংবিধান দিতে পারেননি। তাদের মুখ্যটীরিত বাণীই ছিল আইন। কিন্তু হ্যারত মুহাম্মদ (স) তাঁর সনদের ভিত্তিতে বিশ্ব মানুষকে প্রতির বন্ধনে আবন্ধ করে তাঁর প্রেষ্ঠত্ব বহন করেছেন। তাই মদিনা সনদকে বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান বলা হয়।

৪. উদ্দীপকে বর্ণিত সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা স্থাপনের ক্ষেত্রে মদিনা সনদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সহনশীলতা অর্থ সহজ করার ক্ষমতা। অপরের মতামত, বিশ্বাস প্রভৃতির প্রতি বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ না করে সেগুলোকে সম্মান করাকে সহনশীলতা বলে। এটি একটি মহৎ গুণ। শান্তিপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে এর কোনো বিকল নেই। পৃথিবীর প্রথম সংবিধান হিসেবে পরিচিত মদিনা সনদে মহানবি (স) সহনশীলতার অপূর্ব নির্দশন স্থাপন করেন। উদ্দীপকের রানার কাছ থেকে তাহসিন জানতে পারে যে পৃথিবীর প্রথম সংবিধান তখন মদিনা সনদে সব গোচের প্রতি শান্ত্বাবোধ ছিল। মহানবি (স) প্রশিদ্ধ এ সংবিধানে সব সম্প্রদায়কে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এতে বলা হয় কেউ কারো ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। মদিনার ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌরাণিক, মুসলমানসহ সকলে মিলে একটি অভিন্ন উম্মাহ বা জাতি গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়। অন্যের ধর্মের প্রতি সহনশীলতা থাকার কারণেই রাসূল (স) মদিনা সনদে ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারাটি যুক্ত করেন। সুতৰাং বলা যায় ধর্মীয় সহনশীলতা স্থাপনের ক্ষেত্রে এ সনদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫. রাসূল (স)-এর উক্ত কর্মপ্রক্রিয়া অর্থাৎ মদিনা সনদের মাধ্যমে মদিনায় ইসলামি প্রজাতন্ত্রের একটি নতুন জাতি প্রতিষ্ঠা করেছিল।
মহানবি (স) তাঁর সংবিধানের ভিত্তিতে বিশ্বের মানুষকে প্রতির বন্ধনে আবন্ধ করেন, যা জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে আত্মত্ববোধ ও সম্প্রতির বন্ধনময় এক তুলনায়ীন রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। আর প্রতিষ্ঠিত হয় মহান আঘাতের সার্বভৌমত্ব ও বিস্তৃত হয় ইসলামি জাতীয়তাবোধ।
মহানবি (স)-এর প্রচেষ্টাতেই মদিনার সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়। ঐতিহাসিক P. K. Hitti বলেন, ‘মুহাম্মদ তাঁর সংক্ষিপ্ত নশ্শির জীবনে সন্তানবাহীন উপাদান থেকে এমন এক জাতির উত্তর ঘটিয়েছিলেন, যারা আগে কখনও ঐক্যবন্ধ ছিল না। আর তাদের মাধ্যমে এমন একটি দেশের সৃষ্টি করেছিল, যা কেবল একটি ভৌগোলিক সীমা বোঝাত কিন্তু জাতীয় চরিত্র বলতে কিছু ছিল না।’ আর এ মদিনার ইসলামি প্রজাতন্ত্র বিশ্ব ভাত্তাতে যে মহিরুহ ছড়িয়ে দিয়েছিল তা সারাবিশ্বে ইসলামের কেতন উভিয়ে স্বমহিমায় সুদৃঢ়ত্ব অবস্থান গ্রহণ করেছে। মহানবি (স) রাজনৈতিক প্রজাতির প্রেষ্ঠত্ব সেই মুসলিম জাতি কালক্রমে আরব ভূমি অতিক্রম করে সারাবিশ্বে প্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে সমর্থিক পরিচিত হয়েছে।
পরিশেষে বলা যায়, মদিনা সনদের ধারাগুলো বাস্তবায়ন করে মহানবি (স) ইসলাম ধর্মের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে একটি নতুন জাতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রবন্ধ ৪৩ এনভার তাঁর দাদার কাছ থেকে মুসলমানদের এক যুদ্ধের ইতিহাস শুনছিল। এই যুদ্ধে মহানবি (স) তাঁর দুটি দাঁত হারান। যুদ্ধজয় যখন সুনিশ্চিত, তখন মুসলিম বাহিনী মহানবি (স)-এর আদেশ অমান্য করে লুটতরাজে যোগ দেয়। ইত্তেজা মুসলিম বাহিনী শত চেটায়ও আর একত্রিত হতে পারল না। পরাজিত হয়ে মুসলিম বাহিনী পলায়ন করতে লাগলো।

ক. মহানবি (স)-এর দুটি দাঁত শহিদ হয় কোন যুদ্ধে?

খ. কুরাইশগণ কোন গুজবের কারণে উহুদের যুদ্ধপ্রাত্মক ত্যাগ করে? ২

গ. উদ্দীপকে কোন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে উক্ত যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হতো না? তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মহানবি (স)-এর দুটি দাঁত শহিদ হন উহুদ যুদ্ধে।

খ. কুরাইশগণ রাসূল (স) শহিদ হয়েছেন এই গুজবের কারণে উহুদের প্রাত্মক ত্যাগ করে।

উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর প্রতাক্কাবাহী মুসাব শহিদ হলে একটি গুজব রটে যে মুহাম্মদ (স) যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। এ সংবাদ পেয়ে কুরাইশরা উহুদ যুদ্ধ প্রাত্মক ত্যাগ করে।

গ. উদ্দীপকে উহুদের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকের এনভার তাঁর দাদার কাছ থেকে মুসলমানদের একটি যুদ্ধের ইতিহাস জানতে পেরেছে। এই যুদ্ধে মুসলমানরা মহানবি (স)-এর আদেশ অমান্য করেছিল এবং মহানবি (স) তাঁর দুটি দাঁত হারান। এ থেকে বোঝা যায় যুদ্ধটি উহুদের যুদ্ধ।

বদরের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করার পর কুরাইশগণ হতোদায় হয়ে পড়ে। কিন্তু মদিনার স্বার্থপর ইহুদিগণ কাব্য রচনার মাধ্যমে এবং কুমতুণার মাধ্যমে আবার কুরাইশদের উত্তেজিত করে তোলে। ফলে প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে গিয়ে কুরাইশগণ আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ৬২৫ সালের ২১ মার্চ মোট ৩০০০ সৈন্যসহ মদিনার ৫ মাইল পশ্চিমে উহুদ নামক স্থানে উপস্থিত হন। হ্যারত মুহাম্মদ (স) ৭০০ মুজাহিদ নিয়ে উহুদের প্রাত্মকে উপস্থিত হন। ফলে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মহানবি (স) তাঁর দুটি দাঁত হারান। যুদ্ধজয় যখন সুনিশ্চিত তখন মুসলিম বাহিনী মহানবি (স) আদেশ অমান্য করে সুটতরাজে যোগ দেয়। ইত্তেজা মুসলিম বাহিনী মহানবি (স) আদেশ অমান্য করে সুটতরাজে যোগ দেয়। অবশ্যে পরাজিত হয়ে তারা পলায়ন করতে বাধ্য হলো।

ঘ. উদ্দীপকে এনভার দাদার বর্ণিত যুদ্ধে অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধে নেতার আদেশ মান্য, সৈনিকদের অলসতা দূর, বস্তুবাদী ঘনোবৃত্তি দূর, অশ্বারোহী বাহিনী বৃদ্ধি, সৈনিকদের লোভ-লালসা ত্যাগ এবং সৈনিকরা নিষ্ঠার সাথে যুদ্ধ করলে মুসলমানদের পরাজয় হতো না।

যুদ্ধক্ষেত্রে সুষ্ঠু রগকোশল যেমন প্রয়োজন, তেমনি নেতার আদেশ ঠিকমতো মেনে চলাটাও অপরিহার্য। অন্যায়ের বিবৃত্যে জয়ী হওয়ার জন্য প্রাপ্তব্য লড়াই করাটাও দরকার। এসব কিছুর সমন্বয় না হলে যুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য।

উহুদের যুদ্ধে সৈনিকগণ যদি মুহাম্মদ (স)-এর আদেশ মান্য করে নিয়মানুবর্তিতার সাথে যুদ্ধ করত তাহলে মুসলমানদের জয় সুনিশ্চিত হিল। এছাড়াও তীরন্দাজ বাহিনী যদি যুদ্ধক্ষেত্রে লোডের বশবতী হয়ে অবহেলা না করে আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করত তাহলে মুসলমানরা পরাজিত হতো না। সৈনিকরা যদি সুটতরাজে এত বেশি ব্যস্ত না থেকে সত্ত্বেও জন্য লড়াই করতে আগ্রহী হতো তাহলেও এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় সুনিশ্চিত হিল। তাছাড়া খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে কুরাইশ অশ্বারোহী বাহিনী ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। অপরদিকে মুসলমানদের অশ্বারোহী বাহিনী ছিল একেবারেই নগণ্য। যদি মুসলমানরা অশ্বারোহী বাহিনী বৃদ্ধি করে কুরাইশ বাহিনীকে আক্রমণ করত তাহলে মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত হিল।

পরিশেষে বলা যায়, উহুদ যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যদের ভুলগুলো না হলেই তারা সহজেই জয়লাভ করতে পারত।

প্রবন্ধ ৪৪ আমাদের ইতিহাস শোনার এক পর্যায়ে ফাহিম তাঁর মামাকে জিজেস করে, ‘মুন্তিযুদ্ধের সময় কি আপনাদের গ্রাম আক্রান্ত হয়েছিল?’ উত্তরে মামা বললেন, আশ-পাশের প্রায় সকল গ্রাম আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু আমরা আমাদের গ্রামকে রক্ষা করতে পেরেছিলাম। ফাহিম আবাক চোখে এ বিষয়টি জানতে চাইলে মামা বললেন, আমরা গ্রামে প্রবেশের একমাত্র সেতুটি ভেঙ্গে দিয়েছিলাম। এতে গ্রামটি বিছুর হয়ে যায়। শত্রুপক্ষ শত চেষ্টা করেও গ্রামে প্রবেশ করতে পারেনি। এভাবে আমাদের গ্রামটি রক্ষা পায়।

ক. বদরের যুদ্ধ কোন সালে সংঘটিত হয়?

খ. উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের মূল কারণটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ইসলামের ইতিহাসের কোন যুদ্ধে উদ্দীপকের অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মদিনা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়—তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

ক ৬২৪ সালে বদরের যুদ্ধে সংঘটিত হয়?

খ উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের প্রাজ্যের প্রধান কারণ ছিল নেতার আদেশ অমান্য করা।

যুদ্ধে জয়লাভের ফেতে নেতার নির্দেশ পুঁজানপুঁজি অনুসরণ করা অভ্যাস্যক। কিন্তু ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত উহুদের যুদ্ধে রাসুল (স) আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের নেতৃত্বে ৩০ জন তীরন্দাজ সৈন্যকে উহুদ ও আইনাইন পর্বতের মাঝামাঝি সংকীর্ণ গিরিপথে নিয়োজিত করে চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতে বলেন। কিন্তু সৈন্যরা গণিমতের (যুদ্ধবল সম্পদ) মাল সংগ্রহের জন্য গিরিপথ থেকে সরে যায় এবং তারা কিছুটা বিশুল্ভুল হয়ে পড়ে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কুরাইশরা সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে এ পথ দিয়ে আক্রমণ করলে মুসলমানরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ফলে এ যুদ্ধে মুসলমানদের প্রাজ্য ঘটে।

গ সূজনশীল ও এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ সূজনশীল ও এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে। দেশের প্রতিটি নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সামাজিক, পরিবেশ সুষ্ঠু স্বাভাবিক রাখতে রাষ্ট্র প্রধান বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সম্প্রদায়ের প্রধানদের ঐক্যমত্ত্বের ভিত্তিতে একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন। এতে ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে সকল ধর্মাবলম্বী স্ব স্ব ধর্ম-নির্বিশেষ প্রতিপাদন করতে পারবে এই বলে নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

(সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট)

ক. মদিনার পূর্ব নাম কী? ১

খ. হুদায়বিয়ার সন্ধিকে কেন 'ফাতহুম মুবিন' বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সংবিধান প্রণয়নের সাথে ইসলামের ইতিহাসের কোন পদক্ষেপের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়টি ইসলামের ইতিহাসে উল্লিখিত পদক্ষেপটির পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি— তুমি কি এক যত? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মদিনার পূর্ব নাম ইয়াসরিব।

খ হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মুসলমানরা স্থায়ী রাজনৈতিক ঘর্যাদা লাভ করায় এটিকে ফাতহুম মুবিন বা মহান বিজয় বলা হয়।

আপাতদৃষ্টিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের অনুকূলে না থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বিজয় হয়েছিল। কারণ এই সন্ধির স্বারূপ কুরাইশরা মহানবি (স)-কে মহান নেতা ও মদিনার প্রধান হিসেবে মেনে নেয়। আর মহানবি (স)-এর বিচক্ষণতার এই সন্ধি মুসলমানদের ঘৃত্ত্ব পরিচয় এনে দিয়েছিল, যা ছিল মুসলমানদের প্রকৃত বিজয়।

গ সূজনশীল ১০ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ হ্যা, উদ্দীপকে ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়টি ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সন্দের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব প্রথম লিখিত সংবিধান মদিনা সন্দে সকল ধর্মাবলম্বী স্ব স্ব ধর্ম পালন করার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। ইসলামি আদর্শের আলোকে ঐতিহাসিক সন্দের ধারাগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি মদিনা সন্দে প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ঘটনার প্রতিচ্ছবি।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন। এই সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। যেখানে প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের নিশ্চয়তা পায়। একইভাবে মদিনায় অবস্থিত বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ধর্ম পালনের নিশ্চয়তা মদিনা সন্দে প্রদান করেন। যেখানে প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ধর্ম পালনের

স্বাধীনতা পায়। কেননা মদিনা সন্দে শতধারিভুক্ত মদিনাবাসী মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। হিংসা-বিষ্ণেব ভূলে পরম্পরাকে বিপদে-আপদে পাশে থাকতে অনুপ্রাণিত করে। এই সন্দের ৪৭টি ধারা সংযোজন করলে যার সরকারি মান্যের শাস্তি, সম্মতি ও অধিকার রক্ষা করে। এ সন্দে ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ সমস্ত ক্ষেত্রে সমান অধিকার ও স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ মোহনপুর ও রসুলপুরের জমিদাররা ধর্মীয়, বাণিজ্যিক ও আভিজাত্যের কারণে প্রায় সময়ই যুদ্ধে লিপ্ত হত। এক পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত ছিল উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই রসুল পুরের জমিদার মোহন পুরের জমিদারের ওপর আক্রমণ করে চুক্তি ভঙ্গ করে। ফলে মোহনপুরের জমিদার রসুল পুরের জমিদারী দখল করে নেয়।

/কাটিনফেট কলেজ, মুগের/

ক. খন্দক শব্দের অর্থ কী? ১

খ. উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চুক্তির সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন চুক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? বুঝিয়ে বল। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঞ্জিতকৃত তোমার পাঠ্য বইয়ের চুক্তিটিকে 'মহাবিজয়' বলা হয়েছে পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খন্দক শব্দের অর্থ— পরিথা।

খ মরুজীবনের প্রধান সহায়ক বাহন হওয়ায় উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

আরবের অধিকাংশ অঞ্চলই মরুভূমি। আর উৎপন্ন মরু অঞ্চলে উট চলাচলের একমাত্র উপযোগী প্রাণী। তাই অধিনেতৃত ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় মরুভূমি আরবে এটি সর্বাধিক গৃহপালিত প্রাণী। মরুবাসীরা খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ, যোগাযোগ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান বাহন হিসেবে উটকে ব্যবহার করে। তাই একে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চুক্তির সাথে আমার পঠিত হুদায়বিয়ার সন্ধির সাদৃশ্য রয়েছে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি মহানবি (স)-এর জীবনে Land Mark বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মাতৃভূমি মুক্তা থেকে হিজরতের পর দীর্ঘ ছয় বছর পর জিলকদ মাসের ২৫ তারিখ ১৪০০ সালাবিসহ মহানবি (স) মুক্তার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু কুরাইশরা এ সংবাদ পেয়ে-মুক্তায় 'যতুওয়া' নামক স্থানে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, যাতে মহানবি (স) ও তাঁর অনুসারীগণ মুক্তায় প্রবেশ করতে না পারে। মহানবি (স) তাদের দূরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে তাদের কাছে দৃত পাঠায় যে, তারা শুধু হজ করার উদ্দেশ্যেই মুক্তায় এসেছে। কুরাইশরা মহানবি (স)-এর সততায় বিশ্বাস স্থাপন করে রাসুল (স)-এর কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। প্রথম বার আলোচনা ব্যর্থ হলে রাসুল (স) প্রথমে খোরাস ও পরে ওসমান (রা)-কে শাস্তির প্রস্তাব নিয়ে কুরাইশদের নিকট পাঠান। তারা ওসমান (রা)-কে আটক করে রাখলে মুসলিম শিবিরে রব ওঠে যে ওসমানকে হত্যা করা হয়েছে। মুসলমানগণ ওসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে বজ্রকঠিন শপথ গ্রহণ করে। কুরাইশ ভয় পেয়ে ওসমানকে মুক্ত দেয় এবং সুহায়েল বিন আমরকে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে পাঠায়। এ প্রেক্ষিতে ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে কুরাইশ ও মহানবি (স)-এর মধ্যে ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। উদ্দীপকে দেখা যায় মোহনপুর এবং রসুলপুরের জমিদারগণ তাদের ধর্মীয়, বাণিজ্যিক এবং আভিজাত্যের বন্ধের জন্য সন্ধি করে। হুদায়বিয়ার সন্ধিতেও দশ বছরব্যাপী যুদ্ধ বিরতির শর্ত ছিল।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের বর্ণনায় হুদায়বিয়ার সন্ধিরই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

৪ বাহ্যিক দৃষ্টিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের পরাজয়কে তুলে ধরলেও পরোক্ষভাবে এটি ছিল মুসলমানদের জন্য মহাবিজয়।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের ব্রাহ্মের পরিপন্থ বলে মনে হলেও দূরদৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এ সন্ধি মুসলমানদের অনুকলে সম্পাদিত হয়েছিল। ইসলামের সর্বাত্মক বিজয় সংকেত এতে লকায়িত ছিল। সন্ধি বাস্তুর করে মহানবি (স) অসাধারণ প্রস্তা ও কৃতৈনিতিক দক্ষতার পরিচয় দেন। এ চুক্তি বিশে মুসলমানদের একটি স্থায়ী অবস্থান তৈরি করে। তাই পৰিজ্ঞ কুরআনে এ চুক্তিকে ‘ফাতহুম মুবিন’ বা প্রকাশ্য বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

বাধীন ও অবাধ গতিবিধির ফলে অনেক গোত্র ইসলাম ধর্ম দীক্ষিত হল ইসলামের শক্তি উত্তোলনের বৃন্থি পেতে থাকে। হয়রত মুহাম্মদ (স) আরব দেশের বাইরে সিরিয়া, মিসর, পারস্য, আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশে এবং আরব দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গোত্রগুলির নিকট দৃঢ় প্রেরণ করেন। উপরতু কুরাইশগণ নিরপেক্ষ হয়ে পড়ায় মহানবি (স)-ইসলামের জাতশক্তি খাইবারের ইত্তদীনের শান্তি দেওয়ার সুযোগ পেলেন। এর ফলে একদিকে হয়রতের ক্ষমতা বৃন্থি; অপরদিকে কুরাইশদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে লাগল। এভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের অনুকলে থাকায় ইসলাম ধর্ম ও ব্রাহ্ম হিসেবে আরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাহিবিশে এর সম্প্রসারণে সহায়তা করে।

পরিশেষে বলা যায়, বৃহৎ বিজয়ের পথ তৈরিতে ‘হুদায়বিয়ার সন্ধি’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এ সন্ধি ছিল ইসলামের “মহাবিজয়” বা “প্রকাশ্য বিজয়”।

প্রশ্ন ৪৭ বাংলাদেশের বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য চলাচলের পথে গর্ত খনন এবং পুল কালভার্ট ডেজে রাখত। এটি যুদ্ধের একটি অন্যতম কৌশল। ফলে বাংলাদেশের বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ সহজ হয়।

/ক্যাটলেনের কলেজ, কল্পনা/

- ক. হুদায়বিয়ার সন্ধির লেখক কে ছিলেন? ১
- খ. তাবুক অভিযানকে কর্তৃত যুদ্ধ বলা হয় কেন? ২
- গ. উর্মাপকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত কোন যুদ্ধের মিল পাওয়া যায়- ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'জয় লাভের জন্য যুদ্ধ কৌশল মুখ্য ভূমিকা পালন করে, পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।' ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হুদায়বিয়ার সন্ধির লেখক হয়রত আলী (রা)।

খ চলমান দুর্ভিক্ষ ও প্রতিকূল পরিবেশের কারণে তাবুকের যুদ্ধকে 'গাজওয়াতুল ওসারাখ' বা কর্তৃত যুদ্ধ বলা হয়।

মহানবি (স) যখন তাবুক অভিযান প্রেরণ করেন তখন সমগ্র আরবে দুর্ভিক্ষ চলছিল। ফলে যুদ্ধের জন্য অর্থ, বাদ্যযন্ত্র ও সামরিক রসন সংগ্রহ করা কষ্টকর হয়েছিল। তাহাতা সে সময় ছিল প্রথম রৌদ্রতাপ। ফলে তাবুক অভিযান ছিল মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কর্তৃত।

ঘ সূজনশীল ২২ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ খন্দকের যুদ্ধে মহানবি (স)-এর গৃহীত রণকৌশল অর্ধাং মুসলমানদের পরিখা খনন করার মতো কৌশল যুদ্ধ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ কুরাইশ, ইত্তদি ও বেদুইনদের সম্মিলিত শক্তি উত্তুল যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতি আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদিনাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১০,০০০। এ সময়বিত্ত শক্তির মোকাবিলা করার জন্য হয়রত মুহাম্মদ (স) মাত্র ৩,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণের জন্য মহানবি (স) সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেন। বৈঠকে পারস্যের জানেক মুসলমান সালমান ফারসির পরামর্শক্রমে মদিনা নগরীর অরাক্ষিত স্থানসমূহে গভীর পরিখা খনন করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মহানবি (স) স্বয়ং এ কাজে অংশ নেন।

৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ মক্কার যৌথবাহিনী মদিনায় হামলা চালায়। কিন্তু মদিনার অভিনব আক্ষরক্ষার কৌশল দেখে তারা বিস্মিত হয়। শত চেষ্টা সংক্রেতে পরিখা অতিক্রম করে শক্তিপূর্ক মদিনায় প্রবেশ করতে পারেন। তাই তারা ২৭ দিন মদিনা অবরোধ করে রাখে। দৌর্ঘ অবরোধের পর খাদ্যাভাব, ঝড়-শৃষ্টি, হিমেল হাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্ঘেগে প্রচণ্ড ক্ষতির

সম্মুখীন হয়ে যৌথবাহিনী অবরোধ প্রত্যাহার করে বন্দেশে ফিরে যায়। শুধু পরিখা বননের এই কৌশলের মাধ্যমে মুসলমানরা শত্রুর অন্তর্সম থেকে রক্ষা পায়, যা ছিল মুসলমানদের জন্য অনেক বড় বিজয়। উদ্দীপকে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধের কৌশল হিসেবে বাস্তুঘাট ভেঙ্গে দেয়, ত্রিজগুলো গৃড়িয়ে দেয়। ফলে পাকিস্তানী সহজে আক্রমণ করতে পারত না। এটি ছিল এই যুদ্ধের অন্যতম একটি কৌশল। একইভাবে খন্দকের যুদ্ধের সময় মদিনার অরাক্ষিত অঞ্চলগুলোতে পরিখা খনন করে। এই পরিখা অতিক্রম করে শত্রু বাহিনী সামনে এগুতে ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, যুদ্ধের সময় পরিখা বননের মতো এ ধরনের কৌশল গ্রহণ যুদ্ধ জয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ৪৮ যশোরের ছোট গ্রাম ভেকুটিয়া। গ্রামের লোকেরা আদর্শবাদী ও নীতিবান সালেহিনের নেতৃত্বে ঐক্যবন্ধ। এ কারণে উত্তোলনের ভেকুটিয়া বাসির সম্বিধি বৃন্থি পাচ্ছে। আশে-পাশের গ্রামের অধিকার বৃষ্টিত লোকের মাঝেও সালেহিনের গ্রহণ যোগ্যতা বৃন্থি পাচ্ছে। তা দেখে পাশবর্তী প্রভাবশালী গ্রাম মকিমপুরের লোকেরা স্বীকৃত হয়। তারা সালেহিনের ও ভেকুটিয়া গ্রামের লোকদের প্রভাব ক্ষেত্র করার জন্য দলবল সহ বিরাট বাহিনী নিয়ে ভেকুটিয়া গ্রাম আক্রমণ করে। ভেকুটিয়া বাসী সালেহিনের নেতৃত্বে স্বল্প সংখ্যক লোকের একটা বাহিনী নিয়ে এবং দৃঢ় কঠিন মনোবল নিয়ে মকিমপুরবাসীর আক্রমণ প্রতিহত করে এবং তাদেরকে পরাজিত করে। সেই সাথে তাদের গ্রামকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করে। এর মাধ্যমে সালেহিনের আদর্শের জয় হয়।

/যশোর সরকারি মহিলা কলেজ, যশোর/

১. হয়রত মুহাম্মদ (স) কত প্রিষ্ঠাদে নবৃত্য লাভ করে? ১

২. হিলফুল ফুজুল বলতে কী বোঝ? ২

৩. উদ্দীপকের দুই গ্রামবাসীর হন্দের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের উল্লিখিত ইসলামের কোন যুদ্ধের ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

৪. ইসলাম রক্ষায় উক্ত যুদ্ধের গুরুত্ব তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

১ হয়রত মুহাম্মদ (স) ৬১০ খ্রিস্টাব্দে নবৃত্য লাভ করেন।

২ 'হিলফুল ফুজুল' হলো রাসূল (স)-এর প্রতিষ্ঠিত একটি শান্তি সংঘ। 'হিলফুল ফুজুল' অর্থ শান্তিসংঘ। এ শান্তিসংঘ ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দীর্ঘ ৫০ বছর স্থায়ী থাকে। তৎকালীন আরবে প্রতি বছর 'উকাজ মেলা' নামে এক মেলা বসত। উকাজ মেলায় জয়াখেলা, ঘোড়দৌড় ও কাব্য প্রতিযোগিতা নিয়ে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ হারবুল ফেজ্জার বা অন্যায় যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধ পাঁচ বছর স্থায়ী হয়। এ যুদ্ধের ভয়াবহতা বালক মুহাম্মদ-এর মনে গভীর রেখাপাত করে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ৫৯৫ সালে কয়েকজন উৎসাহী যুবক এবং পিতৃব্য যুবাইরকে নিয়ে যে শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন তাই ইতিহাসে হিলফুল ফুজুল নামে পরিচিত।

৩ সূজনশীল ১৭ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

৪ ইসলাম রক্ষায় বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বদরের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধ। এটি ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাওহিদ দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এটা সত্ত্বেও এবং পৌত্রলিঙ্গতার ওপর তাওহিদের বিজয় সূচনা করেছে। যার মাধ্যমে প্রশংসিত হয় যে ইসলাম আল্লাহর অভিপ্রেত ধর্ম এবং ইসলামকে ধ্বংস করা মানুষের সাধ্যাতীত। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ জয়লাভ না করলে ইসলাম ধর্ম ধরণীর বুক হতে চিরদিনের জন্য বিলীন হয়ে যেত।

পক্ষান্তরে বদর যুদ্ধে জয়লাভ করে মুসলমানগণের ধর্মবিশ্বাস ও আজ্ঞাবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্মের জন্য প্রাণ দানের দৃঢ়সংকল গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের জন্য সুফল বয়ে এনেছিল। এছাড়াও এ যুদ্ধে প্রাজায়ের পর কুরাইশদের শক্তি ক্ষৰ্ব এবং সকল প্রকার অহংকার ধূলিসাং হয়। পক্ষান্তরে, ইসলামের গৌরব ও শক্তি মদিনায় ও মদিনার বাইরে বড়গুণে দিন দিন বৃন্থি পেতে থাকে। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রক্ষিপ্তে বলা যায় যে, ইসলামের ইতিহাসে বদরের যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ নিমতলি বাজার সমিতি তাদের নেতা নির্বাচিত করেন আঃ
সামাদকে, যিনি তাঁর এলাকা থেকে আপনজনদের ভারা বিতাড়িত
হয়েছিলেন। নিদারুণ কষ্ট নিয়ে তিনি তাঁর এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য
হয়েছিলেন। বাজার সমিতির নেতা নির্বাচিত হয়ে তিনি সর্ব সম্মতিক্রমে
একটি সনদ প্রণয়ন করেন ‘যার ভিত্তিতে বাজারের সকল কার্যক্রম
পরিচালিত হতে থাকে।’

/গিরাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ/

- ক. সালমান ফার্সি কে ছিলেন? ১
খ. আকাবার শপথ সম্পর্কে লিখ। ২
গ. উদ্দীপকের আঃ সামাদের সাথে ইসলামের কোন ব্যক্তির মিল
যুজে পাওয়া যায়? তাঁর হিজরতের কারণগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ‘মদিনা সনদ’ মদিনায় কীরূপ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, পাঠ্য
বইয়ের আলোকে উত্তর দাও। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সালমান ফার্সি একজন পারসিক সাহাবি যিনি খন্দকের যুদ্ধে পরিখা
খননের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

খ সূজনশীল ৭ এর ‘খ’ নং প্রশ্নের উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের আঃ সামাদের সাথে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মিল
রয়েছে। যিনি নানা কারণে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন।
মহানবি (স)-এর মদিনায় হিজরতের পেছনে কিছু কারণ নিহিত ছিল
যার তিনটি উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন— প্রাকৃতিক প্রভাব,
আভিজাতা ও কৌলিন্যপ্রথা এবং মধ্যস্থাতাকারী হিসেবে আহ্বান।
হিজরতের পেছনে শুধু এ কারণগুলোই নিহিত ছিল না। এগুলো ছাড়াও
গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ মহানবি (স)-কে হিজরতে বাধ্য করেছিল।
ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কোনো নথিই তাঁর বন্দেশবাসী কর্তৃক
সম্মানিত হননি। মহানবি (স) ও মক্কাবাসীদের কাছ থেকে স্বীকৃতি
পাননি। মক্কার আভিজাত কুরাইশগণ মহানবি (স)-কে চিরশক্ত মনে করে
তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালায় এবং ইসলাম প্রচারে বাধা দেয়।
তাদের বাধা সঙ্গে ইসলাম দিন দিন প্রসার লাভ করে। ফলে সর্বশেষ
নির্যাতন হিসেবে মহানবি (স)-কে তাঁরা হত্যার পরিকল্পনা করে এবং
পরিস্থিতিতে মহান আগ্রহ মহানবি (স)-কে ওহির মাধ্যমে মক্কা ছেড়ে
মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দেন।

পৌত্রিকতা, জড়বাদ, শ্রিষ্টানবাদ কোনোটিই মদিনার জনগণকে আকৃতি
করতে পারেনি। এসব ধর্মের প্রভাবে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত ছিল।
মদিনাবাসীগণ আকাবা নামক স্থানে দু'বার রাসুল (স)-এর হাতে
বায়াত গ্রহণ করে মদিনায় হিজরতের আহ্বান জানান। মহানবি (স)-এর
পিতা আবদুল্লাহ এবং পুর্বপুরুষ হাশিম মদিনায় বিয়ে করেছিলেন। এ
আর্থিয়তার সম্পর্ক মহানবি (স)-কে মদিনায় হিজরতের অনুপ্রেরণা দেয়
এবং মদিনাবাসীও তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দেয়। এছাড়া মদিনার
ইহুদিগণ তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের মাধ্যমে মহানবি (স)-এর
আবির্ভাবের বিষয়টি জানতে পারে। এ কারণেও তাঁরা মহানবি (স)-কে
আমন্ত্রণ জানায়। মদিনাবাসীদের এমন আগ্রহ দেখে নবি (স) মুসাব
(রা)-কে মদিনায় পাঠান। তিনি মদিনায় ইসলাম প্রচারের অনুকূল
পরিবেশে রয়েছে বলে মহানবি (স)-কে জানায়। উদ্দীপকে উল্লিখিত
কারণগুলো ছাড়াও এসব কারণে মহানবি (স) হিজরত করেন।

ঘ রাসুল (স)-এর উক্ত বাণী অর্থাৎ মদিনা সমদের মাধ্যমে মদিনায়
ইসলামি প্রজাতন্ত্রের একটি নতুন জাতি প্রতিষ্ঠা করেছিল।

মহানবি (স) তাঁর সংবিধানের ভিত্তিতে বিশ্বের মানুষকে প্রীতির বন্ধনে
আবদ্ধ করেন, যা জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রতির
বন্ধনময় এক তুলনাহীন রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। আর প্রতিষ্ঠিত
হয় মহান আগ্রহের সার্বভৌমত্ব ও বিস্তৃত হয় ইসলামি জাতীয়তাবোধ।

মহানবি (স)-এর প্রচেষ্টাতেই মদিনার সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে
ইসলাম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়। এতিহাসিক P. K. Hitti
বলেন, ‘মুহাম্মদ তাঁর সংক্ষিপ্ত নথির জীবনে সন্তানবাহীন উপাদান থেকে
এমন এক জাতির উত্তর ঘটিয়েছিলেন, যারা আগে কথনও ঐক্যবন্ধ
ছিল না। আর তাদের মাধ্যমে এমন একটি দেশের সৃষ্টি করেছিল, যা
কেবল একটি ভৌগোলিক সীমা বোঝাত কিন্তু জাতীয় চরিত্র বলতে কিছু
ছিল না।’ আর এ মদিনার ইসলামি প্রজাতন্ত্র বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের যে বহিরুহ

ছড়িয়ে দিয়েছিল তা সারাবিশ্বে ইসলামের কেতন উড়িয়ে স্বমহিমায়
সুদৃঢ়তম অবস্থান গ্রহণ করেছে। মহানবি (স) রাজনৈতিক প্রজাতি
শ্রেষ্ঠত্ব সেই মুসলিম জাতি কালক্রমে আরব ভূমি অতিক্রম করে
সারাবিশ্বে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে সমধিক পরিচিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, মদিনা সনদের ধারাগুলো বাস্তবায়ন করে মহানবি
(স) ইসলাম ধর্মের ভিত্তিকেই সুদৃঢ় করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৫০ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাইকগাছাকে শত্রুমুক্ত করার
জন্য কামরুজ্জামান টুকুর নেতৃত্বে এক অভিযান পরিচালিত হয়। পূর্ব
পরিকল্পনা থেকে নেতা উপর্যুক্ত সময়ে ট্রেসার বুলেট ছুড়ে যুদ্ধ শুরু
সংকেত দিলেন। সংকেত পাওয়ার সাথে একযোগে আক্রমণ
চালাতে হবে। কিন্তু নেতার নির্দেশ পাওয়ার পূর্বেই জানেক মুক্তিযোদ্ধা
ট্রেসার বুলেট নিষেপ করে যুদ্ধ শুরু করে দেন। সঠিক সময়ে যুদ্ধ শুরু
করতে না পারায় মুক্তিযোদ্ধাদের নিশ্চিত জয়ের স্থলে শোচনীয় পরাজয়
ঘটে। এই যুদ্ধে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতর আহত হন।

/বন্দেশ কলেজ পিছত সামুজি সাতক্ষীর/

- ক. খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের পরামর্শ দেন কে? ১
খ. হিতীয় বদর যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি ইসলামের কোন যুদ্ধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত যুদ্ধ মুসলমানদের পরাজয়কে কী সত্যিকার পরাজয় বলা
যায়? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সালমান ফারসি খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের পরামর্শ দেন।

খ উক্ত যুদ্ধের অধীমাণ্সিত ফলাফলের প্রেক্ষিতে বদরের প্রান্তরে
হিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী মুজাহিদ মুসাব উহুদের যুদ্ধে নিহত
হয়েছিলেন। কিন্তু কুরাইশ বাহিনী মুহাম্মদ (স) নিহত হয়েছেন মনে
করে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে। কিন্তু যখন অবগত হলো যে, মহানবি (স)
নিহত হননি তখন আবারও বদর প্রান্তরে তাঁর সাথে মোকাবিলার জন্য
অগ্রসর হয়। কিন্তু মুহাম্মদ (স)- এর সংমুদ্র ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠা মনোভাব
দেখে ভীত হয়ে কুরাইশের পশ্চাদপসারণ করে। ইসলামের ইতিহাসে
এটি হিতীয় বদরের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম ঘটনা উহুদ
যুদ্ধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আগ্রহের কাছে একমাত্র মনোনীত দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে
মুসলমানদেরকে অনেক ত্যাগ-তিক্রিক পরিচয় দিতে হয়েছে।
মুসলিমদের জন্য এ রূক্ম একটি অল্পপর্তীক্ষা ছিল উহুদের যুদ্ধ।
মহানবি (স) এর নির্দেশ অমান্য, অতিরিক্ত আক্রিয়াস, মুনাফিকদের
বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি কারণে এ যুদ্ধে মুসলমানগণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন
হন। এমনকি মহানবি (স) নিজে এ যুদ্ধে মারাত্মক আহত হন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কামরুজ্জামান টুকু নামের
একজন নেতা তাঁর বাহিনীকে সংকেত পাওয়ার পর আক্রমণ পরিচালনার
নির্দেশ দেন। কিন্তু সৈন্যরা নেতার নির্দেশ অমান্য করে সংকেত পাওয়ার
পূর্বেই আক্রমণ পরিচালনা করায় নিশ্চিত জয়ের স্থলে শোচনীয় পরাজয়
বরণ করে। এর থেকে বোঝা যায় যুদ্ধটি ছিল উহুদের যুদ্ধ।
প্রকৃতপক্ষে বদরের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করার পর
কুরাইশগণ হতাদাম হয়ে পড়ে। কিন্তু মদিনার স্বার্থপর ইহুদিগণ কাবা
ও রচনা এবং কুমুনগার মাধ্যমে আবার কুরাইশদের উত্তেজিত করে
তোলে। ফলে প্রতিশেধ গ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে গিয়ে
কুরাইশগণ আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ৬২৫ সালের ২১ মার্চ মোট ৩০০০
সৈন্যসহ মদিনার ৫ মাইল পশ্চিমে উহুদ নামক স্থানে উপস্থিত হন।
হ্যারত (স) ৭০০ মুজাহিদ নিয়ে উহুদের প্রান্তরে উপস্থিত হন। ফলে
উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মহানবি (স) তাঁর দুটি
দাঁত হারান। যুদ্ধজয় যখন সুনিশ্চিত তখন মুসলিম বাহিনী মহানবির
(স) আদেশ অমান্য করে গনিমতের মাল সংগ্রহে যোগ দেয়। ইত্তেজা
মুসলিম বাহিনী শত চেষ্টা করেও আর একত্র হতে পারলো না।
অবশেষে তাদের সাময়িক পরাজয় ঘটে।

ঘ. উদ্দীকের ইঙ্গিতবহু উত্তুন্ম যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক প্রাজ্য ঘটেছিল যাকে সত্যিকার প্রাজ্য বলা যায় না।

উত্তুন্ম তিল মুসলমানদের জন্য বিরাট এক পরীক্ষা। দীর্ঘবিত্রমে যুদ্ধে করা সত্ত্বেও এ যুদ্ধে মুসলমানদের প্রাজ্য বরণ করে নিতে হয়েছিল। এর প্রধান কারণ ছিল নেতার আদেশ অমান্য করে মুসলমান সৈন্যদের গণিমতের মাল সংগ্রহ করা। আর এ বিপর্যয় থেকে প্রবর্তীতে মুসলমানরা এক্যুবন্ধভাবে এবং শৃঙ্খলাবন্ধ হয়ে যুদ্ধ করার দীপ্তি শপথ গ্রহণ করে। ফলে এই যুদ্ধকে কোন ভাবেই মুসলমানদের প্রাজ্য বলা যায় না। বরং এটা ছিল সাময়িক প্রাজ্য। যা প্রবর্তীতে যুদ্ধগুলোতে আমরা প্রত্যক্ষ করি।

যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সুযোগ দেতা তার নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে সৈন্য দলকে সঠিকভাবে পরিচালনা করেন। তাই তার নির্দেশ অমান্য করলে বিপর্যয় অনিবার্য। এ কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে নেতার আদেশ মেনে চলাটো সৈন্যদের জন্য অপরিহার্য। উত্তুন্ম যুদ্ধে মুসলমানরা চরম শিক্ষা লাভ করে। এ যুদ্ধে নেতার নির্দেশ অমান্য করার কারণে উত্তুন্মের বিপর্যয় মুসলমানদেরকে প্রবর্তীতে সুশৃঙ্খলাবন্ধ সামরিক বাহিনীতে পরিণত করে। এ যুদ্ধে প্রাজ্যের মধ্য দিয়ে তারা বুঝতে পারে নেতার আদেশ অমান্য করলে প্রাজ্য অনিবার্য। এ শিক্ষা প্রবর্তী সংঘর্ষের সকল যুদ্ধে তাদের সফল করতে সাহায্য করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, উত্তুন্মের যুদ্ধে মুসলমানরা সাময়িক প্রাজ্য হলেও এই যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা মুসলমানদেরকে প্রবর্তী যুদ্ধসমূহে সফল হতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন ১৮ মজিদ লালসালু থিরে যে মিথ্যা মাজারটি তৈরি করেছে, সেটা দিয়েই তার জীবন জীবিকা নির্বাহ হয়। এটি নিরাপদ করার জন্য সে একদল ভক্ত শ্রেণীও তৈরি করে। এলাকার শিক্ষিত শ্রেণী যখন মজিদের এই মিথ্যার প্রতিরোধে সোচ্চার হল, তখন সে তার ভক্তদের নিয়ে প্রতিরোধকারীদের নিঃশেষ করতে উঠে পড়ে লাগল। ফলে উভয় পক্ষ প্রথম সরাসরি যে লড়াইয়ে অবর্তীণ হয় তাতে শিক্ষিত শ্রেণীই জয় লাভ করে।

/প্রেস্পুর সরকারি মাহিলা কলেজ, পেরসুর/

- ক. হিজরতের সময় হয়েরত মুহাম্মদ (স) এর সঙ্গী কে ছিলেন? ১
খ. মদিনার সনদ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উভয় পক্ষের প্রথম লড়াইয়ের সাথে ইসলামের ইতিহাসের কোন যুদ্ধের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মজিদের স্থার্থ ও কুরাইশদের স্থার্থ একই সূত্রে গাঁথা— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিজরতের সময় হয়েরত মুহাম্মদ (স) এর সঙ্গী ছিলেন হয়েরত আবু বকর (রা)।

খ ৬২২ ত্রিষ্টাদে মহানবি হয়েরত মুহাম্মদ (স) মুক্তা থেকে মদিনায় গমন করে মদিনা রাস্তা পরিচালনার জন্য একটি সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইতিহাসে মদিনা সনদ নামে পরিচিত।

মদিনা সনদ পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান। মহানবি (স) হিজরতের মাধ্যমে মদিনায় গমন করে মদিনার ইতুদিদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য “মদিনা সনদ” নামে এক মহাসনদ গড়ে তোলেন। এ সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে মদিনায় একটি সাধারণ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখানে বসবাসকারী সকল নাগরিক সুরে ও শান্তিতে বসবাস করতে থাকে।

গ সূজনশীল ৬ এর ‘গ’ নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ সূজনশীল ৬ এর ‘ঘ’ নং প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ১৯ সেই প্রেরিত মহাপুরুষ ঐশ্বরীণি প্রচারের জন্য নিজ জন্মভূমি হেড়ে অন্য শহরে বসবাস শুরু করেন এবং সেই শহরে তার ধর্মের বুনিয়াদ সুদৃঢ় করা ও শহরের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্ভাব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তিনি একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন। ইতিহাসিকদের মতে এই নীতিমালা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত দলিল।

/জালালুর্রাজ কলেজ, সিলেট/

ক. বদরের যুদ্ধ কত ত্রিষ্টাদে সংঘটিত হয়।

খ. ফাতহুম মুবিন বা মহাবিজয় বলতে কী বোঝা?

গ. সেই মহা পুরুষের জন্মভূমি হেড়ে যাওয়ার কারণ তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নীতিমালা ধর্মীয় ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছিল— উক্ত নীতিমালার পুরুত্ব বর্ণনা করো।

৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বদরের যুদ্ধ ৬২৪ ত্রিষ্টাদে সংঘটিত হয়।

খ হুদায়বিয়ার সন্ধিই হলো ‘ফাতহুম মুবিন’ বা সুসম্পর্ক বিজয়।

ইসলাম ও বিশ্বের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি এক যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ এটি সর্বোত্তমে মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে হয়েছিল। এ সন্ধির দ্বারা কুরাইশরা মহানবি (স)-কে একজন মহান নেতা এবং মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে মেনে নেয়। মুসলমানরা যে একটি স্বতন্ত্র শক্তি তার বিহিতপ্রকাশ ঘটে এ সন্ধির মাধ্যমে। মেট কথা, এ সন্ধি মুসলমানদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদান্ত করে। এ কারণে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে ‘ফাতহুম মুবিন’ বা শ্রেষ্ঠ বিজয় বলা হয়।

গ উদ্দীপকে মহানবি (স)-এর মদিনায় হিজরতের কিছু কারণ সুসম্পর্ক হয়ে উঠেছে।

মহানবি হয়েরত মুহাম্মদ (স) নবৃত্য প্রাপ্তির ১২ বছর পর মুক্তা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। মূলত সত্যের ভাকে এবং কর্তব্যের খাতিরেই তিনি হিজরত করেছিলেন। এছাড়াও পুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ মহানবি (স)-এর হিজরতের পেছনে নিহিত ছিল, উদ্দীপকেও হিজরতের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত হিজরতের কারণসমূহের মধ্যে একটি হলো প্রাকৃতিক প্রভাব। শুষ্ক জলবায়ু এবং উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য মুক্তাৰাসীগণ ছিল বৃক্ষ এবং বদমেজাজি। কোনো পুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা গভীরভাবে চিন্তা করতে পারত না। অপরদিকে, মদিনার সুশীতল স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ও শস্য-শ্যামল ভূমি সেখানকার লোকদের সুবিশেচক, দয়ালু স্বভাবের করে গড়ে তুলেছিল। তাই তারা ইসলামকে সাদারে অভ্যর্থনা জানায়। হিজরতের আর একটি কারণ হলো আভিজাত্য ও কৌলীন্যপ্রথা। মুক্তাৰ স্বার্থপর পুরোহিত শ্রেণি এবং রক্ষণশীল কুরাইশগণ ইসলাম প্রচারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঢ়ায়। কারণ পৌত্রলিঙ্গতার অবসান হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের স্বার্থ ক্ষণ্ট হবে। এছাড়াও উদ্দীপকে হিজরতের আর যে কারণটি উল্লিখিত হয়েছে সেটি হলো মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মহানবি (স)-কে আমন্ত্রণ। মদিনার আওস ও খায়রাজ গোত্র দুটি তাদের মধ্যকার বুয়াস নামক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে রক্ত পাওয়ার জন্য মধ্যস্থতাকারী সন্ধান করছিল। এ কারণে তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন করে শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবি (স)-কে তারা আমন্ত্রণ জানায়। মহানবি (স) এসব কারণে মদিনায় হিজরত করেন।

ঘ উদ্দীপকের নীতিমালায় ঐতিহাসিক মদিনা সনদের নীতিমালার ইঙ্গিত রয়েছে, যা ধর্মীয় ক্ষেত্র ছাড়াও আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল।

মদিনায় ইসলামি রাস্তা প্রতিষ্ঠার মহৎ লক্ষ্যে রাসূল (স) মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ইসলামি রাস্তাকে সুসংহত ও সুদৃঢ় ভিত্তি ওপর দাঢ় করাতে হলে মদিনায় বসবাসরত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্ভাব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা অভ্যাস্যক। এ কারণে তিনি সকলকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর এ মহৎ উদ্যোগই ‘মদিনা সনদ’ নামে খ্যাত। এ সনদে সংযোজিত ধারাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এগুলো শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয়, মদিনার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করেছিল। যেখন এ সনদে বলা হয় কোনো বহিশক্তি মদিনাকে আক্রমণ করলে সব সম্প্রদায়ের সমবেতে শক্তির সাহায্যে সেই শক্তির মোকাবিলা করতে হবে। এটি মদিনাবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। আবার কোনো সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবেই চিহ্নিত করা হতো। তাছাড়া মদিনাকে পৰিত্র শহর ঘোষণা করে এখানে রক্তপাত, হত্যা,

বলাংকার এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপ চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়। এগুলো মদিনার সামাজিক জীবনে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কার্যকর হাতিয়ার ছিল। সকল সম্প্রদায়ের সমান অধিকার নিশ্চিত করে মদিনা সনদ মানবাধিকারের উজ্জ্বল দৃষ্টিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে এ সনদের ধারাগুলো সকল ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছিল।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত নীতিমালা অর্থাৎ মদিনা সনদ তৎকালীন আরব বিশ্বের ধর্মীয় ক্ষেত্র ছাড়াও সামাজিক, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

প্রশ্ন > ৫৩ লোপা ও আলো একটি যুদ্ধ নিয়ে কথা বলছিল। লোপা আলোকে জানায়, এ যুদ্ধ হলো ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের দ্বিতীয় যুদ্ধ। আলো লোপার সাথে এ বিষয়ে বলে যে, এ যুদ্ধে মুসলমানরা প্রভাসিত হয় এবং মহানবি (স)-এর পরিকল্পনার গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হন।

/সর্বিউচিল সরকারি একাডেমি এত কলেজ/

ক. মহানবি (স) কত সালে নবুয়াত লাভ করেন? ১

খ. আনসার ও মোহাজেরিন কারা? ২

গ. উদ্দীপকে লোপা ও আলো কেন যুদ্ধের কথা বলছে? পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুসলমানদের দ্বিতীয় যুদ্ধের পরাজয়ের ফলাফল ব্যাখ্যা করো। ৪

৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মহানবি (স) ৬১০ সালে নবুয়াত লাভ করেন।

খ. সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. সৃজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুসলমানদের দ্বিতীয় অর্থাৎ উহুদ যুদ্ধের পরাজয় ছিল সাময়িক এবং এ যুদ্ধের শিক্ষা নিয়ে পরবর্তীতে মুসলমানরা বিশ্ব জয় করতে সহৃদয় হয়।

উহুদ যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী রাসুল (স)-এর নির্দেশ অমান্য করার কারণে নিশ্চিত জয়লাভ করা থেকে বাঞ্ছিত হয়। ফলে তারা নেতৃত নির্দেশ মান্য করার শিক্ষা লাভ করে। যা মুসলমানদের পরবর্তী সকল যুদ্ধে নেতৃত আদেশ মান্য করে সুশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ করার শিক্ষা দেয়। উদ্দীপকেও এ যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকের লোপা ও আলো ইসলামের দ্বিতীয় যুদ্ধ সম্পর্কে কথা বলে অর্থাৎ তারা উহুদ যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করে। আর এই যুদ্ধে মুসলমানরা কুরাইশদের নিকট প্রভাসিত হয় এবং রাসুল (স)-এর দ্বন্দ্ব মোবারক শহিদ হয়। এ পরাজয় ছিল সাময়িক। কেননা মুসলমানরা এ যুদ্ধের পরাজয় থেকে আরো বেশি ঐক্যবদ্ধ ও সু-শৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ করার শিক্ষা অর্জন করে। কেননা এ যুদ্ধে মহানবি (স) রণকৌশল হিসেবে উহুদের গিরিপথে ৫০ জন তীরন্দাজ নিযুক্ত করেন এবং বিজয় পুরোপুরি সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ না করতে আদেশ দেন। কিন্তু বিজয় নিশ্চিত মনে করে নেতৃত কথা অমান্য করে অস্থির তীরন্দাজ বাহিনী গতিমতের মাল হস্তগত করতে স্থান ত্যাগ করে। কুরাইশ বীর খালিদ বিন ওয়ালিদ এ স্থান দিয়ে এসে অতর্কিত মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে। ফলে যুদ্ধের মোড় ঘূরে যায় এবং মুসলমানরা প্রভাসিত হয়। এ যুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তীতে মুসলিম সৈনিকরা কখনও এ ভুল করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা সাময়িকভাবে প্রভাসিত হলেও এ পরাজয় পরোক্ষভাবে মুসলমানদের জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে এনেছিল।

প্রশ্ন > ৫৪ যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের অবসানকরে পেটিসবার্গে এক বিখ্যাত ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে তিনি ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ সাধনের ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, আজ থেকে কৃষ্ণজ্ঞ বা শ্রেতাজ্ঞদের মধ্যে এককভাবে কেউ শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পারবে না। এমনকি দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষকে কাঁধে কাঁধ মিলে সমাজের উন্নয়নকে তরাষ্ঠিত করতে তিনি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

/ক্লিনিকেল কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস/

ক. হুদায়বিয়ার সম্বিধান কত হিজরিতে স্বাক্ষরিত হয়? ১

খ. কাদেরকে আনসার ও মোহাজের বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের ভাষণে মহানবি (স)-এর জীবনের কোন ঘটনার আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিল থাকলেও উদ্দীপকের বর্ণনা মহানবি (স)-এর জীবনের উক্ত ঘটনার সমগ্রিকতা ধারণ করে না— কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়ার সম্বিধান স্বাক্ষরিত হয়।

খ. সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্দীপকের ভাষণে মহানবি (স)-এর জীবনের বিদ্যায় হজের ভাষণের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।

জাতির কান্ডার হিসেবে তেজোদীপ্ত একটি ভাষণই জাতির মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে। যুগে যুগে এমন অনেক মহামানব পৃথিবীতে এসেছেন, যারা মানুষের মুক্তি নিয়ে ভেবেছেন, মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে কীভাবে উন্নয়নের মূল ব্রোতধারায় নিয়ে আসা যায় সেসব নিয়ে চিন্তা করেছেন। সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তারা গ্রহণ করেছেন নানা মহাত্মা উদ্যোগ। উদ্দীপকে বর্ণিত ভাষণে যেমন এ ধরনের মহৎ চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে, তেমনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাসুল (স) বিদ্যায় হজের ভাষণেও মানুষের মুক্তির এমন নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬৩ সালে গৃহযুদ্ধের অবসান করে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব ভূলে গিয়ে মানুষকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। একইভাবে আজ থেকে প্রায় পনেরো শত বছর পূর্বে মানবতার মুক্তির দৃত রাসুল (স) বিদ্যায় হজের ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন— অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আবার কালোর ওপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাটি হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি)। এ ভাষণে মহানবি (স) সাম্য ও ভাস্তুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সকল মুসলমানদের সাম্যভিত্তিক ভাস্তুমাজ গঠনের আহ্বান জানান। নারী-পুরুষ, দল, মত নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে এ ভাষণের মাধ্যমে রাসুল (স) একটি আদর্শ-সমাজ গঠনের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিদ্যায় হজের ভাষণে রাসুল (স) যে সাম্যভিত্তিক উন্নয়নমূলী সমাজ গঠনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তারই প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের ভাষণে।

ঘ. উদ্দীপকের ভাষণে মহানবি (স)-এর বিদ্যায় হজের ভাষণের দিক-নির্দেশনার কিছু দিক প্রতিফলিত হয়েছে, যা উক্ত হজের সামগ্রিকতা ধারণ করে না।

বিদ্যায় হজের ভাষণ ছিল বিশ্বমানবতার সার্বিক জীবন পরিচালনার সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। বিশ্ব মানবাধিকার রক্ষা, সুস্থির পরিবারিক ও সামাজিক জীবন গঠন, সাম্যভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা সর্বোপরি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স)-এর জীবনদৰ্শ মেনে চলার আহ্বান জানানো হয় এ ভাষণে। উদ্দীপকে বর্ণিত ভাষণে আমরা উল্লিখিত বিষয়গুলোর একটিমাত্র দিকের প্রতিফলন দেখতে পাই।

উদ্দীপকের ভাষণে জাতিগত ভেদান্তে ভূলে গিয়ে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর এ ধরনের চিন্তা-চেতনা রাসুল (স)-এর বিদ্যায় হজের ভাষণের দিক-নির্দেশনার একটি দিক মাত্র। এ ভাষণে রাসুল (স) মানুষকে সকল প্রকার কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অন্যায়-অভ্যাচের থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানান। মানুষের জন-মাল ইজ্জতের হেফাজতের জন্য প্রত্যোককে দায়িত্বশীল হতে নির্দেশ দেন। নারী-পুরুষ, দাস-দাসী সকলের প্রতি সমতাভিত্তিক আচরণের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে এ ভাষণে। তাছাড়া ধর্মের ব্যাপারে যেকোনো ধরনের জোর-জবরদস্তি পরিহার করে সবাইকে নিজ নিজ ধর্ম পালনের আহ্বান জানান রাসুল (স)। মানুষের সকল কাজের জবাব দিতে হবে— এই অনুভূতি জ্ঞাত করে তিনি সবাইকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স)-এর নির্দেশ পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার আহ্বান জানান বিদ্যায় হজের ভাষণে।

বিদ্যায় হজের ভাষণ ছিল বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ। সকল মানুষের সমান অধিকার ঘোষণা করে এ ভাষণের মাধ্যমে রাসুল (স) মানুষকে ন্যায়, আদর্শ ও সাম্যের ধারক হতে নির্দেশ দেন। একতা-বদ্ধ হয়ে এক আল্লাহর নির্দেশ বাস্তুবায়নের বৃপ্রেৰণা প্রদান করা হয়েছে এ ভাষণে। উদ্দীপকের ভাষণে মহানবি (স)-এর সার্বিক নির্দেশনার একটি দিক ফুটে উঠেছে। তাই প্রশ্নে মন্তব্যটিকে আমরা সঠিক বলতে পারি।

প্রশ্ন ৫৫ সৈদে মিলাদুরুবি উপলক্ষে আলোচনা সভায় জনৈক আলোচক মহানবি (স)-এর আগমনকে পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মানব জাতির অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় মুক্তির দিশারীরূপে আগমন করেন রাসুল (স)। তার আগমনে যেন গহীন অন্ধকার পর্দা ছিড়ে উঁকি দেয় নতুন সূর্য। বিশ্বমানবের চিরস্তন কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হয়। বিপন্ন মানবতা পায় মুক্তির দিশা।

বৈষ্ণবী সরকারি কলেজ, নেয়াখালী।

- ক. 'মুহাম্মদ' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. মহানবি (স) কে আল-আমিন বলা হয় কেন? ২
- গ. বর্তমান সময়ে বিশ্ব মানবের দুর্দশা লাঘবে মহানবি (স)-এর জীবনাদর্শ কীভাবে কাজে লাগানো যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. মহানবি (স) এর আগমনে বিশ্বমানবতা ঝুঁজে পায় মুক্তির দিশারী। উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুহাম্মদ শব্দের অর্থ প্রশংসিত।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ বর্তমান সময়ে বিশ্বমানবের দুর্দশা লাঘবে মহানবি (স)-এর জীবনাদর্শ পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে প্রায় একশ বছর আরবের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রতিটি ক্ষেত্রেই হিল চরম অধিঃপতিত ও নৈরাশ্যজনক। এ সময়কে আইয়ামে জাহেলিয়া বা অন্ধকার যুগ নামে অভিহিত করা হয়। জাহেলিয়া যুগের অন্ধকার থেকে আরব সমাজকে মুক্ত করতে শান্তি ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হন হ্যরত মুহাম্মদ (স) এবং সকল অন্যায়-অত্যাচার দূর করে প্রতিষ্ঠা করেন সত্য ও শান্তিপূর্ণ আদর্শ সমাজ। তাঁর মহান আদর্শেরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উদ্দীপকে।

উদ্দীপকের আলোচক বলেছেন মানবজাতির অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় মুক্তির দিশারীরূপে রাসুল (স) আগমন করেন। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন আরব সমাজে বিশ্বমান নানা দুর্বাপ্তি, অরাজকতা, নৈরাজ্য দেখে রাসুল (স) বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি হেরে গুহায় পড়ির ধ্যানে মগ্ন থেকে এসব থেকে মুক্তির উপায় ঝুঁজতে থাকেন। আবার তখনকার সময়ে সংঘটিত ফিজার যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে তাঁর মন কেন্দে ওঠে। আরব সমাজের শান্তিপ্রিয় যুবকদের নিয়ে তিনি 'হিলফুল ফুজুল' নামক সংব্দ গড়ে তোলেন এবং আরব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। নবৃত্য লাভের পর তিনি ইসলামের শান্তি ও মানবতার আদর্শ সরার মাঝে প্রচার করেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন সত্য সুন্দর ও কল্যাণের ধারক ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা। সুন্দর বলা যায়, হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর উল্লিখিত আদর্শের বাস্তবায়ন পৃথিবীতে যাবতীয় বিশ্বজুলা দূরীভূত করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

ঘ হ্যরত মুহাম্মদ (স)-এর আগমনে বিশ্বমানবতা ঝুঁজে পায় মুক্তিরদিশারী-উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আনোয়ার হোসেন মজুমদার একজন সত্যবাদী এবং বিনয়ী মানুব। তিনি ছোটবেলা থেকেই সত্তা, বিনয় এ গুগগুলোর চৰ্চা করেছেন। আক্রায়-জ্বলন পাঢ়া-প্রতিবেশীর প্রতি তিনি সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করেছেন। তাঁর এ ধরনের চরিত্রে রাসুল (স)-এর আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। হ্যরত মুহাম্মদ (স) জাহেলিয়াতের অন্ধকার সমাজে আগমন করে মানবজাতিকে আলোর পথ দেখান। সত্য, সুন্দর আর ন্যায়ের বার্তা নিয়ে আগমন করে মানুষকে আহ্বান করেন এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি। সকল অন্যায়-অত্যাচার নির্মূল করে ইসলামের আলোকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন কল্যাণময় শান্তির সমাজ। তিনিই প্রথম মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেন। ঘোষণা করেন মায়ের পায়ের নিচে স্ত্রান্নের বেহেশত। কিশোর বয়সে 'হিলফুল ফুজুল' নামক শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা করে তিনি মানবজাতিকে দেখিয়েছেন কীভাবে যুদ্ধ পরিহার করে মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করা যায়। আবার সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনে যুদ্ধ করার আদর্শও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। রাসুল (স)-এর জীবনের প্রতিটি ঘটনা মানবজাতির মহান আদর্শ। হৃদায়বিয়ার সন্ধি, মুক্তা বিজয় প্রভৃতি ঘটনা সন্ধির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান, ক্ষমা ও উদারতার মাধ্যমে মানুষকে আপন করে নেওয়ার শিক্ষা দেয়।

সর্বোপরি বিদ্যমান হজার ভাষণে মহানবি (স) মানবজাতিকে সঠিক পথে চলার যেসব দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, তা সর্বকালের মানুষের জন্য সুষ্ঠু, সুন্দর, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের প্রেক্ষিতম আদর্শ।

ঘ ৫৬ রহিম ও পরসের পরিবারের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ সংঘটিত হয়। একদা তাদের মধ্যে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে চূড়ান্ত এবং একটি বড় ধরণের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হিল রহিম পরিবারের ইতিহাসের প্রথম বড় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে রহিমের পরিবার পরসের বিশাল বাহিনীকে সহজেই পরাজিত করে। এ বিজয় অসত্যের ওপর সত্যের এবং অন্যায়ের ওপর ন্যায়ের জয়। এ যুদ্ধে পরসের শক্তি ও অহংকার ধর্ব হয়।

বিংশ সরকারি কলেজ, রংপুর।

- ক. 'আহ্যাব' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. হিজুত বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে কোন যুদ্ধের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত যুদ্ধের সাথে তোমার পঞ্চিত বইয়ের কোন যুদ্ধের মিল রয়েছে তার কারণগুলো ব্যাখ্যা করো। ৪

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আহ্যাব শব্দের অর্থ দৃঢ়থ, কষ্ট।

খ সততা ও বিশ্বস্ততার ধারক হওয়ায় মহানবি (স)-কে আল আমিন ডাকা হতো। 'আল আমিন' শব্দের অর্থ বিশ্বাসী। মহানবি (স) ছোটবেলা থেকেই এ গুণটির অধিকারী ছিলেন। তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। তাই সবাই তাঁকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করত এবং তাঁর ওপর আশ্চর্য ব্রাহ্ম। তাঁর এ মহান গুণের জন্য তাকে সবাই 'আল আমিন' বলে ডাকত।

গ সৃজনশীল ১৭ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত যুদ্ধটি ইসলামের প্রথম যুদ্ধ যা বদর যুদ্ধ নামে পরিচিত।

কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর নির্দেশে মহানবি (স) মজ্জা ছেড়ে মদিনায় হিজুত করলে মুসলমান ও মদিনাবাসীদের ওপর কুরাইশদের ক্ষিপ্ততা আরো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন কারণে এ শত্রুতা আরো বেড়ে গেলে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ বদর প্রান্তরে মজ্জাৰ কুরাইশ ও মদিনার মুসলমানদের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এই প্রতিহাসিক বদরের যুদ্ধ নামে খ্যাত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দুই পরিবারের ঝগড়া বিবাদের জের ধরে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি ছিল দুই পরিবারের প্রথমবারের যুদ্ধ। যুদ্ধে অসত্যের ওপর সত্যের, অন্যায়ের ওপর ন্যায়ের জয় হয়। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রথম যুদ্ধেও এরূপ জয় লক্ষ করা যায়। কিন্তু এ যুদ্ধের অনেক কারণ ছিল যা এই যুদ্ধের সন্তানকাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। মদিনায় হিজুতের পর মুহাম্মদ (স) ইসলামের বাণী চারদিকে ছড়িয়ে দিতে থাকেন। এ সময় মজ্জাৰ কুরাইশী মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে মজ্জাৰ কুরাইশী আতঙ্কিত হয় যে সিরিয়া ও পারস্যে তাদের বাণিজ্য পথ অবরুদ্ধ হতে পারে। কেননা মজ্জাৰ আতঙ্কিত হয়ে যাবার পক্ষে পজ্জু করার জন্য সচেতন হয়ে সিরিয়ার সাথে মজ্জাৰ ব্যবসা বন্ধ করার পরিকল্পনা করে। দস্যুভূতি ও লুটত্রাজের ফলে মদিনার লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে যায়। এছাড়াও আন্দুলাহ ইবনে উবাইয়ের বড়যুদ্ধ, ইতুন্দের বড়যুদ্ধ, আবু সুফিয়ানের মিথ্যা প্রচারণা, নাখলার বড় যুদ্ধ এবং মুহাম্মদ (স)-এর ঐশ্বী বাণী লাভ প্রভৃতি এই যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে। যার ফলস্বরূপ মদিনার ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর নামক প্রান্তরে উভয় বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মহানবি (স)-এর নেতৃত্বে মদিনাবাসী বিজয়ী হন। এ যুদ্ধ ছিল অসত্যের ওপর সত্যের ও অন্যায়ের ওপর ন্যায়ের বিজয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামের প্রথম যুদ্ধ হিসেবে বদর যুদ্ধের অনেক কারণ ছিল যা এই যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে।

ইসলামের ইতিহাস ও সংক্ষিপ্ত

অধ্যায়-২: হযরত মুহাম্মদ (স) (৫৭০- ৬৩২ খ্রি.)

৫৫. হিলফুল ফুজুল গঠন করা হয়েছিল কেন? (অনুধাবন)
 ① ১. গোত্রীয় সমৃদ্ধির জন্য
 ২. গোত্রীয় একেব্যর জন্য
 ৩. যুদ্ধে জয়লাভের জন্য
 ৪. শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য
৫৬. প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের অবস্থা কেমন ছিল? (জ্ঞান)
 ① ১. কুসংস্কারাত্ত্বে ২. সুশৃঙ্খল
 ৩. শান্তিপূর্ণ ৪. কুসংস্কারমুক্ত
৫৭. হজরে আসওয়াদ কী?
 ১. মসজিদ ২. পাথরখণ্ড
 ৩. মিনার ৪. কারাঘর
৫৮. মুহাম্মদ (স) কত বছর বয়সে বিবি খাদিজাকে বিবাহ করেন? (জ্ঞান)
 ১. ২৫ বছর ২. ৩০ বছর
 ৩. ৩৫ বছর ৪. ৪০ বছর
৫৯. ওকজ মেলায় জুয়াখেলা, ঘোড়দোড় ও কুব্য প্রতিযোগিতা নিয়ে এক জ্যোতি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এ যুদ্ধের নাম কী? (জ্ঞান) [ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ]
 ১. ফিয়ার ২. বদর
 ৩. হারবুল ফোজ্জার ৪. উত্তুদ
৬০. কুরাইশ ও হাউজাজিন গোত্রসমূহের যুদ্ধ কোনটি? (জ্ঞান) [ক্যাট্টেনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
 ১. হারবুল ফোজ্জার ২. বাসুসের যুদ্ধ
 ৩. বুয়াসের যুদ্ধ ৪. বদরের যুদ্ধ
৬১. তোমার এলাকায় প্রতিনিয়ত চুরি, ভাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি হচ্ছে। এমতাবস্থায় তুমি মহানবি (স)-এর কোন ঘটনাটি অনুসরণ করবে? [বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা] (প্রয়োগ)
 ১. হিলফুল-ফুজুল ২. হিজরত
 ৩. মদিনা সনদ ৪. হুদায়বিয়ার সন্ধি
৬২. মহানবি (স) কত বছর বয়সে নবৃত্য শান্ত করেন? (জ্ঞান)
 ১. ৪০ ২. ৪২
 ৩. ৪৪ ৪. ৪৬
৬৩. হিজরতের সময় কিছু মুসলমান মহানবি (স)-এর সাথে মদিনায় পিয়েছিল। ইসলামের ইতিহাসে তারা কী নামে পরিচিত? (জ্ঞান)
 ১. আনসার ২. তবিবার
 ৩. মুস্তাক ৪. মুহাজের
৬৪. মহানবি (স)-এর মেরাজ গমনের সময় বাহক কী ছিল? (জ্ঞান)
১. শোভা ২. বোরাক
 ৩. উট ৪. জিবরাইল ফেরেশতা
৬৫. শাহজালাল (রহ) সুদূর ইয়েমেন থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য। তার বাংলা আগমনের সাথে মহানবির সম্পর্কত কোন অঞ্চলটির মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
 ১. সিরিয়া ২. ইয়েমেন
 ৩. তায়েফ ৪. দামেস্ক
৬৬. মহানবি (স) মুসাবকে মদিনায় কেন প্রেরণ করেছিলেন? (অনুধাবন) ইস্লামনি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস।
 ১. মদিনার পরিস্থিতি জানার জন্য
 ২. ব্যবসায়িক কাজে
 ৩. শান্তির বার্তা দিয়ে
 ৪. ধর্ম প্রচারের জন্য
৬৭. হিজরতি সাল গণনা শুরু হয়— (জ্ঞান) [ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ]
 ১. ৬১০ খ্রি. ২. ৬১২ খ্রি.
 ৩. ৬২২ খ্রি. ৪. ৬২৪ খ্রি.
৬৮. মদিনার সনদ ব্যাপকভাবে কী নিশ্চিত করেছে? (জ্ঞান) [ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ]
 ১. ব্যক্তি শাসন ২. অর্থনৈতিক স্থানীনতা
 ৩. ধর্মযৌথ সমাজ ৪. আইনের শাসন
৬৯. হিজরতের আশ্রয় দানকারীরা কী নামে পরিচিত? (জ্ঞান)
 ১. আনসার ২. মুভাকিম
 ৩. মুকাদ্দিস ৪. মুকাসিন
৭০. মদিনার সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রায়ই শুটতরাণ করত করা? (জ্ঞান)
 ১. ইহুদিরা
 ২. কুরাইশগণ
 ৩. কুরাইজা গোত্রীয়রা
 ৪. হিমারীয়রা
৭১. সাদির বাবা সৌদি আরবে ঢাকি করতে পিয়ে প্রথমে কুবা মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করেন। এই স্থানটিতে মহানবি (স) কখন পিয়েছিলেন? (প্রয়োগ)
 ১. তায়েফ গমনের সময়
 ২. মেরাজের সময়
 ৩. মদিনা হিজরতের সময়
 ৪. বিদায় হওয়ের সময়
৭২. আনসার শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
 ১. সাহায্যকারী ২. গৃহত্যাগী
 ৩. প্রচেষ্টাকারী ৪. আলাহ ভীরু
৭৩. 'মদিনা সনদের' কর্যটি ধারা ছিল? (জ্ঞান)
 ১. ৪৫ ২. ৪৭
 ৩. ৪৯ ৪. ৫১

৭৫. মদিনা সবসে মদিনার সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারক
করা হয় কাকে? (জ্ঞান)
 ① মহানবি (স)কে
 ② হযরত আলী (রা)কে
 ③ একজন মুহাজিরকে
 ④ একজন জানসারকে
৭৬. মদিনা থেকে বদর কত মাইল দূরে অবস্থিত?
(জ্ঞান)
 ① ১০ ② ৮০
 ③ ৯০ ④ ১০০
৭৭. ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সামরিক বিজয়
কোনটি? (জ্ঞান)
 ① বদর যুদ্ধ ② খন্দকের যুদ্ধ
 ③ উহুদের যুদ্ধ ④ মুতার যুদ্ধ
৭৮. উহুদ যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? (জ্ঞান)
 ① ৬২০ সালে ② ৬২২ সালে
 ③ ৬২৪ সালে ④ ৬২৫ সালে
৭৯. উহুদের যুদ্ধে ইসলামের পতাকাবাহী কে ছিল?
(জ্ঞান) [বাংলাদেশ লোকাদিনী স্কুল এন্ড কলেজ,
খুলনা]
 ① যুবায়ের ② মুসাব
 ③ হাময়া ④ হযরত আলী (রা)
৮০. উহুদের যুদ্ধ থেকে মুসলমানরা কী শিক্ষা
নিয়েছিল? (অনুধাবন)
 ① গণিমতের মাল সংগ্রহ
 ② খালিদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ
 ③ নেতার আনুগত্য পালন
 ④ কুরাইশদের শত্রু হিসেবে বিবেচনা
৮১. কোন মাসে পরিষ্কা খনন করা হয়? (জ্ঞান)
 ① শাবান ② রম্যান
 ③ শাওয়াল ④ রজব
৮২. খন্দকের যুদ্ধের অন্য নাম কী? (জ্ঞান) [বিএন
কলেজ, ঢাকা]
 ① আহযাবের যুদ্ধ
 ② নাথলার যুদ্ধ
 ③ ফিজারের যুদ্ধ
 ④ সিফাফিনের যুদ্ধ
৮৩. সেই ক্যাথারিন কোন ধর্মীবলঘীদের উপাসনালয়
হিল? (জ্ঞান)
 ① ইহুদি ② বৌদ্ধ
 ③ খ্রিস্টান ④ পৌরাণিক
৮৪. পরিজ কুরআনে 'কাতরুম মুবিন' বলা হয়েছে
কোনটিকে? (জ্ঞান)
 ① হুদায়বিয়ার সন্ধিকে
 ② হিলফুল ফুজুলকে
 ③ মন্ত্রা বিজয়কে ④ মদিনা বিজয়কে
৮৫. "হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে আমরা যেতে জরী
হয়েছি সেবৃপ কখনও হই নাই" — উক্তিটি কার?
(জ্ঞান)
 ① হযরত আলী (রা)-এর
৮৬. আবু বকর (রা)-এর
 ② মহানবি (স)-এর
 ③ আবু সুফিয়ান-এর
৮৭. কাকে মহানবি (স) আসাদুল্লাহ উপাধি দেন?
(জ্ঞান)
 ① আলী (রা)কে ② মুসা (আ)কে
 ③ উমর (রা)কে ④ ইসা (আ)কে
৮৮. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর
সরকার বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সমর্থন আদায়ে
বিভিন্ন দেশে দৃত প্রেরণ করে। ইসলামের
ইতিহাসের কোন ঘটনার আলাদাতের সাথে এর
সাদৃশ্যতা সঞ্চ করা যায়। (প্রয়োগ)
 ① হুদায়বিয়ার সন্ধি ② মুতার যুদ্ধ
 ③ মন্ত্রা বিজয় ④ তায়েফ বিজয়
৮৯. হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
(জ্ঞান)
 ① ৬২৫ ② ৬২৬
 ③ ৬২৭ ④ ৬২৮
৯০. কাবাঘরে মুক্তিসমূহ কত সালে অপসারিত হয়?
(জ্ঞান)
 ① ৬২৬ সালে ② ৬২৮ সালে
 ③ ৬২৯ সালে ④ ৬৩০ সালে
৯১. বিদায় হজ কত খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
[বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা]
 ① ৬২৮ খ্রি. ② ৬২৯ খ্রি.
 ③ ৬৩০ খ্রি. ④ ৬৩২ খ্রি.
৯২. হুজাতুল বিদা অর্থ কী? (জ্ঞান)
 ① বাবুল হজ ② বিদায় হজ
 ③ মুসাফিরের হজ ④ বিদাআত হজ
৯৩. মন্ত্রে মন্ত্রে লোক ইসলাম গ্রহণ শুরু করলে মহানবি
(স)-এর মনে কোন ভাবনাটি উদয় হয়? (অনুধাবন)
 ① কুরাইশদের ওপর শ্রেষ্ঠতৃ অর্জন
 ② দায়িত্বের পরিসমাপ্তি
 ③ খিলাফতের শুরু ④ বিশ্বময় ইসলাম প্রচার
৯৪. মহানবি (স) ধর্মীয়ভাবে আরবে কোন
সংস্কারটি চালিয়েছেন? (অনুধাবন)
 ① কুসংস্কার দূর ② হজ ব্যবস্থা চালু
 ③ যাকাতের প্রবর্তন ④ ইহুদি ধর্মের বিলুপ্তি
৯৫. হযরত মুহাম্মদ (স) প্রত্যক নর-নারীর জন্য কোন
জিনিস অত্যাবশ্যকীয় বলে ঘোষণা করেছেন?
(জ্ঞান)
 ① বিদ্যাশিক্ষা ② যুদ্ধ-বিগ্রহ
 ③ হজ পালন ④ ব্যবসা-বাণিজ্য
৯৬. "শিক্ষার জন্য সুদূর চীনে যেতে হলে যাও" —
উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
 ① ইসা (আ)-এর ② আলী (রা)-এর
 ③ মহানবি (স)-এর ④ মুসা (আ)-এর
৯৭. "আলেমদের শুম মূর্দের ইবাদতের চেয়ে উত্তম"
উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
 ① মহানবি (স)-এর ② উমর (রা)-এর
 ③ আলী (রা)-এর ④ মুসা (আ)-এর

উক্তিটি কেন সুরার? (জন)

- (ক) ফাতিহার (খ) বাকারাহর
(গ) ইয়াসিনের (ঘ) আর রহমানের

১৪. হযরত মুহাম্মদ (স)-কে সর্বপ্রথম কে প্রতিশুত
পূর্ণগভর হিসেবে সনাত্ত করেন? (জন)

- (ক) আবুল মুতালিব (খ) ওরাক বিন নওফল
(গ) বুহিরা (ঘ) বিবি বাদিজা

১৫. হযরত হাময়া (রা) কত খ্রিস্টানে ইসলাম গ্রহণ
করেন? (জন)

- (ক) ৬১৬ (খ) ৬১৮
(গ) ৬২০ (ঘ) ৬২২

১০০. উন্নুন উপজ্যক মদিনা কেন দিকে অবস্থিত? (জন)

- (ক) পূর্বে (খ) পশ্চিমে
(গ) উত্তরে (ঘ) দক্ষিণে

১০১. মহানবি (স) শান্তির প্রস্তাব নিয়ে কাকে
কুরাইশদের নিকট পাঠিয়েছিলেন? (জন)

- (ক) আবু বকরকে (খ) উমরকে
(গ) ওসমানকে (ঘ) আলীকে

১০২. “সকল মানুষ সমান, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও
উৎকৃষ্ট নে ব্যক্তি যিদি আল্লাহর সর্বাধিক
কল্যাণকারী” – উক্তিটি কারো? (জন)

- (ক) উমর (রা)-এর (খ) মহানবি (স)-এর
(গ) আলী (রা)-এর (ঘ) ইবনে হুসাম-এর

১০৩. ‘ক’ ও ‘খ’ ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে

ইসলামের সাংগঠনিক স্বত্ত্ব বৃদ্ধি পায়। ‘ক’
ও ‘খ’ ব্যক্তি ইসলামের ইতিহাসের যেসব
ব্যক্তিকে সমর্পন করে— (প্রয়োগ)

- i. হযরত হাময়া (রা) ও হযরত ওমর (রা)
ii. হযরত ওমর (রা) ও হযরত আবু বকর (রা)
iii. হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত হাময়া (রা)

নিচের কোনটি সঠিক? (জন)

- (ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i ও iii

১০৪. মদিনা সনদে নাগরিক অধিকার ভোগের কথা

বলা হয়— (অনুধাবন) [ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল
অডিল কলেজ, ঢাকা]

- i. ইহুদি সম্প্রদায়ের জন্য
ii. খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য
iii. পৌরাণিক সম্প্রদায়ের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক? (জন)

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১০৫. মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রের আন্তর উৎস হিল—
(অনুধাবন) [সরকারি কে.সি. কলেজ মিনাইদহ]

- i. গনিমত
ii. যাকাত
iii. জিজিয়া

নিচের কোনটি সঠিক? (জন)

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১০৬. আত্মালক মদিনা সনদের বোনাট কোনো—
(অনুধাবন)

- i. বিপুল সংখ্যক ধারা
ii. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
iii. সহাবস্থান

নিচের কোনটি সঠিক? (জন)

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১০৭. বদরের যুদ্ধকে মুসলমানদের জগ্য পরীক্ষার যুদ্ধ
বলা হয়। কারণ, এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে—
(অনুধাবন)

- i. হুনায়নের যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে
ii. ইসলাম প্রথম চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে
iii. মহানবি (স)-এর পার্বিব ক্ষমতার ভিত্তি
স্থাপিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক? (জন)

- (ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) ii ও iii

১০৮. হুদায়বিয়ার সন্ধি কীভাবে করেন— (অনুধাবন)

- i. মুহাম্মদ বিন আবদুর্রাহ
ii. হযরত আলী (রা)
iii. সুহায়েল বিন আমর

নিচের কোনটি সঠিক? (জন)

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পঠে ১১৯ ও ১২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও;
সিরিয়ার civil war-এর কারণে সকল লক্ষ লোক তুরস্কে
আশ্রয় গ্রহণ করে।

১০৯. তুরস্কের সাথে মুসলমানদের হিজরতের
ইতিহাসে কোন দেশটির মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)

- (ক) মিসর (খ) ইরাক
(গ) আবিসিনিয়া (ঘ) সিরিয়া

১১০. মুসলমানদের মঙ্গ ত্যাগের কারণ কী হিল?—
(উচ্চতর স্বত্ত্ব)

- (ক) কুরাইশদের অত্যাচার
(খ) বিদেশিদের আক্রমণ
(গ) বাণিজ্যিক অভ্যন্তর
(ঘ) সুর্তিকের তাড়না

উক্তিপ্রকারি পঠে ১১১ ও ১১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
বৃপ্তগুজ ব্যবসায়ী সমিতি তাদের সাঙ্গাহিক হাট
পরিচালনার জন্য কিছু নিয়মনীতি নির্ধারণ করেন।

এগুলোর মধ্যে অন্যতম হিল বহিরাগত ব্যবসায়ীদের
নিরাপত্তা বিধান।

১১১. মহানবি (স)-এর কোন আদর্শের সাথে ব্যবসায়ী
সমিতির কাজের মিল পাওয়া যায়? (প্রয়োগ)

- (ক) হিলফুল মুজুল (খ) আকাবার শপথ
(গ) মদিনা সনদ (ঘ) হুদায়বিয়ার সন্ধি

১১২. উত্ত আদর্শ গ্রহণের ফলে— (উচ্চতর স্বত্ত্ব)

- i. দুর্বলরা রক্ষা পায় ii. গরিবরা উপকৃত হয়
iii. সদস্যরা লাভবান হয়

নিচের কোনটি সঠিক? (জন)

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii